প্রকাশক :

ডি. ঘোষ

কলিকাতা-৭০

প্রচ্ছদ :

এস. বিশ্বাস

প্রথম প্রকাশ :

১লা মার্চ, ১৯৩৯

প্রকাশ :

সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯

মুদ্রাকর :

শ্রীস্বপন কুমার হাজরা

নিউ রূপবাণী প্রেস

৩১, বাদুড়বাগান স্ট্রীট

কলিকাতা-৯

Nihata Bhramar

A Crime Novel by

Agatha Christee

Bengali Version by

Prithwi Raj Sen

॥ এক ॥

আলো ফুটছে সিবিয়ার আকাশে। ভোর পাঁচটা। পাঁজর কাঁপা শীত [illegible] একটি ট্রেন দাঁড়িয়ে আলেপ্পো স্টেশন প্লাটফর্মে। দুটো লোক [illegible] দাঁড়িয়ে। একজন দীর্ঘ স্মার্ট তরুণ। সে প [illegible] বিভাগের লেফটেনান্ট বা লেফন। [illegible] মানুষ। যার মুখ প্রায় অদৃশ্য [illegible] চোখে পড়ে কেবল দীর্ঘ বড় বড় সমতলে [illegible] এবং গোলাপী নাকের ডগাটি।

যে ভদ্রলোককে লেফনাঁ তুবো বিদায় জানাতে এসেছেন দূতাবাসের পক্ষ থেকে, তাঁরা জানতেন তিনি এক অসাধারণ মানুষ। নিজের চোখেই ক'দিন ধরে লেফনাঁ তুবো দেখলেন, এই [illegible] মানুষটির সামরিক অসামরিক সব মহলেই কি খাতির। অথচ এই সম্মানে শ্রী এরকুল পোয়ারো নির্বিকার। নিঃসন্দেহে বলা যায় শ্রী পোয়ারো সেই সব দামী মানুষদের একজন, যাঁদের অধিকারে ব্যক্তির নামে গুণটি বর্তমান।

এ অঞ্চলের কূটনৈতিক মহলে কী যেন একটা গোলমাল হয়েছিল। আহার-নিদ্রা ঘুচে গেছিল দূতাবাসের কর্মকর্তাদের। লেফনাঁ তুবোর বাহিনীর "জেনারেল" ছুটে এলো জরুরী তলব পেয়ে। কর্তাদের বসল ঘন ঘন [illegible]পন বৈঠক। শেষে, শ্রীযুক্ত পোয়ারো এলেন বিশেষ

আমন্ত্রনে। মাত্র তিনটে দিন। মেঘ কেটে গেল। কর্তাদের মুখে ফুটলো মেঘ ভাঙা রোদ। কৃতজ্ঞতায় "জেনারেল" উচ্ছ্বসিত। এখন শান্ত মনে পোয়ারো ফিরে যাচ্ছেন সাফল্যের গর্ব নিয়ে।

মেরি ডেবেনহ্যামের তন্দ্রাজড়িত চোখ খুলল। ভাল ঘুম হয়নি সারারাত। শুধু কি গতকাল? কদিন ধরেই ভাল ঘুম হচ্ছে না রাত্রে। বাগদাদ ছেড়েছেন গত বুধবার। ঘুম হয়নি সেদিন। কিরকুক যাওয়ার ট্রেনে কিংবা মসুলের বিশ্রামাগারেও দুচোখের পাতা এক হয়নি একবারও, আর গতকালতো একেবারেই নয়।

কোন্ স্টেশন এটা? নিশ্চয়ই আলেপ্পা। এখানেতো অনেকক্ষণ দাঁড়াবে গাড়ী। নাববেন নাকি?

বাইরেটা একটু দেখবেন? কী দেখার আছে? তবু মাথা তুললেন একটু, পর্দা সরালেন। দুটো লোক কথা বলছে। ভাষা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। ফরাসী? হ্যাঁ, হ্যাঁ, ফরাসীই। বাহ্, বেশতো ছেলেটির চেহারা। আর ঐ লোকটা? কি শীতকাতুরে রে বাবা। হাল্কা হাসি স্পর্শ করলো ডেবেনহ্যামের ঠোঁটে। গোঁফ দুটি কিন্তু চমৎকার।

পোয়ারোকে অনুরোধ জানালো কণ্ডাক্টর—আঁ ভোয়াতুর, ম'সিয়। মশাই ভেতরে আসুন গাড়ী ছাড়বে। তারপর বিদায় জানানোর পালা। লেফনাঁ দুবো ও শ্রীপোয়ারো, পরস্পরের সৌজন্য বিনিময় হলো চোস্ত ফরাসীতে। গাড়ীতে উঠলেন পোয়ারো। দুবোকে শেষ বারের জন্য হাত নেড়ে জানালেন অভিবাদন, লেফনাঁর প্রত্যাভিবাদন হল সামরিক কায়দায়। ট্রেন ছাড়ল।

ভোলায়া ম'সিয়, সবিনয়ে বলেন কণ্ডাক্টর, দেখুন মশাই, কামরা কী চমৎকার। আর দেখুন, মশাইএর জিনিষপত্র ব পরিপাটি ভাবে গোছানো রয়েছে। এই সেবকের ধ্যানজ্ঞান। মশাইয়ের সাচ্ছন্দ্য বিধানই। কী খুঁজছেন মশাই? হাতব্যা সেটা ওইখানে যত্ন করে রেখে দিয়েছে এই অধম। কণ্ডাক্টর হা

বাড়িয়ে জায়গাটা দেখায়। ইঙ্গিত স্পষ্ট। কণ্ডাক্টরের বাড়ানো ডান হাতে সামান্য দক্ষিণা দিলেন পোয়ারো এবং সেটা গৃহীত হল যথাবিহিত সৌজন্যে।

কণ্ডাক্টর কাজের কথায় এলেন এবার—আমার কাছেই আছে মশাই-এর টিকিট। অনুগ্রহ করে একবার পাসপোর্টটা দেখাবেন? আমার ধারণা ইস্তাম্বুলেই আপনি যাত্রাবদল করবেন।

পোয়ারো বল্লেন, অনুমান ঠিক। এবং জানতে চাইলেন, যাত্রীসংখ্যা এ সময় বেশী থাকে কিনা? উত্তর এল, প্রথম শ্রেণীর যাত্রী, পোয়ারো ছাড়া মাত্র দুজন। একজন, ভারত থেকে আসছেন এক ইংরেজ কর্ণেল, আরেকজন, বাগদাদ থেকে আসছেন ইংরেজ মহিলা। আরো দু'একটী কথা শেষে চলে গেল কণ্ডাক্টর।

পোয়ারো ঘড়ি দেখলেন। পাঁচটা কুড়ি। দু'ঘণ্টার পর রোদ উঠবে। আপাতত করার নেই কিছু, বসলেন ভাল করে, আয়েস করে। এবং ঘুমিয়ে পড়লেন শীঘ্রই। ঘুম ভাঙ্গল ন'টার পর। এখন প্রয়োজন একটু কফি। পোয়ারো গেলেন খাবার কামরায়।

তখন সেই খানা-কামরা প্রায় খালি। কোণের টে... ন। তরুণী। পোয়ারো বুঝলেন এটাই সেই কণ্ডাক্টর-কথিত ইংরেজ ... টলের কফির অর্ডার দিলেন পোয়ারো, হাতে কাজ না থাকায়। ... জ ...ডার একটী মাত্র কাজ, মহিলাটিকে দেখতে শুরু করলেন এবং এ... বা যাতে তিনি যে দেখছেন সেটা না দেখা যায়। ... তাপ

মেয়েটীর বয়স কতই বা? আঠাশ। ছিপ ছিপে স্মার্ট দীর্ঘ শরীর। মেয়েটি বহু ঘুরেছে, বোঝা যায়। এটা বোঝা তেমন শক্ত কিছু না। খাবার-কামরায় হাবভাবেই বলে দেয় এতে কে কত বেশী অভ্যস্ত। পোয়ারো খুসী হলেন।

মেয়েটি সবলা ও বুদ্ধিমতী। অর্জন করেছে নিজের ভাগ্য জয় করবার অধিকার। কেবল বুদ্ধিমতী নয়, সুন্দরীও। মাথায় কালো চুলের ঢেউ যত্নে বাঁধা। সুন্দর দুটি চোখের দৃষ্টি উদাসীন। এ মেয়ে যে কাজ

করে তাতে কোন সন্দেহ নেই। বেশ দক্ষ। পোয়ারো দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। মাথার মধ্যে চালিয়ে উঠল একটি তত্ত্ব। দক্ষতা আর নারীত্ব কি সহাবস্থান করে? মেয়েরা একটু মেয়েলী হলেই ভাল নয় কি?

খানা-কামরায় এক ভদ্রলোক এলেন। গুডমর্নিং শ্রীমতি ডেবেনহ্যাম।

…মর্নিং, কর্ণেল আর্বাথ নট।

এখানে বসলে আপনার আপত্তি আছে?

—আরে না না। বসুন।

ওঁদের মধ্যে কিন্তু আর কথাবার্তা বিশেষ হল না। ভদ্রলোক পোয়ারোকে দেখলেন একবার। সামান্যতম আগ্রহ ও দেখালেন না আলাপের। অল্প পরেই, মহিলা উঠে নিজের কামরায় চলে গেলেন।

লাঞ্চের সময় আবার দুজনকে দেখা গেল এক টেবিলে। পোয়ারোর সঙ্গে এবারও কেউ কথা বললেন না। কিন্তু নিজেদের মধ্যে আগের চেয়ে কথা হল ঢের বেশী। সেইসব কথায় বোঝা গেল, পোয়া... বাগদাদের এক কনভেন্টের শিক্ষিকা এবং কর্নেলটি পাঞ্জাবে মশাই ভে... দিন কাটিয়েছেন। কথায় কথায় দুজনেরই পরিচিত এমন পালা। ...র নামও বেরিয়ে পড়ল। আলাপের সুর উঠল হৃদ্যতায়। হলো চো...য়েকদিন ইস্তাম্বুল থাকবেন নাকি আপনি সোজা ইংল্যাণ্ড শেষ বা... কর্নেলের প্রশ্ন।

—আবার থামা? না না, রক্ষে করুন, সোজা যাবো।

—এ সুযোগে কিন্তু ইস্তাম্বুল দেখা হয়ে যেত।

—আমার দেখা ইস্তাম্বুল। একবার দিনতিনেক সেখানে ছিলাম।

—তাহলে ভালই হলো। আমিও তো সরাসরি ইংল্যাণ্ড যাচ্ছি।

কথা বলেই হঠাৎ লাল হয়ে উঠল কর্নেলের মুখ। লাল—খুশী লাল, ভালবাসার।

কয়েকঘণ্টা পর।

নিজের কামরা ছেড়ে করিডরে দাঁড়ালেন পোয়ারো। সামান্য দূরে ওরা দুজন। ভারি চমৎকার এখানে নিসর্গের ছবি। দুজনেই তন্ময় হয়ে দেখছিলেন। কি সুন্দর! ইস্, এই সৌন্দর্য উপলব্ধির মন যদি থাকতো! হঠাৎ দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে ওঠেন মেয়েটি।

কর্নেল কোনো উত্তর দিলেন না। তাঁর মুখে বিষণ্ণতা ফুটলো। মুখের রেখাটা দৃঢ় হল। অল্প পরে বললেন, আপনি এর মধ্যে থাকেন আমি চাইনি।

চুপ চুপ—মহিলা ইঙ্গিতে দেখালেন পোয়ারোকে। "ও"। আড় চোখে পোয়ারোকে দেখে নিলেন কর্নেল। উচ্চকণ্ঠে বলে উঠলেন তারপর—যাই বলুন আপনি, বাচ্চাদের সামলানো কি কম ঝকমারি! কেন যে আপনার এত ভাল লাগে বুঝি না। হাসতে গিয়ে বিষম খেল মহিলাটি।

সরে এলেন পোয়ারো। বহুকাল পর পোয়ারোর মনে পড়লো একটুখানি কবিতা—দুই প্রাণীর কাহিনী যে এতটুকু বই নয়কো মোটে/ হৃদয় টানে হৃদয় পানে/নয়ন পানে নয়ন ছোটে।

রাত সাড়ে এগার। স্টেশনে দাঁড়িয়েছে ট্রেন। পোয়ারো জ...টলের ...ডার পর্দা সরিয়ে দেখলেন প্লাটফর্মে বেশ ভীড়। মনে হল তার, বা... হিম-ভেজা বাতাসে অল্প পায়চারি করলে মন্দ হয় না। শীততাপ-নিয়ন্ত্রিত ট্রেন। প্রচণ্ড শীত বাইরে। তাই পোয়ারো চাপালেন টুপি, চড়ালেন ওভার কোট, জড়ালেন মাফলার এবং প্লাটফর্মে নামলেন। ওদিকে নির্জনতা আছে। ভারী মালপত্র রাখার কামরা ওটা। দুটো ছায়ামূর্তি। ওরা কারা? পোয়ারো এগুলেন।

"মেরি—"

'না, এখন নয়, এখন নয়। সব শেষে হোক আগে। তারপর—।'

পা টিপে টিপে পোয়ারো ফিরে এলেন। যেথায় সুখে তরুণ-

যুগল পাগল হয়ে বেড়ায়, আড়াল বুঝে আঁধার খুঁজে সবার দৃষ্টি এড়ায়-ফের একটু কবিতা মনে এল তাঁর। পরদিন খানা-কামরায় ওদের ফের দেখা গেল। দুজনের মধ্যে কথা নেই। ঝগড়া নাকি? মেয়েটি সামান্য চিন্তিত যেন। চোখের নিচে কালি। কেন এত উদ্বিগ্ন?

ট্রেন থেমে গেল বিকাল আড়াইটার সময়। হঠাৎই ব্যাপার কী? মেরি ডেবেনহ্যাম থামালেন করিডোর থেকে ছুটে আসা কণ্ডাক্টরকে। গাড়ি থামল কেন? প্রশ্নে উদ্বেগ।

—না, ভয়ের কিছু নেই। বেশি কিছু হয় নি। একটু আগুন লেগেছিল খানা-কামরার নিচে, নিভিয়ে ফেলা হয়েছে। মেরামতির টুকি-টাকি কাজ শেষ হলেই গাড়ী চলবে।

চলে গেল কণ্ডাক্টর।

মেরি ডেবেনহ্যাম কেমন অভিভূতের মত দাঁড়িয়ে রইলেন। পোয়ারো কাছেই দাঁড়িয়ে। সেদিকে চেয়ে, নিজের মনেই বলে উঠলেন যেন, বুঝলাম তো সবই। কিন্তু সময়? ইস্, দেরী হয়ে যায় যদি—একটুও দেরী করা যে চলবে না।

মশাই দেরি হলে কি খুব ক্ষতি হবে আপনার? পোয়ারো জিজ্ঞাসা পালা।

হলো [illegible]তি? হ্যাঁ। মহিলা যেন সংবিৎ ফিরে পেলেন। ক্ষতি হবে শেষ [illegible] ঠিক সময়ে গিয়ে আমাকে যে করেসপণ্ডিং ট্রেন ধরতে হবে। কোন মতে কথা শেষ করেই তিনি চলে গেলেন কর্নেলের কামরার দিকে। ভদ্রমহিলার অত চিন্তার কোন কারণ ছিল না। কেন না পথের দেরী মেক্-আপ করেছিল ড্রাইভার। হেড পাসারে ট্রেন পৌঁছুলো পাঁচ মিনিট লেট-এ। সেখানে নেবে বোটে বসফরাস প্রণালী পেরিয়ে, তোকাৎ লিয়ান হোটেলে উঠলেন পোয়ারো।

॥ দুই ॥

স্নানের পর আয়েস করে বসলেন, কফি ও একটি টেলিগ্রাম দিয়ে গেল পরিচারক। নাহ্, কপালে বিশ্রাম নেই পোয়ারোর। ভাগ্য বিধাতা তাঁর বিশ্রামে ব্যাঘাত সৃষ্টি করবেনই।

পোয়ারো আপনমনে বললেন, "ভোয়ালা সে কিয়ে এমবেতাঁ," ঘড়ি দেখে ডাকলেন পরিচারককে—ক'টায় ওরিয়েণ্ট এক্সপ্রেস ছাড়ে?

রাত নটায়।

একটা স্লিপিং-বার্থ পাওয়ার ব্যবস্থা করা যেতে পারে?

নিশ্চয়ই। কদ্দূর যাবেন?

লণ্ডন।

বিয়াঁ মঁশিয়। পরিচারকের কণ্ঠে আশ্বাস—ঠিক আছে। লণ্ডনের টিকিট কাটা, ইস্তাম্বুল-ক্যালে কোচে স্লিপিং-বার্থ রিজার্ভেশন ব্যবস্থা আমরাই করে দেব। পরিচারক চলে যেতে পোয়ারো উঠলেন। হাতে সময় কম, যা হোক দুটো দ্রুত খেয়ে নিতে হবে। হোটেলের খাবার ঘরের কোণের টেবিলে গিয়ে তিনি বসলেন। খাবার অর্ডার দিলেন ওয়েটারকে এবং তারপর ডুবে গেলেন নিজের ভাবনায়।

"আ! মঁ ভিউ, আরে এ যে অপ্রত্যাশিত আনন্দ। পিছনের পরিচিত গলার সম্ভাষণ শুনে চম্‌কে উঠে দাঁড়ান পোয়ারো।

মিস্টার ব্যুক—আপনি?

ব্যুক ও পোয়ারো একই দেশ বেলজিয়ামের মানুষ, পরস্পর-পরস্পরের গুণমুগ্ধ এই দুজন ভাগ্যচক্রে দীর্ঘকাল দেশ ছাড়া। পোয়ারোর দ্বিতীয় স্বদেশ হল ইংল্যাণ্ড। কম্পাইন এণ্টার ন্যাশিওন্যাল দেওয়াগাঁ লি'র অন্যতম ডিরেক্টর হচ্ছেন ব্যুক। ওই কোম্পানির

গাড়ী এই ওরিয়েন্ট এক্সপ্রেস্। প্রিয় বন্ধুকে ব্যুক প্রশ্ন করলেন তারপর, ম' শের, এখানে আপনি কেন?

আর বলবেন না, সিরিয়ার এক ব্যাপারে ডাক এসেছিল।

বেশ। তা, ফিরছেন কবে?

আজ রাতেই।

"ত্রে বিয়ঁ।, ত্রে বিয়ঁ। (খুব ভাল), লুসানে কোম্পানির কাজে আজ রাতে আমিও যাচ্ছি। ওরিয়েন্ট এক্সপ্রেস ধরবেন তো আপনি?"

"হুম্। এ ছাড়া উপায় কি? কয়েকটা দিন এখানে বিশ্রাম করবো ভেবেছিলাম। কী কপাল! এখানে পা রাখতেই এক টেলিগ্রামে লণ্ডনে ফেরার জরুরী ডাক এসে হাজির।" বন্ধুকে দুঃখ জানালেন পোয়ারো।

লেজ অ্যাফেয়ার, লেজ অ্যাফেয়ার, সহানুভূতিতে ডুবে গেলেন ব্যুক। ও, এই ব্যাপার, এই ব্যাপার। তাঁর ভাবখানা যেন, এত কাজে জড়িয়ে পড়লে কখন বিশ্রাম পায় মানুষ!

কিন্তু পর মুহূর্তেই বন্ধু-গর্বে উজ্জ্বল হল ব্যুক। পোয়ারো, আপনি কিন্তু এখন খ্যাতির শীর্ষে (ম' ভিৎ) আমার ধারণা তাই।

পোয়ারোর কণ্ঠে বিনয় ফুটলো—আমি হয়তো সামান্য সাফল্য অর্জন করেছি।

আচ্ছা, উঠি এখন। আবার দেখা হবে পরে। ব্যুক উঠলেন।

অতঃপর দীর্ঘ গোঁফ জোড়া না ভিজিয়ে স্যুপ খাবার মতো কঠিন কাজে মন দিলেন পোয়ারো।

স্যুপ খাওয়া শেষে ঘরের চতুর্দিকে চোখ বুলিয়ে নিলেন। যখন বাইরে খেতে হয়, আহার্যের দ্বিতীয় পদটির প্রতীক্ষাটাকে এভাবে কাজে লাগানো তাঁর অভ্যাস।

প্রায় ফাঁকা খাওয়ার-ঘর। এখানে ওখানে ছড়ানো জনা ছয়েক লোক। ওদের মধ্যে, কাছাকাছি টেবিলে বসে থাকা দুজনের ওপর তাঁর সত্যান্বেষী দৃষ্টি বিদ্ধ হল। একজন তরুণ এবং অন্যজন ষাট

থেকে সত্তরের মধ্যে বয়সের হবে, বৃদ্ধই বলা উচিৎ, কিন্তু দেহের বাঁধুনি যেন বলছে প্রৌঢ়। পোয়ারোর লক্ষ্য বিশেষভাবে এই বৃদ্ধকে।

দূর থেকে দেখলে লোকটাকে দয়ালু সমাজসেবী গোছের বোধ হয়। টেকো মাথা, উঁচু কপাল এবং পরিস্কার সাদা দাঁতের হাসি পরিপাটি। চেহারা তো ভারী দয়ালু—কিন্তু চোখ? নাহ্, সম্পূর্ণ দয়াহীন সে-দুটি চোখ সম্পূর্ণ অন্য রকম। ছোট, উজ্জ্বল, সতর্ক সেই চোখের দৃষ্টি এসে থামল পোয়ারোর ওপর।

মিলন ঘটল চোখে চোখে। রতনে রতন চিনল কি? অল্প পরে বৃদ্ধ চোখ ফিরিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে সঙ্গের যুবকটিকে বললেন, বিল মিটিয়ে দাও, হেক্‌টর।

খুব সূক্ষ্ম কানেই ধরা পড়ে তাঁর কণ্ঠের নিপুণ-অভ্যস্ত কৃত্রিমতা।

একটু পরে পোয়ারো উঠে লাউঞ্জে আসতে দেখা হল ব্যুকের সঙ্গে। আরো দূরে দাঁড়িয়ে সেই বৃদ্ধ। বাইরের একটি গাড়িতে সেই যুবকের তদারকে উঠছে মালপত্র। সামান্য পর, গাড়ির দরজা খুলে বৃদ্ধকে ডাকলেন যুবক—আসুন শ্রীযুক্ত র‍্যাসেট।

বৃদ্ধ গাড়িতে বসলেই, ছেড়ে দিল গাড়ি।

ঐ দুটো লোক সম্পর্কে আপনার কি রকম ধারনা? পোয়ারো প্রশ্ন করলেন ব্যুককে।

ওঁরা আমেরিকান।

ওটা জিজ্ঞেস করিনি। জানতে চেয়েছি, ওদের দেখেশুনে মানুষ হিসেবে কেমন লেগেছে আপনার?

ও, আচ্ছা, তা ছেলেটিকে ভালই লেগেছে তো!

আর বুড়োকে?

যখন আপনি জিজ্ঞেস করছেন, সত্যি কথাটাই বলি। কেন জানি না, ঐ বুড়োকে খুব সুবিধের বলে আমার মনে হয় নি। কেন? কেমন মনে হল আপনার?

ডিরেক্টরের হুকুম বকশিসের চেয়েও বড়। বেচারী কি আর করে? পোয়ারোর জিনিসগুলো নিচু মাথায় গোছগাছ করে, চলে গেল অভিবাদন জানিয়ে।

খোদ কণ্ডাক্টরকে নবাগত যাত্রীর জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখতে দেখে (যে কাজ পোর্টার করে) বুঝে গেলেন ম্যাককুইন, এ ব্যক্তি নির্ঘাৎ কোন ওপরওয়ালা। এবং বোঝার পরেই, কামরার অর্ধেক রাজত্ব, যেটা এমনিতেই ছেড়ে দিতে হতো, বেশ শান্ত মনে ছেড়ে দিলেন এখন। তার মুখে মেঘ ভেঙে ফুটলো রোদ্দুর। হুইসেল বাজতে, ম্যাককুইনই প্রথম আলাপের সূত্রপাত করলেন—আজ খুব ভিড় কি বলেন?

আমি অনিচ্ছাসত্বেও আপনাকে বিরক্ত করতে বাধ্য হলাম—উত্তর দেন পোয়ারো।

না না, সে কী!

ফের হুইসেলের শব্দ।

অবশ্য বেশিক্ষণ আপনাকে বিরক্ত করবো না। বেলগ্রেডে—নানা ভাষার নানান কণ্ঠের বিদায়-সম্ভাষণ ভাসছে করিডরে।

বেলগ্রেডেই নামছেন তাহলে?

ঠিক তা নয়, বেলগ্রেডে—

প্রবল ঝাঁকুনি দিয়ে ওরিয়েণ্ট এক্সপ্রেস য়ুরোপের এ-প্রান্ত ইস্তাম্বুল থেকে ও-প্রান্ত ক্যালে পর্যন্ত তিন দিনের যাত্রা শুরু হল।

॥ তিন ॥

লাঞ্চের জন্য পোয়ারো যখন খানা-কামরায় পা রাখলেন, তখন কামরা পূর্ণ।

এই যে, আসুন, এখানে। পোয়ারোকে নিজের টেবিলে সাদর আহ্বান জানান ব্যুক।

নীরবে শুরু হল খাওয়া। খোদ ডিরেক্টরের টেবিলের খাবার উপাদেয়। পরিচর্যার ত্রুটি হল না মোটেই। অনেক পদ শেষ করে ওঁরা যখন ক্রীম চীজে পৌঁচেছেন, সে সময় ব্যুক ধরা গলায় বললেন, ইস্, আমি যদি কবি হতাম! হঠাৎ একথা কেন? পোয়ারো বিস্মিত। আমার রচনায় তাহলে এমন সুন্দর জিনিস ধরে রাখতাম। জানলার বাইরে নিসর্গ ছবির দিকে পোয়ারোর চোখ টানলেন ব্যুক।

"ও।" পোয়ারোর সংক্ষিপ্ত উত্তর। পেটে ভালমন্দ কিছু পড়লে এবং হাতে অবসর থাকলে, পোয়ারো জানেন, মানুষ মাত্রেই অল্প দার্শনিক কথাবার্তা বলে। ওদিকে শ্রীযুক্ত ব্যুক বলছেন, "সত্যি, কি অপূর্ব এই চলমান পান্থশালা। আমাদের চারদিকে কত মানুষ—নানা জাতের, নানা দেশের, নানা ভাষার, নানা বয়সের—পরস্পর-পরস্পরকে চেনে না। তথাপি অচেনা মানুষেরা এক মিছিলে মিশেছে, এক সঙ্গে চলছে। পোয়ারো ন্যাপকিনে ঠোঁট ব্লট করতে করতে বলেন—এ সময় একটি অ্যাকসিডেন্ট হলেই-তো চিত্তির।

না না, ওকথা বলবেন না। ব্যুকের স্বরে ব্যথার রেশ।

কোন দুর্ঘটনা যদি ঘটে, জানতেই হবে, সেটা খুব সুখের না, [illegible] বলেন পোয়ারো, তবু ধরুন, তেমন যদি ঘটে, দেখা যাবে [illegible]পর এই পান্থশালার সমস্ত পথিক পরস্পরের সঙ্গে যে অবিচ্ছেদ্য

বন্ধনে বদ্ধ, তার নাম মৃত্যুডোর। উফ, ম'শের! আপনি কি মর্বিড? হজমের গোলমাল হয়েছে আপনার? কবিতার আকাশ থেকে মিস্টার ব্যুক লাফিয়ে পড়লেন মাটিতে।

পোয়ারো হাসলেন—মন্দ নয়। তবে একথা ঠিক যে সিরিয়ার রান্না আমাদের মধ্যপ্রদেশে কিছু অস্বস্তির জন্ম দেয়।

পোয়ারো অভ্যাসমতো কফির পেয়ালায় ঠোঁট রেখে কামরার মানুষদের দেখতে শুরু করে দিলেন।

এক টেবিলে বসে বিশালকায় এক ইতালীয় খড়কে কাঠিতে দাঁত পরিস্কারে ব্যস্ত। এবং তার উল্টোদিকে নির্বিকার ভাবলেশহীন মুখে জানলার বাইরের নিসর্গ ছবিতে মগ্ন এক ইংরেজ। ছোট্ট এক টেবিলে বসে আছেন যিনি, তাঁর মত কুশ্রী রমনী জীবনে খুব বেশী দেখেননি পোয়ারো। তবুও বেশবাসের ঘাটতি নেই। রমণীটি দারুন ধনী। তাঁর পরনের পোষাক যে কোন রাণীর কাম্য, গলার খাটী মুক্তোর কলারটা যে কোন সাম্রাজ্ঞীর ঈর্ষাধন্য। দু হাতে দামী পাথর বসানো আংটীর কথা না হয় ছেড়েই দিলাম।

'প্রঁ্যাস দ্রাগোমিরফ' প্রঁ্যাস মানে প্রিন্সেস। নিচুস্বরে ব্যুক জানান, ওঁর স্বামী বিপ্লবের আগে বিস্তর ধন-সম্পত্তি দিয়ে পশ্চিম য়ুরোপে চলে আসেন, যথার্থ কসমোপলিটান ওঁরা, দেশে দেশে ওঁদের ঘর আছে। ব্যাক্তিত্ব থাকলেও দেখতে ভাল নয় ওকে, আপনার কী মনে হয়? ঘাড় নেড়ে বন্ধুর কথায় সায় দেন পোয়ারো। মেরি ডেবেনহ্যাম? আরো দুজন মহিলা বসেছেন এক বড় টেবিলে। এক মধ্য বয়স্কা নিয়েছেন শ্রোতার ভূমিকা। বয়স্ক তৃতীয় মহিলাটী একঘেয়ে একটানা সুরে বকর বকর করে চলেছেন,—আমার মেয়ের আবার মা-অন্ত প্রাণ, দিনরাত কেবল মা মা। কী ধীর, স্থির, বুদ্ধিমতী পড়াশুনায় কত মন। আজকালকার দিনে বাবা, ছেলেই [illegible] মেয়েই হোক, লেড়াপড়া ছাড়া চলে না। মেয়ে আবার [illegible] জানেন? বলে কি···

সুড়ঙ্গে ঢুকলো গাড়ি। ধ্বনি ও প্রতিধ্বনির ঐকতানের নিচে চাপা পড়ে যায় মহিলার ঢাকের বাদ্যি।

কর্ণেল আর্বাথ নট একা একা পাশের টেবিলে কেমন 'বোকা' মুখে বসে আছেন। মেরি ডেবেনহ্যামের মুখ পদ্মে তার করুন নয়ন ব্যর্থ হয়ে ফেরে। হায়! মেরি ডেবেনহ্যামের উদাসীনতা যেন সোচ্চারে বলে ওঠে, কারোপানে ফিরে চাহিবার সময় যে নাই। নাই নাই। ব্যাপার কি? সরে আসতে চান নাকি মেরি ডেবেনহ্যাম? হয়তো। শিক্ষিকাদের সাবধানী হতেই হয় একটু। নাকি লীলার ছল এই গাম্ভীর্য?

অন্য টেবিলে সাধারণ চেহারার মাঝবয়সী এক জার্মান রমণী, যিনি হতে পারেন, সেই মহিলার পরিচারিকা।

এক মহিলা ও এক ভদ্রলোক তার পরের টেবিলেই যুগল বসে। সুবেশ ও সুন্দর ভদ্রলোকটীর বয়স তিরিশ ছুঁইছুঁই। মহিলাটী (নাকি মেয়েটী বলবো?) বছর কুড়ির ডানা কাটা পরী। পঞ্চদশী বুঝি পূর্ণিমায় এসে পৌঁচেছে—এত কম দেখায় তার বয়স। শুভ্র গায়ের রং হাতির দাঁতের মত। ডাগর চোখের চাউনি মদির। মাথায় লেগেছে একরাশ কাল চুলের ঢেউ। স্বরে মাদকতা। মেয়ে যেন স্থিরবিদ্যুত।

এলেজোনি ও শিখ (আনন্দময়ী, সুবেশা) পোয়ারোর মৃদুস্বর, স্বামী স্ত্রী না?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, ভদ্রলোক কাজ করেন হাঙ্গেরীয় দুতাবাসে। স্বামী-স্ত্রীতে চমৎকার মানায়, ভারী সুন্দর দুজনেই। ব্যুকের উত্তর।

পোয়ারোর কোন মন্তব্য না পেয়ে ব্যুক বন্ধুর দিকে তাকিয়ে দেখলেন, পোয়ারোর মুখের পেশী কঠিন, দৃষ্টি কামরার শেষ-প্রান্তে টেবিলে বসে থাকা ম্যাককুইন ও রাশেটের ওপর স্থির। ব্যুক হাসলেন—আপনি আপনার ভাষায় সেই বন্য প্রাণীটাকে দেখছেন?

উত্তরে পোয়ারো হাসলেন। কফি ঢেকে নিলেন পাত্রে। বেশ নিশ্চিন্ত মনে হল তাঁকে।

বেশ, তাহলে আপনি বসুন। একটু কাজ আছে আমার। এই ফাইলপত্রের ব্যাপার আর কি! এখন উঠছি, পরে আপনিও যদি আমার কামরায় আসেন, কথাবার্তা হবে। চলে গেলেন ব্যুক।

বাকি সবাই একে একে উঠলেন। ঘুরে ঘুরে বিলের পাওনা নিয়ে গেল ওয়েটাররা। র‍্যাশেট কি যেন বললেন ম্যাককুইনকে। তিনি উঠতে, কামরায় থাকলো দুটি মানুষ র‍্যাশেট ও পোয়ারো।

র‍্যাশেট চেয়ার ছেড়ে উঠে খানা-কামরা থেকে বাইরে না গিয়ে হঠাৎ পোয়ারোর সামনের চেয়ারে বসে পড়লেন, কিছু মনে না করেন যদি, আপনার দেশলাইটা একটু দেবেন?

মনে মনে পোয়ারো হাসলেন, দেশলাই চাওয়াটা যে উপলক্ষ্য, আলাপ করাই যে উদ্দেশ্য বুঝলেন। তিনি পকেট থেকে দেশলাই বার করে দিলেন। সেটা নিয়ে কিন্তু সিগারেট না ধরিয়ে বললেন, আমি র‍্যাশেট। আশা করি আপনিই এরকুল পোয়ারো তাই না?

পোয়ারো জানান—আপনার ধারণা ঠিক।

মিনিট দু'ই নিশ্চুপ, তার মধ্যে টের পেলেন পোয়ারো, র‍্যাশেট তাঁকে তীক্ষ্ণ অনুসন্ধানী চোখে দেখছে।

মিস্টার পোয়ারো, র‍্যাশেট বললেন, আমি সোজা কাজের কথায় আসতে চাই এবং চাই একটা কাজের দায়িত্ব আপনি গ্রহন করবেন। পোয়ারের ভুরু দুটী বোধহয় সামান্য কোঁচকালো। সাধারণতঃ আমি কোন কেস হাতে নিই না।

ঠিকই তো। কেন নেবেন? অনেক কাজ তো করেছেন এবার একটু বিশ্রামের দরকার বৈকি, তবে কী জানেন, এ কেসটার কথা আলাদা, হ্যাঁ, এতে অনেক টাকা পাবেন আপনি, বিস্তর টাকা। একটুক্ষণ চুপ করে থেকে পোয়ারো বললেন, আপনার কাজটা কী ধরণের শুনি?

—মিষ্টার পোয়ারো, খোলাখুলিই বলছি, আমি একজন ধনী, হ্যাঁ খুবই বড়লোক, বিত্তের সঙ্গে কিছু প্রতিপত্তিও আছে আমার। ফলে, স্বাভাবিকভাবেই শত্রু আছে আমার।

শত্রু অনেকে না একজন ? হঠাৎ প্রশ্ন করে বসেন পোয়ারো।

এ প্রশ্নের অর্থ ? র‍্যাশেটের রুক্ষ স্বর।

মানে, আপনাদের মত প্রতিপত্তি এবং বিত্তশালী ব্যক্তিদের শত্রু সংখ্যা সাধারণতঃ একটিতে সীমিত থাকে না, এই আর কি !

তা ঠিক, তবু শত্রু সংখ্যা জানার আমার আগ্রহ নেই। আমি শুধু নিরাপত্তা চাই।

নিরাপত্তা ?

হুম্। আমার জীবন নাশের আশংকা আছে। অবশ্য আমিও প্রস্তুত। র‍্যাশেট পকেট থেকে দামী, ছোট্ট ঝকঝকে অটোমেটিক রিভলবার বার করে দেখান। আসলে কি জানেন, সাবধানের মার নেই। কেউ আমাকে নিরপত্তার ঠিক্‌ঠাক ব্যবস্থা করে দিলে আমি প্রচুর, প্রচুর অর্থ দেব তাকে। আর এও জানি, আপনার চেয়ে এ ব্যাপারে যোগ্যতর আর কেউ নেই।

ভাবলেশহীন মুখে পোয়ারো চুপ করে শুনলেন এবং শোনার পরও কোন কথা বললেন না। তাঁর মুখ দেখে তিনি কি ভাবছেন, বোঝা গেল না। এবং অবশেষে বললেন, দুঃখিত র‍্যাশেট। আপনার অনুরোধ রক্ষা করতে আমি অক্ষম। র‍্যাশেটের মুখে মৃদু হাসি —আচ্ছা, তাহলে আপনিই বলুন, কত পেলে কাজটা হাতে নেবেন ?

আমার কথাটা ঠিক আপনি বুঝতে পারেননি মিঃ র‍্যাশেট, অর্থ আমারও সামান্য কিছু আছে। আমার পেশা থেকেই সেটা অর্জিত। আর যা আছে, তাতে আমার প্রয়োজন তো বটেই, খেয়াল খুশী মেটাবার পক্ষেও অনেক। আমি এখন আমার ঔৎসুক্য জাগানোর মত কাজই নিয়ে থাকি।

আপনার অসাধারণত্ব সম্পর্কে প্রশ্ন ওঠে না, তবু বলুন, আশি হাজার টাকার কেসও কি আপনার মনে ঔৎসুক্য জাগায় না ?

না। উঠে দাঁড়ান পোয়ারো।

মিঃ পোয়ারো দর কষাকষি করে কি লাভ? কোন জিনিষের কি দাম, আমি বুঝি।

তা আমিও বুঝি।

আচ্ছা, একটা সত্যি কথা বলবেন? আমার কেসটা নিতে এত আপত্তি কিসের?

—তাহলে তো ব্যক্তিগত মতামত প্রকাশ করতে হয় সেটাও কি শুনতে চান আপনি?

—চাই।

—তবে শুনুন, মাপ করবেন, আমার সবচেয়ে অপছন্দ হ'ল আপনার মুখ।

বলেই, পোয়ারো বেরিয়ে গেলেন।

॥ চার ॥

রাত নটায় ওরিয়েন্ট এক্সপ্রেস পৌঁছল বেলগ্রেডে। কিছুক্ষণ এখানে দাঁড়াবে ট্রেন। প্লাটফর্মে নামলেন পোয়ারো। বাইরে কিন্তু বেশিক্ষণ থাকাও গেল না। ভয়ঙ্কর ঠাণ্ডা। বাইরে যা বরফ পড়ছে, প্লাটফর্ম সুরক্ষিত হলেও, বেশ ঠাণ্ডা! পোয়ারো বাইরে পা বাড়াতেই এক কণ্ডাক্টরের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। অভিবাদন রে সে বলে—মিষ্টার ব্যাকের কামরায় আপনার জিনিসপত্র রেখে দিয়েছি।

কোথায় গেলেন ব্যাক?

এখানে সংযুক্ত নতুন কোচের কামরায় তিনি চলে গেছেন।

ব্যাকের নতুন কামরায় গেলেন পোয়ারো।

কী মুশকিল বলুন দেখি, আমার জন্য কেন নিজের কামরা ছেড়ে দিলেন ?

আরে যেতে দিন, যেতে দিন, ব্যুক বোঝালেন, আমি এখন দিব্যি আরামে নিরিবিলিতে আছি। এ কোচে মাত্র দুজন, আমি আর এক গ্রীক ডাক্তার, এছাড়া আপনি যাচ্ছেন ইংল্যাণ্ড। ওই কোচ যাবে ক্যালি পর্যন্ত, আপনার পক্ষে সুবিধেই হবে। আজকের রাতটা কেমন বলুন তো ? হঠাৎ প্রসঙ্গ পরিবর্ত্তন করেন ব্যুক। এ অঞ্চলে এমন বরফ ঝরেনি বহুকাল। আসলে মশাই, বৃষ্টি-পড়া, বরফঝরা এ সব ভাল লাগে কফির কাপে ঠোঁট রেখে কাঁচের জানলার মধ্যে দিয়ে দেখতে। রাস্তা ঘাটে, ট্রেনে, টুপুর টাপুর বৃষ্টিই বলুন বা ঝুপুর ঝাপুর বরফই বলুন—দুই সমান। এতেও বান ডাকে মশাই, নানা, নদীতে নয়, মাথায় ভাবনার বন্যা। আমার তো মশাই রীতিমত ভাবনা হচ্ছে, মাঝপথে কোথাও আটকে না যায় ট্রেনটা। ভালোয় ভালোয় পৌঁছুতে পারলেই বাঁচি।

কথায় কথায় সময় হল গাড়ী ছাড়ার। কাঁটায় কাঁটায় ঠিক সময়ে বেলগ্রেড থেকে ওরিয়েণ্ট এক্সপ্রেস ছাড়লো। কিছু কথাবার্ত্তা সেরে পোয়ারো বন্ধুকে শুভরাত্রি জানিয়ে উঠলেন।

যাত্রার দ্বিতীয় দিন আজ। অপরিচয়ের ব্যবধান সরে গিয়ে এখন করিডরে চলছে মৃদু গুঞ্জরণ। ম্যাককুইন ভারত নিয়ে কথা বলছিলেন কর্নেল আর্বাথনটের সঙ্গে। পোয়ারোকে দেখে অবাক হলেন।

আরে, আমি তো ভেবেছি বেলগ্রেডেই নেমে গেছেন আপনি, অন্ততঃ সেরকমই বলেছিলেন।

পোয়ারো হাসলেন, আমার কথা আপনি বুঝতে ভুল করেছেন। ও হো-হো, এবার বুঝেছি। আপনার সঙ্গে কথা হচ্ছিল ইস্তাম্বুলে, বেলগ্রেডের কথা উঠতেই ট্রেন ছেড়ে দেয় এবং আর কোন কথা হয় না এ বিষয়ে। সুতরাং আপনি ধরে নিলেন, আমি বেলগ্রেডেই

নামবো, তাই না? সেইরকমই। তবে, স্পষ্ট উদ্বেগের ছায়া ম্যাককুইনের মুখে।

তবে কি? থামলেন কেন?

আপনার কামরায় তো আপনার জিনিষপত্র নেই।

অন্য কামরায় সেগুলো নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

আচ্ছা। ম্যাককুইন হাসলেন।

হেসে এগিয়ে গেলেন পোয়ারো।

এখন দেখা হয়ে গেল কন্যাগত-প্রাণা শ্রীযুক্তা হুবার্ডের সঙ্গে, যিনি তাঁর কামরার সামনে, করিডরে দাঁড়িয়ে সুইডিশ মহিলাটির সঙ্গে কথা বলছিলেন।

আপনি অত কিন্তু করবেন না। সামান্য একটা গল্পের বই নিতে এত দ্বিধা কেন? সুইডিশ মহিলার হাতে বইটা গুঁজে দিতে দিতে বলছিলেন শ্রীযুক্তা হুবার্ড।

আপনি যে বইটা পড়ছিলেন—

তাতে কী হয়েছে! আমার কাছে কত বই আছে তা তো জানেন না। শুনুন তাহলে আসবার সময় মেয়েকে বললাম, দিস তো মা খানকয়েক বই ট্রেনে যেতে যেতে পড়বোক্ষণ। তা মেয়ের কাণ্ড দ্যাখো, এক বাক্স ভর্তি এই অ্যাত্তো বই দিয়েছে। শ্রীযুক্তা হুবার্ড দুহাতে বই এর পরিমানটা দেখান। ধন্যবাদ জানিয়ে সুইডিশ মহিলা বই নিয়ে চলে গেলেন। পোয়ারোর দিকে এবাব দৃষ্টি পড়ল হুবার্ডের।

দেখলেন তো মিস্টার পোয়ারো, সুইডিশ মহিলাটিব কাণ্ড! একটা বই নিতে কত দ্বিধা! খুব ভালমানুষ কিন্তু, আর উনি ভালবাসেন আমার মেয়ের গল্প শুনতে—কেনই বা চাইবেন না? কেমন মেয়ে আমার দেখতে হবে তো? আমার নিজের মেয়ে বলে বলছি না মিস্টার পোয়ারো—শ্রীযুক্তা হুবার্ড স্থান কাল পাত্র যাই হোক. নিজের মেয়ের কথা না শুনিয়ে ছাড়বেন না। হুবার্ডের ঐ একটি

সন্তান—সেই মেয়েটি সম্প্রতি নাকি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে কাজ নিয়েছে অধ্যাপিকার, বিয়েও করেছেন এক অধ্যাপকের সঙ্গে। বড় ভাল মেয়েটী। হুবার্ডের এই অপত্যস্নেহজনিত দুর্বলতাটুকু মেনে নিয়েছেন যাত্রীরা। হুবার্ড যখন প্রস্তুত হচ্ছেন হুবার্ড-দুহিতার কাহিনী আরেক বার শোনাবার জন্য, তখনই পাশের কামরা, অর্থাৎ র‍্যাশেটের কামরা খুলে বেরিয়ে এলেন এক পরিচারক। রাগী গম্ভীর মুখে পোয়ারোকে দেখলেন র‍্যাশেট এবং উঠে এসে দরজা বন্ধ করে দিলেন সজোরে—যেন পোয়ারোর মুখে ছুঁড়ে দিলেন একমুঠো অপমান।

ব্যাপারটা লক্ষ্য করে পোয়ারোকে অল্প দূরে নিয়ে গিয়ে শ্রীযুক্তা হুবার্ড বললেন, লোকটির আচরণে দুঃখিত হবেন না মিস্টার পোয়ারো, ওনাকে দুচোখে দেখতে পারি না আমি। কী মনে হয় আমার জানেন? এদিক ওদিক তাকিয়ে নিচুস্বরে প্রায় ফিসফিসিয়ে বললেন, লোকটা খুব সাংঘাতিক, মোটেই সুবিধের মনে হয় না আমার। আমার পাশের কামরাতেই, এই দেখুন না, ওনার আস্তানা—এদিকে আমি তো ভয়ে সারা হচ্ছি। ওনার ও আমার কামরার মাঝের দরজটা যদিও দু'দিক থেকেই বন্ধ থাকে, তথাপি নজর রাখি, ছিটকিনিগুলো ঠিকমত লাগানো আছে কিনা, কামরায় তো সব সময় থাকি না, বলতে পারে কখন এসে আমার এদিকের ছিটকিনি খুলে, পরে একসময় হয়তো খুনই করে যাবে।

হুম্, লোকটা, মিস্টার পোয়ারো, খুনী হলেও আশ্চর্য হবো না আমি। আমার মেয়ে তো মশাই বলে, মায়ের আন্দাজ, ও বাবা কখনো ভুল হবার কথা নয়। আপনার উপর এত রাগ যখন, আপনিও সাবধানে থাকবেন কিন্তু। "শুভরাত্রি" জানিয়ে নিজের কামরার দিকে শ্রীযুক্তা হুবার্ড চলে গেলেন। আর পোয়ারো, এ-পাশের তাঁর নিজস্ব কামরায় ঢুকলেন, জামা কাপড় বদলে পোষাক পড়ে, বিছানায় মুড়ি সুড়ি দিয়ে শুয়ে শুয়ে বইয়ের

কয়েক পাতায় চোখ বোলাতে বোলাতে একসময় আলো নিভিয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন।

পোয়ারোর ঘুম ভাঙলো হঠাৎ। কেন? বুঝতে পারলেন না। খুব কাছেই একটা চাপা আর্তনাদের মত শব্দ। স্বপ্ন? না কোন শব্দ সত্যিই শুনেছেন। উঁহু, আর্তনাদের সঙ্গেই তিনি যেন ঘণ্টার শব্দও শুনেছিলেন। যাত্রীদের টুকিটাকি প্রয়োজনে প্রতি কামরায় প্রতি বার্থে যে কলিং বেল থাকে, যেটা টিপতেই ডাক ঘণ্টি বেজে ওঠে কণ্ডাক্টরের কাছে, এবং তৎক্ষণাৎ একটি আলো জ্বলে ওঠে, যে কামরায় বোতাম টেপা হয়েছে সেই কামরার সম্মুখে। পোয়ারো বোতামে হাত রাখলেন। হয়তো কোন স্টেশনে গাড়ী থেমেছে, চলছেনা। কিন্তু আর্তস্বর কেন? পোয়ারো জানেন, পাশের কামরায় র‍্যাশেট আছেন। পোয়ারো উঠে দরজা খুলে বাইরে যাবেন, এসময় হঠাৎ কণ্ডাক্টরের দ্রুত আগমনের পদশব্দ করিডর থেকে ভেসে আসতে, একটু ফাঁক রেখে দরজা বন্ধ করলেন। এবং সেই ফাঁকে চোখ রেখে দেখতে থাকলেন, কী ব্যাপার।

র‍্যাশেটের কামরায় টোকা দিল কণ্ডাক্টর। সাড়া না পেয়ে দ্বিতীয়বার টোকা দিতে না—দিতেই ডাক ঘন্টির সঙ্গে সঙ্গে অন্য এক কামরার সামনে জ্বলে উঠল ডাক আলো। সেদিকে চোখ পড়তে আলো-জ্বলা কামরাটির দিকে পা বাড়ালেন কণ্ডাক্টর।

হঠাৎ পাশের কামরা থেকে কণ্ঠস্বর ভেসে আসে—সে নে রিয়াঁ, জা মে শুই ঞ্ৰেম্পে।

"ব্রিয়ঁা মসিয়।" কণ্ডাক্টর দ্রুত এগিয়ে গেল আলো জ্বলা কামরার দিকে।

স্বস্তির শ্বাস পড়লো পোয়ারোর। যাক্, তবে তেমন কিছু ব্যাপার নয় শুধু ভুল করে ভদ্রলোক কণ্ডাক্টরকে ডেকেছিলেন। ঘড়িতে রাত একটা বাজতে তেইশ। আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়েন পোয়ারো,

॥ পাঁচ ॥

যদিও ছুটন্ত ট্রেনের ঝাঁকানিতে ঘুমপাড়ানী প্রভাব আছে, তবুও ঘুম এল না পোয়ারোর। ট্রেন থেমেছে তাই ঘুম নেই চোখে,—কোথায়, কোন স্টেশনে দাঁড়িয়ে আছে ট্রেন? বাইরে এত নিশ্চুপ কেন? কিন্তু বেশ শব্দ হচ্ছে ট্রেনের ভিতর। পাশের কামরায়, চলা-ফেরার শব্দ র‍্যাশেটের, মুখ ধোয়ার বেসিন খোলার জলের ছল-ছল শব্দ, বেসিন বন্ধের শব্দ।

জেগে শুয়ে রইলেন পোয়ারো। বড় তেষ্টা, জল খেলে ভাল হয় কিন্তু জল কোথায় কামরায়? কটা বাজল? ঘড়ি বলছে সওয়া এক। ডাক-ঘণ্টি বাজাতে হাত বাড়াবেন, কিন্তু তার আগেই অন্য ঘণ্টি বেজে উঠল অন্য ঘরে। থাক্‌গে, না হয় একটু পরেই ঘণ্টি বাজাবেন পোয়ারো। বেচারা কণ্ডাক্টর একা আর কতজনের হুকুম সামাল দেবে?

ক্রিং···ক্রিং···ক্রিং···

কণ্ডাক্টর কোথায় গেল? কি ব্যাপার?

ঘণ্টি বেজে চলেছে একটানা ক্রিং···ক্রিং···

দ্রুত কোন পদশব্দ থামল পোয়ারোর কামরার কাছেই, কোন ঘরে। কোন যাত্রিনী ও কণ্ডাক্টরের, দুই কণ্ঠস্বর। পুরুষ কণ্ঠ—ক্ষমা প্রার্থনায় নম্র, অন্যটি নারীস্বর, বিরক্তি প্রকাশে উগ্র। ও, শ্রীযুক্তা হুবার্ড! পোয়ারো হাসলেন মনে মনে। অনেক কথা বার্তা শেষে কণ্ডাক্টর বন্নুই, মাদাম (ভাল, ঠিক আছে) বলে বেরিয়ে এলেন। পানি পোয়ারোর বোতাম-টেপা ডাক-ঘণ্টি বেজে ওঠে। প্রায় সঙ্গে

সঙ্গেই কণ্ডাক্টব হাজিব হতে বোঝা গেল, তার ওপর দিয়ে ঝড় বয়ে গেছে বিস্তর। তেষ্টার কথা জানালেন পোয়ারো। তাঁর কথায় সহানুভূতির স্পর্শে বুঝি মনোভার নামাতে পারলো কণ্ডাক্টর।

কী বলবো, ঐ আমেরিকান ভদ্রমহিলাকে তো কিছুতে বোঝানো যায় না, উফ্ আমাব প্রাণ যাবার দাখিল। কপালের ঘাম মোছেন কণ্ডাক্টব। উনি বলছেন, ওঁব কামরায় ইয়া ভূঁড়িওয়ালা কে এক লোক ঢুকেছিলেন-বুঝুন ঠ্যালা, আরে! অতবড় মানুষটা আসবে কোথা থেকে, যাবেই বা কোথায়—যতই বোঝাই, তাঁর সেই একই কথা—তুমি জাননা, ঘুম ভাঙতেই আমি যে স্বচক্ষে দেখলাম ইয়া এক মূর্তি। বুঝুন মশাই, এমনিতে তো আমাদের হাজার ঝামেলা তারওপব এই পাগলামি আবার ওদিকে এখন বরফ—পড়ার জের কতদিন চলে কে জানে?

বরফ পড়ার আবার কী হল? পোয়ারোর প্রশ্ন। ট্রেন বরফের ঝড়ে আটকে পড়ছে জানেন না? কখন থামবে জানি না, তবে মনে আছে আমার এরকম ঝড়ে পড়ে একবার ট্রেন দাঁড়িয়ে গেছিল ঠায় সাতদিন। এই দেখুন, কথায় কথায় আপনার জল আনতে দেরী হয়ে যাচ্ছে। দ্রুত এক গ্লাস জল এনে দিল সে। পোয়োরো জল খেলেন। বঁ শোয়ার (শুভসন্ধ্যা) মঁসিয়। চলে গেল কণ্ডাক্টর ঘুমোবার চেষ্টা করলেন পোয়ারো, তাঁর দরজার সামনেই, হঠাৎ, ধপ্ করে কিছু একটা পড়ার শব্দ।

উঠে দরজা খুলে পোয়ারো দেখলেন, কোথাও কেউ নেই। ডান দিকের করিডোরের শেষ প্রান্তে ধীরে ধীরে চলে যাচ্ছেন এক মহিলা। পরনে উজ্জ্বল লাল কিমোনো মুখ দেখা যায় না। অন্যপ্রান্তে ঢাউস হিসেবের খাতা ও পেন্সিল নিয়ে কণ্ডাক্টর গভীর মগ্ন। নিঝুম রাতের বয়স বাড়ছে দ্রুত।

নাহ, এসব আমার দুর্বল স্নায়ুর বিকাব। এই ভাবনায় বিভোর, নিজেই গাঢ় ঘুমে ঘুমিয়ে পড়েন পোয়ারো।

সকাল নটার পর ঘুম ভাঙল, ট্রেনটা অচল। জানলার পর্দা সরাতেই বাইরের তুষার ঢাকা প্রান্তর চোখে আসে।

খানা-কামরায় পোয়ারো পা রাখলেন ঠিক পৌণে দশটায়, কেতাদুরস্ত পরিপাটি ফুলবাবুটি সেজে। পোষাকের অবহেলা সহ্য হয় না তাঁর। পোয়ারোর দ্বিতীয় স্বভাব, তাঁর ব্যক্তিত্বর অবিচ্ছেদ্য অংশ হল পরিচ্ছন্নতা ও ভাল পোষাক।

ট্রেনের সকল যাত্রীদের মধ্যেকার আড়ষ্টতা দূর করে দিয়েছে এই আকস্মিক দুর্ঘটনা।

তখন শ্রীযুক্তা হবার্ডের কণ্ঠ সকলের সমবেত গুঞ্জরণকে ছাপিয়ে উঠেছে—মেয়ে বারবার করে বলে দিয়েছে, তুমি ওরিয়েণ্ট একস্‌প্রেসে উঠো মা, ঝামেলা নেই। ইস্তাম্বুলে উঠবে আর প্যারিসে নামবে। না হয় তুই কলেজেই পড়চ্ছিস। তা বলে বড়ো তো হয়ে যাসনি। জানেন মেয়েটা খুব ছেলেমানুষ। এই মাঠের মধ্যে কদিন এখন বন্দী থাকতে হবে কে জানে, ওদিকে খবর না পেলে যে কি হবে। ভেবেই সারা হচ্ছি এখন। এখন তাড়াতাড়ি ভালোয় ভালোয় ফিরতে পারলে হয়।

সেই সুইডিশ মহিলা বললেন, কী মুশকিল! একটা টেলিগ্রাম পাঠাবার উপায় নেই। আমার বোনটাও ভেবে সারা হবে ওদিকে।

আমার জরুরী কাজ ছিল মিলানে, ইতালীয় যাত্রীটী বললেন, কী যে হবে বুঝতে পারছি না।

এভাবে কতক্ষণ আটকে থাকতে হবে? আশ্চর্য? কেউ কি জানে না? বললেন মেরি ডেবেনহ্যাম। আগের ট্রেনের কথা মনে পড়ল পোয়ারোর। ট্রেনটি থেমেছিল মিনিট কয়েকের জন্য। সে তুলনায় এই পরিস্থিতি আরো জটিল। দেরীর সম্ভবনা অনেক বেশী। তবু মেরি ডেবেনহ্যাম অনেক কম উদ্বিগ্ন এবার।

আবার্থনট পোয়ারোকে বলেন—'ভুজ্যে আঁ দিরেক্‌তর দোলালিন,

জ্যে, ক্রোয়া, মঁসিয়। তাঁর উচ্চারণ ভাঙা ভাঙা। ফরাসীতে বিনীত আবেদন, আমার বিশ্বাস মশাই (অর্থাৎ পোয়ারো) এই রেলপথের ডিরেক্টর। অতএব, ভূ পুভে ন্থু দির আপনিই বলতে পারেন আমাদের…

ওঁকে থামিয়ে হেসে ওঠেন পোয়ারো। ইংরেজীতে বলেন, নানা, আমি নই, শ্রীযুক্ত বুক ভেবে আপনি আমাকে ভুল করেছেন। ব্যুক আমার বন্ধু।

ও! আমি দুঃখিত।

দুঃখিত হবার কিছু নেই। আপনার ভুলের কারণটা এবার বুঝেছি। পোয়ারো জানান, আগে বুক যে কামরায় ছিলেন, এখন আমি আছি সেই কামরায়।

পোয়ারো এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখলেন। না, খানা কামরায় আজ ব্যুক অনুপস্থিত। আর কে কে অনুপস্থিত? পোয়ারো হিসেব করেন মনে মনে। প্রিন্সেস দ্রাগোমিরাফ নেই। হাঙ্গেরীয় দম্পতি গরহাজির। র‍্যাশেট কোথায়? আর তার পরিচারক? সেই জার্মান মহিলার পরিচারিকাকে কিন্তু দেখা গেল না। কথামালার গুঞ্জরণে যখন মুখরিত কামরা, মেরি ডেবেনহ্যাম কেবল তখন চুপচাপ। পোয়ারো তাঁকে বললেন, আপনার ধৈর্য তো খুব।

বলুন, কীই-বা করার আছে?

কথায় কিন্তু দার্শনিকতার ছোঁয়া লাগলো। কক্ষনো না, দার্শনিকতা মানেই উদাসীনতা। নিরাসক্ত। আপনি কি নিরাসক্ত? তার উল্টোটাই বরং ঠিক। আবেগের বাজে খরচ করতে আমি রাজী নই। বললেন মেরি ডেবেনহ্যাম।

যাই বলুন, যতজন এখানে আছেন তাদের মধ্যে আপনিই সবচেয়ে শক্ত মনের অধিকারী।

আমি? না, এমন একজনকে আমি জানি, যিনি অনেক বেশি শক্ত আমার চেয়ে।

—কে তিনি ?

কে তিনি ? তিনি হলেন —যেন হঠাৎ সংবাদ ফিরে পেয়ে [illegible] গেলেন মেবি ডেবেনহ্যাম্ দ্রুত তাঁর মুখে মিশ্র ভাবনার পাঁচমিশালি ছাপ পড়ে গেল, অন্য মানুষের চোখে তা পড়বার [illegible] নয়, তবু পোয়ারোর দৃষ্টিতে ঠিক ধরা পড়ে গেল। হেসে উঠলেন মেরি ডেবেনহ্যাম—তিনি হচ্ছেন, আপনি। পোয়ারোর [illegible] নিলেন তিনি।

[illegible] উঠে দাঁড়ালেন।

একে একে আরো অনেকেই উঠে গেলেন। মাত্র অল্প [illegible] খানা কামরার ইতি উতি ছড়ানো ছিটানো। বসে আছেন [illegible] কাঁচের শার্শি পেরিয়ে তাঁর দৃষ্টি প্রান্তরের দিগন্তে। [illegible] সাদ তুষার ঝরছে। হাল্কা তুলোর মতো আশ আশ। [illegible] হঠাৎ কানে আসে, যাত্রীদের ছেঁড়া ছেড়া [illegible]। শ্রীযুক্ত [illegible] অসামান্যা কন্যা বল্লটীর সম্পর্কে আরো খবর পাওয়া গেল। এর মৃত শ্রীযুক্ত হুবার্ড কতবড় প্রেমিক ছিলেন। [illegible] সে বিষয়েও বিস্তর খবর সংগ্রহে এসেছে। [illegible] তিনি জানতে চাননি এসব, চেষ্টা ও করেন জানতে। খবরস্রোতে ভেসে আসা খরকুটোর মত স্বরস্রোতে উড়ে আসা কথারা আপনিই কানের ভিতর দিয়ে মরমে পশেছে। খারাপ নয়। এই তো দারুন দেখছেন পোয়ারো অবিরাম তুষার ঝরছে। এই বেশ। এই-ই ভাল। এই কর্মহীন পূর্ণ অবকাশ।

পারদোঁ ম'সেয়। এক কণ্ডাক্টর অভিবাদন [illegible] এসে দাঁড়ালো। ফাটল ধরলো কি নিটোল শান্তিতে ?

"মাপ করবেন" এর অন্য অর্থ তো একটু শুনুন ?

বল ?

যা নিবেদন করল কণ্ডাক্টর (এই কণ্ডাক্টর অন্য কোচের। ইতি পূর্বে একে পোয়ারো দেখেননি) তার মানে দাঁড়ায়—শ্রীযুক্ত

পোয়ারোকে শ্রীযুক্ত ব্যুক এর যথাবিহিত সম্মান পুরঃসর বিনীত নিবেদন এই, তিনি যদি অবিলম্বে অনুগ্রহ করে একবার দর্শনদানে শ্রীযুক্ত বুককে সন্তুষ্ট করেন তবে শ্রীযুক্ত ব্যুক খুব, খু-উ-বই… ইত্যাদি। উঠে দাঁড়ালেন পোয়ারো। অনুসরণ করলেন কণ্ডাক্টরকে।

এক দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় বসে ছিলেন ব্যুক। বেশ বড় কামরা। এখন কোনের এক আসনে ব্যুক বসে আছেন। আছেন আরো অনেকেই। ব্যুকের কাছেই একটা লোক। পরণে নীল য়ুনিফরম্।

সুঠাম চেহারা। পোয়ারোর অনুমান, ইনিই হলেন, "শেফ দ্য ত্রাঁ" বা ট্রেনের গার্ড।

ব্যুক আশ্বস্ত হলেন পোয়ারোকে দেখে। কী সৌভাগ্য আমার [illegible]। আপনি আমার কাছে এসেছেন। আসুন, আসুন। বসুন। আশা করি, আপনার বুদ্ধির, কেবল বুদ্ধি কেন, প্রতিভা এবং পরামর্শের সাহায্য আমি পাব।

হুঁ, বুঝলাম। তা ব্যাপারটা কি? প্রশ্ন করলেন পোয়ারো।

হুম্, ব্যাপারটা বলছি। ব্যাপারটা হল, প্রথমতঃ এই তুষার-ঝড়! হঠাৎ মাঝপথে ট্রেন থেমে যাওয়া। দ্বিতীয়তঃ'

দ্বিতীয়ত কী? আর্তস্বরের মত প্রশ্নটা বেরিয়ে এল দ্বিতীয় কণ্ডাক্টরের মুখ থেকে। পোয়ারো চিনলেন, এই লোকটাই তাঁকে খানা-কামরা থেকে ডেকে আনতে ছুটেছিল।

দ্বিতীয়তঃ, ফের শুরু করলেন ব্যুক, একজন যাত্রী নিহত হয়েছেন। হ্যাঁ, তারই বার্থে। ছোরা জাতীয় কোন অস্ত্রাঘাত তাঁর মৃত্যুর কারণ। নিহত ব্যক্তির নাম? প্রশ্নটা পোয়ারোর। মিনিট দুই কি সব কাগজপত্রে নিমগ্ন রইলেন ব্যুক। তারপর বললেন, শ্রীযুক্ত র‍্যাশেট। জাতিতে আমেরিকান। তাই তো? শেষের প্রশ্নটা প্রথম কণ্ডাক্টরের উদ্দেশে। এই লোকটাই না গতরাতে জল এনে দিয়েছিল পোয়ারোকে?

হ্যাঁ র‍্যাশেট। ঢোঁক গিলে কোনরকমে উত্তর দিল সে। লক্ষ্য করলেন পোয়ারো, লোকটীর মুখে বিবর্ণতা। ভয় পেয়েছে সাংঘাতিক। এখুনি অজ্ঞান হয়ে যেতে পারে।

বুক, পোয়ারো অনুরোধ জানান বন্ধুকে, লোকটিকে আপনি বসবার অনুমতি দিন। শো হ্যা এঁা, একটু সরে বসার জায়গা দিলেন কণ্ডাক্টরকে।

লোকটী তাকালো পোয়ারোর দিকে। দৃষ্টিতে কৃতজ্ঞতা। তারপর দুহাতে মুখ ঢেকে হেলান দিয়ে বসলো কোনার দিকে।

হুম। সব শুনে পোয়ারো বললেন, নিঃসন্দেহে ব্যাপারটা গুরুতর।

খুবই গুরুতর। না? সায় দিলেন বুক, আস্ত একটা খুন। তারপর ট্রেন অচল, পরিস্থিতিটা দেখুন, সাতরাজ্যের ওপর দিয়ে যায় এই ট্রেন। এখন সব রাজ্যের পুলিসের তদন্তের ঠ্যালা সামলাতে হবে কোম্পানিকেই। ঘটনাচক্রে কোম্পানির এক ডিরেক্টর, অর্থাৎ কিনা আমি আবার এই ট্রেনে উপস্থিত। এখন আমার অবস্থাটা বুঝুন একবার।

হ্যাঁ, সব দিকেই মুশকিল। পোয়ারোর মন্তব্য। শুধু কি তাই! খুনটাও খুব সাধারণ নয়। বুক বললেন, ডাক্তার কনস্টানটাইন বলেছেন, ওই দেখুন আপনাদের আবার পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়নি। ইনিই ডাক্তার কনসটানটাইন শ্রীযুক্ত পোয়ারো।

ডাক্তারের ধারণা, বুক বলে চলেন, হত্যাকাণ্ডের সময় ছিল রাত একটা।

এবার ডাক্তার মুখ খোলেন--এসব ব্যাপারে কি ঠিক করে কিছু বলা যায়? শুধু এটুকুই বলতে পারি, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, খুনটা হয়েছে রাত্রি বারোটা থেকে দুটোর মধ্যে। র‍্যাশেটকে জীবিত অবস্থায় শেষ কখন দেখা গেছে? প্রশ্ন করেন পোয়ারো।

বুক বলেন, রাত একটা বাজতে কুড়ি মিনিট নাগাদ। কণ্ডাক্টরের

সঙ্গে তাঁর কিছু কথা হয়েছিল ওই সময়। ঠিক বলেছেন, নিজেও আমি ঐ কথা শুনেছিলাম। পোয়ারো জানতে চাইলেন—আর কিছু জানা যায় নি এরপর ?

আবার ডাক্তার বললেন, র‍্যাশেটের কামরার বাইরের দিকের জানালা খোলা রাখা হয়েছিল। মোটীভ আমাদের ধোঁকা দিতে, যে খুনী ঐ পথে পালিয়েছে। আসল ব্যাপারটা কিন্তু মোটেই তা নয়। কেউ জানলা পথে পালালে বাইরে বরফের ওপর তার পায়ের ছাপ পড়তো। কিন্তু আশ্চর্য! বাইরে কোন পায়ের ছাপ মেলেনি। পোয়ারো প্রশ্ন করলেন—কখন খুনের ব্যাপারটা জানা গেল ?

মিশেল ? বুক ডাকলেন। সোজা হয়ে বসল প্রথম কণ্ডাক্টর। তার নামই মিশেল। যা হয়েছিল তা ঠিক ঠিক বল এই ভদ্রলোককে।

থেমে থেমে, একটু ভেবে নিয়ে মিশেল বললো, আজ সকালে শ্রীযুক্ত র‍্যাশেটের পরিচারক তাঁর দরজায় গিয়ে কয়েকবার টোকা দেয়। কোন বারেই ভিতরের থেকে কোন উত্তর বা সাড়াশব্দ আসে না। খানা-কামরা থেকে এক ওয়েটারও আধঘণ্টা আনতে জানতে এসেছিল র‍্যাশেটের খাবার তাঁর কামরায় পাঠিয়ে দেয়া হবে কিনা। অর্থাৎ এগারটা বেজে গেল তবু শ্রীযুক্ত র‍্যাশেট খানা-কামরায় যাননি। এমনকি তাঁর কামরায় চা-টা ও পাঠাবার নির্দেশ দেননি। সেজন্যই লোক পাঠানো হয়েছিল খানা কামরা থেকে।

ঠিক আছে। তারপর ?

তারপর ? তারপর ওয়েটার এসে ডাকলো আমায়। আমি এসে কত ধাক্কাধাক্কি করলাম। কতবার ডাকলাম। সাড়া পেলাম না। তাই বাইরে থেকে আমার চাবি দিয়ে দরজা খুলতে চেষ্টা করলাম। সবটা খোলা গেল না। কেননা, ভিতর থেকে দরজার খিল বন্ধ ছিল। এছাড়া একটা খিলও আটকানো ছিল। তবু যেটুকু খোলা গেল দরজা, তার মধ্যে চোখ রেখে দেখি জানলা খোলা কামরায় হু হু ঠাণ্ডা হাওয়ায় ভিজিয়ে দিচ্ছে। বরফ ও ঢুকে

অল্পসল্প। র‍্যাশেট শুয়ে আছে তাঁর পার্শে। ভাবলাম, ঠাণ্ডায় হয়তো অজ্ঞান হয়ে গেছেন। দ্রুত খবর নিলাম "শেফ ত্য ত্রাঁ"কে। ছুটে এলেন তিনি। ঘরে ঢুকলাম চেন কেটে। তারপর যে দৃশ্য···উফ্, টেরিবল্, কী ভয়ানক! সে দু'হাতে মুখ ঢাকল।

তাহলে কামরাটা বন্ধ ছিল। ভিতর থেকে চেন আটকানো ছিল। হুম্ গম্ভীরভাবে পোয়ারো বললেন,- আত্মহত্যা নয় তো?

হেসে উঠলেন গ্রীক ডাক্তার। কেউ আত্মহত্যা করতে গিয়ে নিশ্চয় নিজের শরীরে দশ পনের বার ছোরা চালাবে না। এযে রীতিমত নৃশংসতা। পোয়ারোর সংক্ষিপ্ত মন্তব্য।

শেফ ত্য ত্রাঁ বললেন, নির্ঘাত কোন মেয়ের কাণ্ড। আমার স্থির বিশ্বাস, খুনী কোন নারী। এভাবে আনাড়ীর মত ছোরা চালাবে একমাত্র মেয়েরাই। তাহলে তো মেয়েটীকে পালোয়ান বলতে হয়। ডাক্তার বললেন, কেননা, ডাক্তারী পরিভাষা আমি বাদ দিয়েই বলছি। ঐ আঘাতগুলোর মধ্যে দু'একটী হাড় এবং পেশীর শক্ত স্তর চিরে ভেতরে ঢুকছে। মেয়েতো দূরের কথা, সাধারণ শক্তিসম্পন্ন কোন পুরুষের পক্ষেও এটা সহজ হবে না।

তাহলে আপনি বলছেন, যাকে বিজ্ঞান সম্মত বলা যায় সে ধরণের খুন এটা নয় ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করলেন পোয়ারো।

একদম অবৈজ্ঞানিক জাতের খুন। এলোমোলা ছোরা চালানো হয়েছে। কতকগুলো আঘাত বড় সামান্য। আঁচড় কাটার মত। মনে হয় কি জানেন, কেউ যেন দুচোখ বন্ধ করে ঝোঁকের মাথায় একাজ করেছে।

এটা নিশ্চয় কোনো মেয়ের কাণ্ড। বিজ্ঞের মত মুখ করলেন শেফ ত্যত্রাঁ। রেগে গেলে মেয়েদের মাথার ঠিক থাকে না। ফলে এভাবেই তারা এলোপাথাড়ি মারধোর শুরু করে দেয়। কাণ্ডজ্ঞান বা লঘুগুরু এ সময় কোন কিছুই তাদের মাথায় থাকে না। এমনভাবে

তিনি কথাগুলো বলছিলেন, তাতে বোঝা যায় এ বিষয়ে তাঁর ব্যক্তিগত কোন অভিজ্ঞতা আছে।

প্রসঙ্গত একটা কথা আপনাদের জেনে রাখা উচিত, পোয়ারো জানালেন, গতকাল র‍্যাশেট আলাপ করেছিলেন আমার সঙ্গে। তার কথাবার্তায় ধারণা হয়েছিল আমার, তিনি তাঁর মৃত্যুর আশঙ্কা করেছিলেন।

তাহলে এ নিশ্চয় কোন দুর্বৃত্তের কাজ। ব্যুক বললেন, শেফ দ্যাত্রাঁ দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। সকলে তাঁর তত্ত্বের প্রতি উদাসীন। তাঁর মুখে তাই ব্যাথার ছাপ। কোনো পেশাদার খুনী এরকম আনাড়ির মত ছোরা চালাবে। ভাবতে কেমন অসঙ্গত লাগে না? পোয়ারো বললেন,

কামরায় কোন শব্দ নেই। ব্যুকের কথা ভাঙে সেই নৈঃশব্দ। আপনার প্রতিভা সুবিদিত মিস্টার পোয়ারো। আপনার শক্তির প্রতি অসীম শ্রদ্ধা সকলের। বন্ধু হিসেবে আমি আপনাকে অনুরোধ করছি এবং কোম্পানীর অন্যতম ডিরেক্টর হিসেবেও মিনতি করছি, এই খুনের তদন্তের ভার আপনি গ্রহণ করুণ। পুলিশতো আসবেই। আমরা যেন তখন এই খুনের মীমাংসা তাদের জানিয়ে দিতে পারি। নইলে অনেক দেরী হবে। হয়রানি হবে। বিস্তর ঝামেলায় পড়ে যাবো। তাছাড়া এ হত্যার কিনারাও হয়তো করা যাবে না। আপনি হাতে নিলে কিন্তু এই সমস্যার সমাধান হতে বেশীক্ষণ লাগবে না। বলুন আপনি রাজি?

আমার দ্বারা যদি সমাধান সম্ভব না হয়?

জিজ্ঞাসা করেন পোয়ারো।

"আ মঁশেয়।" ব্যুকের মুখ বন্ধুগর্বে উজ্জল। আপনার খ্যাতির কথা জানি। জানি আপনার অনুসৃত পদ্ধতিরও কিছু কিছু। এ আপনারই উপযুক্ত সমস্যা। আপনার একটা কথা

আছে মিস্টার পোয়ারো। আপনি বলেন, বেশীর ভাগ সমস্যা সমাধানের একটা রাস্তা আছে। এবং সেটা নাকি এক আসনে শান্ত ভাবে বসা। স্থিরচিত্তে ধীরভাবে চিন্তা করা। তাই ই করুণ আপনি। আমার, আমাদের তরফ থেকে, প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, সমস্ত রকম সহায়তা আপনি পাবেন। আমার যে অনেক আস্থা, অগাধ বিশ্বাস আপনার ওপর।

আমি খুবই কৃতজ্ঞ আমার ওপর আপনার বিশ্বাসের কথা শুনে। পোয়ারের কণ্ঠে আবেগ ঝরে পড়ে। তিনি বলেন, সামান্য আগেই ভাবছিলাম। বাইরে অবিরাম তুষারপাত। ট্রেন অচল। কী করা যায়। এখন হাতে একটা কাজ পাওয়া গেল।

তাহলে কেসটা আপনি নিচ্ছেনতো? ব্যুকের মুখে আগ্রহের প্রশ্ন।

নিচ্ছি। কেসটা আমার হাতেই রইল্।

ভালকথা তা, এখন আপনি আমাদের যা বলবেন, তাই-ই করবো আমরা। প্রথমে আমার যেটা দরকাব, সেটা হল ইস্তাম্বুল কোচের একটা প্ল্যান। ঐ সঙ্গে, কোচের নানা কামরার যাত্রীদের সম্বন্ধে মোটামুটি রিপোর্ট। এছাড়া আমি দেখতে চাই তাদের পাসপোর্ট এবং টিকিটগুলো।

এসব ব্যবস্থা করে দেবে মিশেল।

কামরা থেকে বেরিয়ে গেল কণ্ডাক্টর মিশেল।

পোয়ারোর কথামত ব্যবস্থা করতে হবে এখুনি।

মিস্টার ব্যুক, আরেকটু ট্রেনটা সম্পর্কে খোঁজ খবর দিতে পারেন?

কি আর খোঁজখবর আছে। আমি ও ডাক্তার কন্সটান্টাইন, আমরা দুজনই আছি এ কোচে। যে কোচটা দেয়া হয়েছে বুখারেস্ট থেকে। সেখানে আছেন এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক। তিনি পরিচিত আমাদের কণ্ডাক্টরের সঙ্গে। কয়েকটি সাধারণ কামরা রয়েছে তার পেছনে। রাতে খাবার পরিবেশন শেষে সেগুলোর বাইরের দরজা

বন্ধ করে দেয়া হয়। আর ইস্তাম্বুল-ক্যালে কোচের ওদিকে খান। কামরা রয়েছে।

তবে তো মনে হচ্ছে, ধীরে ধীরে পোয়ারো বললেন, ইস্তাম্বুল-ক্যালে কোচ থেকেই খুঁজে বার করতে হবে হত্যাকারীকে। তিনি গ্রীকডাক্তারের দিকে ফিরলেন। বললেন—এই কথা আপনিও ভাবছেন না ডাক্তাব?

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিলেন ডাক্তাব। গম্ভীরভাবে ব্যুক বললেন, অর্থাৎ, এই গাড়ীতেই হত্যাকাবী রয়েছে। আমাদেরই সঙ্গে, হ্যাঁ, এখনো।

॥ ছয় ॥

পোয়ারো বললেন, প্রথমে আমি কথা বলতে চাই র‍্যাশেটেব সেক্রেটারি শ্রীযুক্ত ম্যাককুইনের সঙ্গে।

শেফ দ্য ত্রাঁ-কে ব্যুক অনুবোধ জানালেন ম্যাককুইনকে সঙ্গে করে নিয়ে আসার জন্য। কামরা থেকে বেরিয়ে গেলেন শেফ দ্য ত্রাঁ।

এর মধ্যে কণ্ডাক্টর যাত্রীদের টিকিট ও পাসপোর্ট নিয়ে ফিরে এল। তার হাত থেকে সেগুলো নিয়ে ব্যুক বললেন, থ্যাঙ্কস, তুমি এখন নিজের জায়গা যাও মিশেল। পরে, তোমাকে আবার দরকার হবে আমাদেব।

আচ্ছা। কামরা থেকে চলে গেল মিশেল।

ম্যাককুইনের সঙ্গে আগে কথা বলে নিই। তারপর র‍্যাশেটেব কামরাটা দেখে আসবো একবার। —পোয়ারো বললেন।

বেশ তো—বললেন ব্যুক।

এরপর—ছেদ পড়লো পোয়ারোর কথায়।

এই সময় ম্যাককুইনকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে এলেন শেফ দ্য ত্রাঁ।

ম্যাককুইনকে বসতে অনুরোধ জানান বুক। অতঃপর শেফ তাঁ তাঁর দিকে ঘুরে বললেন, খানা-কামরাটা আপনি খালি করে দেবার ব্যবস্থা করুন গে। ওখানে বসেই সবাই এর সাক্ষ্য গ্রহণ করবেন পোয়ারো। সেটাই বোধহয় সুবিধা হবে আপনার। বলাই বাহুল্য, শেষ কথাটি ছোঁড়া হল পোয়ারোকে।

বাহ, তাহলে তো খুব ভাল হয়। পোয়ারো বললেন, ফরাসীতে কথাবার্তা হচ্ছে ওঁদের। দ্রুত-কথিত ফরাসী ভাষার তোড় থেকে ম্যাককুইনের মুখ দেখে মনে হল, বেচাবা কিছুই বুঝতে পারছেনা।

বেশ কষ্ট করেই ম্যাককুইন ফরাসীতে বললো—কেস সে কিল্ ই আ? পরকুয়া? অর্থাৎ তার জিজ্ঞাসা হল, খানা কামরায় কি হবে? এবং কেন (পরকুয়া)?

ফরাসী ছেড়ে তারপর সে ইংরেজীতেই প্রশ্ন করলো—ট্রেনের খবর কি? কিছু হয়েছে বুঝি?

হ্যাঁ, হয়েছে। পোয়ারো বললেন, একটা দুঃসংবাদ শোনাচ্ছি, মিস্টাব ব্যাশেট, আপনার মনিব মারা গেছেন।

ম্যাককুইন শিস দেওয়ার ভঙ্গিতে ঠোঁট দুটো গোল করলো। চাপাস্বরে বসে উঠল, ওবা কি তবে সত্যি সত্যি কথা রাখলো? তাঁর মুখে এতটুকু বিস্ময় বা দুঃখের ছাপ নেই।

মিস্টাব ম্যাককুইন, পোয়ারো প্রশ্ন করলেন, আপনি এইমাত্র যা বললেন তার মানে কি?

ম্যাককুইন যেন দ্বিধাগ্রস্ত। আবার প্রশ্ন ফুটলো পোয়ারোর মুখে—তাহলে আপনি ধরেই নিচ্ছেন শ্রীযুক্ত র‍্যাশেট নিহত হয়েছেন?

নিহত হননি তিনি? এখন সত্যিকার বিস্মিত হল ম্যাককুইন।

না না। পোয়ারা জানান, আপনার অনুমান ঠিকই। নিহত হয়েছেন র‍্যাশেট। এখন কথা হচ্ছে যে, তাঁর মৃত্যু যে অস্বাভাবিক, এ ব্যাপারে এত নিশ্চিন্ত হলেন কি করে?

কেমন দ্বিধাগ্রস্ত মনে হল ম্যাককুইনকে। ডোণ্ট মাইণ্ড, একটা কথা স্পষ্ট জানতে চাই আমি।

—ম্যাককুইন পোয়ারোকে বললো, কে আপনি? আপনার সঙ্গে এই ব্যাপারে সম্পর্কটাই বা কি রকম?

আমি এক ডিটেকটিভ। আমি এখন এই ব্যাপারের তদন্তে প্রতিনিধিত্ব করছি কাম্পাইন এস্তারনাশিওনাল দে ওয়ার্গা লি-এর।

বিশ্বজুড়ে ছড়ানো যার যশ, সেই জগৎখ্যাত এরকুল পোয়ারোকে সশরীরে সম্মুখে সমাসীন দেখেও ম্যাককুইনের কোন ভাবান্তর লক্ষ্য করা গেল না।

শুধু গম্ভীর মুখে সে বললে—"অ"।

আমার নাম আপনি কখনো শুনেননি?

চেনা চেনা একটু লাগছে বৈকি। হ্যাঁ, মনে পড়েছে, নামটা হয়তো মেয়েদের পোশাক-টোশাক করে এমন কোন দোকানের। আপনার সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই তো?

অন্যমনস্ক ছিলেন পোয়ারো। সহসা চাপা স্বরে বলে উঠলেন, অবিশ্বাস্য!

কী অবিশ্বাস্য?

কিছু না। অন্য কথা ভাবছিলাম। যাকৃগে, পোয়ারো বললেন, এখন কাজের কথায় আসা যাক। মৃত মিস্টার র‍্যাশেট সম্পর্কে আপনি ম্যাককুইন, যা জানেন, বলুন আমাদের। ভাল কথা, আপনি ওঁর আত্মীয় হন?

আমি ওঁর সেক্রেটারি ছিলাম।

কতদিন এই পদে কাজ করছেন?

এক বছরেরও বেশী সময়।

যেটুকু খবর জানেন, দয়া করে সব বলুন।

ওঁর সঙ্গে পরিচয় হয় বছর খানেক আগে। তখন আমি পারস্যে ছিলাম—

কী করছিলেন সেখানে ?

ওখানে, তেলের কারখানায় একটা কাজে গেছিলাম নিউইয়র্কের এক ফার্মের পক্ষ থেকে। তখন সত্যি বলতে, আর্থিক অবস্থা আমার খুব ভাল নয়। যে হোটেলে আমি উঠেছিলাম, সেখানেই উঠেছিলেন র‍্যাশেট। সেক্রেটারির সঙ্গে একদিন তাঁর খুব একচোট কথা কাটা-কাটি হয়ে যায়। ফলে, ইস্তফা দিয়ে সেক্রেটারি চলে যান। কাজটা আমাকে নিতে অনুরোধ করেন উনি। অপ্রত্যাশিত ভাবে অমন মোটা মাইনের চাকরিটা পেয়ে ছেড়ে দিতে পারলাম না।

তারপর ?

নানা দেশ আমরা ঘুরে বেড়ালাম। মিস্টার র‍্যাশেটের নেশাই ছিল দেশ ভ্রমণ। ইংরেজী ছাড়া তিনি অন্য ভাষা জানতেন না। আমার কাজটা ছিল সেক্রেটারীর। বলা যায় দোভাষীর। সময়টা ভালই কেটেছে।

বেশ, এখন বলুন আপনার মনিব সম্পর্কে আর কি কি জানেন ?

ওঁর সম্পর্কে, সত্যি বলতে, আর কিছুই জানি না।

ওনাব পুরো নাম ?

মানুয়েল এডওয়ার্ড র‍্যাশেট।

আমেরিকার নাগরিক ছিলেন না ?

হ্যাঁ।

আমেরিকার কোন জায়গায় বাড়ী ছিল ওঁনার ?

জানি না।

আর কি জানেন ?

সত্যি বলছি মিস্টাব পোয়ারো, বিশেষ কিছুই জানি না ওঁনার সম্পর্কে। নিজের বা আমেরিকা সম্পর্কে কখনো কিছু বলতেন না র‍্যাশেট।

—কেন বলতেন না ? আপনার ধারণা কী ?

কিচ্ছু না। আসলে কী জানেন, মানুষ অনেক সময় খুব সামান্য

অবস্থা থেকে বড় হয়। তখন ভুলে থাকতে চায় তার অতীতকে। অবশ্য সবাই নয়। কেউ কেউ।

—আপনার কি নিজেরই মনে হয় র‍্যাশেট সম্পর্কে এই ধারণা খুব ঠিক ?

—সত্যি বলতে, না।

ওঁর কোন আত্মীয়ের খবর জানেন ?

কোনো দিন উনি ওঁনার আত্মীরের কথা বলেন নি।

এ সম্বন্ধে আপনার মনে কি ধারণা জন্মেছে ?

আমার মনে হয়েছে ওনার আসল নাম র‍্যাশেট নয়। আমেরিকা ছেড়ে উনি পথে-প্রবাসে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন যেন কোনো কিছু, বা কোন মানুষকে এড়াবাব জন্য, কিন্তু উনি যে জীবনে সাফল্য অর্জন করেছিলেন এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

তারপর ?

তারপর উনি কতগুলি চিঠি পেতে লাগলেন। ভর-দেখানো চিঠি।

আপনি দেখেছেন সেগুলো ?

ভুলে যাবেন না আমি ওঁর সেক্রেটারি ছিলাম। সুতবাং ওনার যাবতীয় চিঠিপত্র খুলতে হত আমাকেই। দিন পনের আগে এ ধরণের প্রথম চিঠি আসে।

চিঠিগুলো নষ্ট করে ফেলা হয়েছে কি ?

খান দুই আছে ফাইলে। র‍্যাশেট দু'একটা চিঠি আমার সামনেই রাগে ছিঁড়ে ফেলেছেন। আমার ফাইলে-রাখা দুটো চিঠি আপনারা দেখবেন কি ?

খুব ভাল হয় যদি দেখান। তবে আপনাকে হয়তো সেগুলো খুঁজে আনতে একটু কষ্ট করতে হবে।

কিছু না, কিছু না। বসুন আপনারা। এখুনি চিঠি নিয়ে ফিরে আসছি আমি।

ম্যাককুইন ফিরে এলেন করেক মিনিটের মধ্যেই। পোয়ারোর হাতে দিলেন চিঠি দুটো। দু টুকরো মলিন কাগজ, যার প্রথমটায় এইরকম লেখা—

কি ভাবছো? আমাদের সকলের কাছে অপরাধী হয়েও রেহাই পেয়ে যাবে তুমি? উহুঁ, তা হবে না। র‍্যাশেট, তোমাকে চরম শাস্তি পেতেই হবে। এবং জেনে রেখো, তোমাকে আমাদেরই হাত থেকে নিতে হবে সেই-শাস্তি।

চিঠিটা পড়লেন পোয়ারো। সামান্য ভ্রু দুটো কুঞ্চিত হল। নিঃশব্দে দ্বিতীয় চিঠি হাতে তুলে নিলেন। যেখানে লেখা আছে—

"শীঘ্রই দেখা হচ্ছে। বোঝাপড়া হবে। আমরা তৈরী।"

চিঠি দুটো সামনে রাখলেন পোয়ারো। মন্তব্য করলেন—বক্তব্য দুটো চিঠিরই মোটামুটি এক। তবে এক হাতের লেখা নয়।

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে পোয়ারোর দিকে চাইলেন ম্যাককুইন।

পোয়ারো জানালেন, হয়তো খুব লক্ষ্য করে আপনি চিঠিটা পড়েন নি। সেভাবে দেখার চোখ অবশ্য, একমাত্র বিশেষজ্ঞদেরই থাকে। দুটো চিঠির কোনটাই এক মানুষেব লেখা নয়। চিঠি লিখেছে দুই কিংবা তারও বেশী লোকে। এক-একজন লিখেছে এক-একটি শব্দ। সুতরাং পত্রলেখকের সন্ধান পাওয়া অসম্ভব।

একটুক্ষণ চুপ থেকে পোয়ারো বললেন, আপনি কি জানেন, র‍্যাশেট আমার সাহায্য চেয়েছিলেন?

সাহায্য? আপনার? ম্যাককুইনের কণ্ঠস্বরই বলে দিল সে জানে না।

হ্যাঁ, আমার সাহায্য। পোয়ারো কথাব মোড় ঘুরিয়ে দিলেন, থাক্‌গে ওসব কথা। চিঠি পাওয়াব পর আপনি তার কোন পরিবর্তন কিংবা ভাবান্তর লক্ষ্য করেন নি?

ম্যাককুইন যেন কি ভাবলেন। বললেন, বলা অসম্ভব। কেননা প্রথম চিঠিটা পড়ে খুব হেসেছিলেন উনি। ওনার শাস্তি তারপরেও

নষ্ট হতে কেউ দেখেনি। তবে আমার কেমন মনে হতো, ভেতরে ভেতরে ভয় পেয়েছেন উনি। একটা সূক্ষ্ম দ্বন্দ্ব বাইরের শান্ততার আড়ালে শুরু হয়ে গিয়েছিল।

গভীর মনোযোগে ম্যাককুইনের কথা শুনছিলেন পোয়ারো। অকস্মাৎ প্রশ্ন করে বসেন—ঠিক বলুন তো, আপনার মনিবকে শ্রদ্ধা করতেন কি? কেমন লাগতো আপনাব?

ম্যাককুইন নিশ্চুপ বসে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর জানালেন—না। শ্রদ্ধা করতাম না।

—কেন?

ঠিক বলতে পাববো না কেন। কোনো খুঁত ছিল না ওনার ব্যবহারে। অল্প থেমে আবার বললেন ম্যাককুইন, একটা সত্যি কথা খোলাখুলি আপনাকে জানাই, ওনাকে কোনদিন পছন্দ কিংবা বিশ্বাস করিনি আমি। ওনাকে নিষ্ঠুর, বিপজ্জনক মানুষ মনে হতো আমার। তবে এই ধারণার পিছনে কারণ কিংবা যুক্তি দিতে পারবো না।

স্পষ্টবাদিতার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ ম্যাককুইন। আরেকটি প্রশ্ন রাখছি। বলুন তো, র‍্যাশেটকে শেষ কখন দেখেন আপনি?

গতকাল রাত (সামান্য থেমে) দশটা।

আপনাদের মধ্যে কি নিয়ে কথাবার্তা হয়েছিল?

—তেমন কিছু না। উনি পারস্যে থাকতে এক জায়গায় "কিউরিও" পছন্দ করে এসেছিলেন।

—ওনার কাছে গেছিলাম সেগুলো আনিয়ে নেবার সম্পর্কে একটা চিঠি দেখাবার জন্য।

হুম্, তাহলে এরপর ওনার জীবিত অবস্থায় আর দেখা হয় নি?

না।

আচ্ছা, ভয় দেখানো চিঠি শেষবার কখন পেয়েছিলেন র‍্যাশেট?

কনস্টান্টিনোপল ছেড়ে আসার দিন। সকালবেলায়।

আরেকটি প্রশ্ন, ডোণ্ট মাইণ্ড, আপনাদের সম্পর্ক কেমন ছিল। মানে মালিক-কর্মচারী হিসেবে—

খুবই ভাল, আমার বিন্দুমাত্র অনুযোগ নেই সেদিক দিয়ে।

ঠিক আছে, আপনার নাম-ঠিকানা এবার লিখে দিন তো। পোয়ারো একটা নোটবুক এগিয়ে দিলেন।

ম্যাককুইন লিখলেন—হেক্টর উইলার্ড ম্যাককুইন। ঠিকানা,—নিউইয়র্কের একটি স্থান।

অসংখ্য ধন্যবাদ। মিস্টার ম্যাককুইন, র‍্যাশেটের মৃত্যু সংবাদ বর্তমানে কাউকে বলবেন না, এইটুকু অনুরোধ।

আচ্ছা। তবে, মাস্টার ম্যান, র‍্যাশেটের পরিচারক হয়তো জেনে যাবে।

হয়তো সে ইতিমধ্যেই জেনে গেছে। তাকেও মুখ বন্ধ রাখতে বলবেন।

—বললে কথা শুনবে মাস্টারম্যান। সে বড় ভালমানুষ।

এখন তাহলে আসতে পারেন আপনি। সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ জানাই।

কামরা ছেড়ে চলে গেলেন ম্যাককুইন।

অনেকক্ষণের নিশ্চুপ ব্যুক কথা বললেন এবার, আপনি কি বিশ্বাস করলেন ছেলেটির সব কথা ?

মনে হল সৎ এবং স্পষ্টবক্তা। সত্যি সে জানতো না র‍্যাশেট আমার কাছে সাহায্য চেয়েছিল। র‍্যাশেট তার সেক্রেটারিকে সব কথা বলতেন না, বোঝা যাচ্ছে। মনে হচ্ছে তিনি চাপা স্বভাবের লোক ছিলেন।

যাক্। অন্ততঃ একজন আপনার সন্দেহের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেল, কি বলেন ? ব্যুক প্রশ্ন করলেন পোয়ারোকে।

নিষ্কৃতি ? হাসলেন পোয়ারো। শেষ পর্যন্ত, অর্থাৎ কিনা

সমাধানে না পৌঁছুনো পর্যন্ত কারোরই নিষ্কৃতি নেই। অস্বীকার করতে চাই না, র‍্যাশেটের শরীরে যেভাবে ছোরা চালানো হয়েছে বারো-চোদ্দবার, ম্যাককুইনের মানসিক গঠনের সঙ্গে তার কোন সামঞ্জস্য খুঁজে পাচ্ছি না।

ঠিকই বলেছেন। তীক্ষ্ণতম ঘৃণায় উন্মাদ না হলে কেউ কখনো কাউকে ওভাবে আঘাত করতে পারে না। ব্যুক জানালেন, এক-একবার মনে হচ্ছে আমার, শেফ দ্যা ত্রাঁ'র কথাই সত্যি। নিশ্চয়ই এ কোন রমণীর কাজ।

॥ সাত ॥

পোয়ারোর পরীক্ষা চলছিল র‍্যাশেটের কামরায়। সঙ্গে ছিলেন ডাক্তার কন্‌স্টান্‌টাইন। কামরার জানলা উন্মুক্ত। হুহু করে তীব্র বাতাস ঢুকছিল, তাড়াতাড়ি জানলা বন্ধ করে দিলেন শীতকাতুরে পোয়ারো। জানলাটা পরীক্ষা করে দেখা হল। না। কোন হাত বা আঙুলের চিহ্ন নেই। ইদানিংকার অপরাধীরা অবশ্য এ ধরণের স্পষ্ট ও সেকেলে প্রমাণ রেখে যাবে না। পোয়ারোও জানেন সেটা। হত্যাকারী জান্‌লা দিয়ে পালিয়েছে, যাতে এই ধারনা আসে সেজন্য খুলে রাখা হয়েছে জানলাটা? এত সহজে পোয়ারোর চোখে ধুলো দেওয়া যায় বুঝি? পোয়ারো হাসলেন মনে মনে। তারপর চোখ ফেরালেন র‍্যাশেটের মৃতদেহের দিকে। র‍্যাশেটের মৃতদেহ শায়িত, যেন ঘুমন্ত মানুষ। পরনে রাত-পোষাক পায়জামা জ্যাকেট। রক্তের শুকনো কাল্‌চে দাগ জ্যাকেটের এখানে ওখানে। বুকের বোতামগুলো খোলা। ডাক্তারই অবশ্য সেগুলো খুলেছিলেন। পরীক্ষা করা হয়েছিল মৃতের ক্ষতচিহ্নগুলি। ওরা দুজন ঝুঁকে পড়ে র‍্যাশেটের মৃতদেহ পরীক্ষা করছিলেন। দুজন মানে, ডাক্তার এবং

পোয়ারো। ক্ষতের সংখ্যা বারোটি। কয়েকটি সামান্য আঁচড়। কয়েকটি বড় রকমের গভীর ক্ষত। তিনটি ভীষণ গভীর। তার যে কোন একটিতে যে কোন মানুষ মরে যেতে পারে। হঠাৎ লক্ষ্য করেন পোয়ারো, ডাক্তার গভীর অন্যমনস্ক। কি যেন ভাবছেন।

কি ব্যাপার ডাক্তার? মনে হচ্ছে আপনার চোখে কিছু একটা পড়েছে?

হ্যাঁ, একটু লক্ষ্য করুন সবচেয়ে গভীর ক্ষত তিনটি। এত গভীর এগুলো, অথচ, সে তুলনায় রক্তপাত হয়েছে খুব কম।

কী বোঝা যায় এ থেকে?

মানুষটা মারা যাবার পর, মনে হচ্ছে, কেউ এই আঘাতগুলো সৃষ্টি করেছে। অথচ তা তো অসম্ভব।

অসম্ভব না ও তো হতে পারে? পোয়ারোর মন্তব্য। তা, আর কিছু নজরে পড়েনি? আরেকটা জিনিষও লক্ষ্য করার মতো।

কী?

ডান কাঁধের কাছে, ঐ যে, ডান বাহুতে এর আঘাতটা দেখুন। যে পজিশনে মৃতদেহ ছিল, তাতে কি মনে হয়, এখানে এভাবে ডান হাত দিয়ে আঘাত করা যায়?

না। তা যায় না। তবে বাঁ হাত দিয়ে হতে পারে। ঠিক বলেছেন মিষ্টার পোয়ারো। বাঁ হাত দিয়েই করা হয়েছে আঘাতটা।

অর্থাৎ হত্যাকারী ন্যাটা? অথচ···ঠিকই ধরেছেন মিষ্টার পোয়ারো। স্পষ্টত ডান হাত দিয়েও আবার কতকগুলি আঘাত হানা হয়েছে।

সুতরাং, এ খুনে জড়িয়ে আছে একাধিকজন। চিঠিতেও বহু লোকের চিহ্ন। এখানেও তাই।

আচ্ছা, এই কামরার আলো জ্বালানো ছিল কি?

বলা অসম্ভব। যেন সুইচ অফ্ করে দেওয়া হয়—সকাল দশটায়। তারপর আমরা এসেছিলাম। ডাক্তার জানালেন।

কামরার সুইচগুলো দেখলেই তো বোঝা যাবে। পোয়ারো বললেন।

—দুটি আলো কামরায়। বড় একটি। সাধারণ ভাবে কামরা আলোকিত করার জন্যে। আরেকটি পড়াশুনার জন্য, মাথার কাছে। শেষের আলোর ওপরে টানা-ঢাকা, এবং এই ঢাকা টানলেই আলোয় পড়বে আড়াল। এখন বড় আলোর সুইচ বন্ধ ছিল। কেবল দেওয়া ছিল শয্যা-শিয়রের আলোটির সুইচ। তবে ঢাকা দেওয়া ছিল আলোটি। প্রথম হত্যাকারী যখন কামরায় ঢোকে, পোয়ারো বললেন, আমার অনুমান, বড় আলোটা জ্বালা ছিল তখন। তার কাজ শেষ হলে, আলো নিভিয়ে সে চলে যায়। অন্ধকারে, তারপর দ্বিতীয় হত্যাকারী ঢোকে। অন্ধকারেই কমপক্ষে দুবার আঘাত করে মৃত দেহে, এবং চুপিসারে চলে যায় অন্ধকারেই।

—চমৎকার! ডাক্তার ভীষণ উচ্ছ্বসিত। ঠিক তাই কি? পোয়ারো বলেন, ব্যাপারটি আমার নিজেরই মনঃপূত নয় কিন্তু, এছাড়া আর কি হতে পারে বলুন?

—তা তো আমিও ভাবছি। আপাতত অন্য ব্যাখ্যা থাক।

পোয়ারো বললেন, তারচেয়ে দেখা যাক, হত্যাকারী যে দুজন, এই ব্যাপারে আর কি কি প্রমাণ পেতে পারি।

আছে প্রমাণ। ডাক্তার দেখান, আরেকবার লক্ষ্য করুণ ক্ষতগুলো। দু ধরণের ক্ষত আছে। হাল্কা আচড়ের মত এক ধরণের। শারীরিক শক্তির প্রয়োজন হয়নি সেগুলোর জন্য। আর কতগুলি গভীর ভেদ করেছে মাংসপেশী। অসাধারণ শক্তিধর না হলে কেউ এমন আঘাত করতে পারে?

এই কথা কি আপনি বলতে চাইছেন ডাক্তার, গভীর ক্ষতের জন্য দায়ী কোন পুরুষ। এবং হাল্কা আঁচড়গুলির জন্য দায়ী কোন নারী? আপনার অনুমান ঠিক মিস্টার পোয়ারো। আসলে মজার কথা কী জানেন ডাক্তার, পোয়ারো বলেন, কোথাও এমন কোন প্রমাণ নেই যা

থেকে আমরা বুঝবো র‍্যাশেট আত্মরক্ষার চেষ্টা করেছিলেন। কেননা চাদর নিভাঁজ। বালিশ আছে সঠিক স্থানে। স্যুট ঝুলছে দেওয়ালে, ওদিকের ছোট্ট তাকে গ্লাসে ডোবানো বাঁধানো দাঁত, ছাইদানি, ফ্লাস্ক. টুকিটাকি সব নিখুঁত সাজানো। আরো আশ্চর্য! এই দেখুন (বালিশের নিচে থাকা অটোমেটিক পিস্তল বার করে পোয়ারো দেখালেন। এটাই অবশ্য তিনি দেখেছিলেন গতকাল) পিস্তলটাও লোড করা আছে।

—কি আশ্চর্য! মানুষটা খুন হয়ে গেল। অথচ চীৎকার করলো না। আত্মরক্ষার সামান্যতম চেষ্টাও করল না।

সেই তাকটার কাছে দাঁড়ালেন পোয়ারো। ছাইদানে একটি সিগারের শেষটুকু। পোড়া দুটি দেশলাই কাঠি। প্রায় খালি গেলাস একটা।

পোয়ারো তুলে ধরলেন গেলাসটা। শুঁকলেন। ডাক্তারের হাতে তুলে দিলেন—দেখুন তো, র‍্যাশেটের নির্বিঘ্নে হত্যা হয়ে যাওয়ার কারণটা এর মধ্যেই লুকিয়ে আছে কিনা?

ডাক্তার বললেন—ঘুমের তীব্র ওষুধ। র‍্যাশেটকে খাওয়ানো হয়েছিল?

মনে হচ্ছে।

এবার ছাইদানী থেকে পোড়া দেশলাই কাঠি দুটি তুলে নিলেন পোয়ারো—দেখুন ডাক্তার, দুটো দুরকম কাঠি। একটি সাধারণ গোল ধরণের। অন্যটি চ্যাপ্টা। কাগজে তৈরী।

ডাক্তার বললেন, ট্রেনেই বিক্রি হয় কাগুজে কাঠিগুলো।

খুঁজে খুঁজে র‍্যাশেটের একটা দেশলাই বের করলেন পোয়ারো। মিলিয়ে দেখলেন গোল ধরণের তাঁর কাঠিগুলো। কাগুজে কাঠিগুলোর কোন দেশলাই পাওয়া গেল না। পোয়ারো সন্ধানী দৃষ্টি সার্চ লাইটের মত ঘুরে যায় কামরাময়। এক সময়ে মেঝে থেকে এক টুকরো দামী কাপড় তিনি তুলে নিলেন। মেয়েদের রুমাল। রঙিন সুতোয় খোদিত একটি ইংরেজী আখর—"এইচ।"

শেফস্তা ত্রঁ। তবে ঠিকই বলেছিলেন। ডাক্তার বললেন, কোন মেয়েরই কাণ্ড এটা। এবং সেই মেয়ে তাব চিহ্নটি রুমাল হিসেবে ফেলে গেলেন। ঠিক ফিল্মে বা গল্পে যেমনটি ঘটে থাকে—তাই না? পোয়ারো বললেন।

ভাগ্য আমাদেব প্রসন্ন মনে হচ্ছে—ডাক্তারেব উক্তি। তাই-ই কি? পোয়ারোর জিজ্ঞাসা।

হঠাৎ ডাক্তারের মনে হল যেন পোয়াবোর কণ্ঠে ব্যাঙ্গ।

আর ইতিমধ্যেই আবেকটি জিনিষ কুড়িয়ে পেয়েছেন পোয়ারো। পাইপ-ক্লিনার হল এবারের আবিষ্কাব। ডাক্তার বললেন, র‍্যাশেটের হতে পারে।

উঁহু, পোয়ারো জানালেন, পাউচ, পাইপ, তামাক, কিছুই নেই র‍্যাশেটের জিনিষপত্রের মধ্যে।

ওটাও রহস্যের এক সূত্র বলছেন?

আলবাৎ। আর কিছু না থাক্, এই হত্যাকাণ্ডে অভাব নেই সূত্রের। হ্যাঁ, ভাল কথা, ছোরাটা কোথায় গেল?

মেলেনি। ডাক্তার বলেন, সেটা সঙ্গে নিয়ে গেছে হত্যাকারী।

কেন তো বুঝতে পারছি না? পোয়াবের কণ্ঠে প্রচ্ছন্ন শ্লেষ।

মিস্টার পোয়ারো, ডাক্তারের উত্তেজিত গলা, আগে চোখে পড়েনি আমার। মৃতের জ্যাকেটের বুক পকেট থেকে একটা সোনার দামী ঘড়ি বার করে দেখালেন তিনি। কাঁচ ভাঙা ঘড়ি। হয়তো ঘা পড়েছিল ঘড়ির ওপর। ঘড়িটা বন্ধ হয়েছে ঠিক সোয়া একটায়।

আগ্রহে ডাক্তার বলেন, আরেকটি সূত্র পাওয়া গেল তাহলে। আর, ঘড়ি থেকে জানা যাবে খুনেব সময়টা, অবশ্য আগেই আমি বলেছি খুনের সময় হল রাত বারোটা থেকে দুটো।

ও, বলছেন খুনের সময় পাওয়া গেল?

পোয়ারোর প্রশ্নে, কণ্ঠস্বরে তীব্র শ্লেষ ও অবিশ্বাস।

মাপ করবেন পোয়ারো, ঠিক বুঝতে পারছি না আমি।

আরে ডাক্তার আমি নিজেই কি কিছু বুঝতে পারছি? বড় জটিল এই হত্যাকাণ্ড। হুম্, আমার পক্ষেও।

পোয়ারো ঘরময় সন্ধানী দৃষ্টি ফেললেন আবার। এবং আবার উদ্ধার করে আনলেন আরেকটি জিনিষ। আধপোড়া কাগজ। এই এতটুকু। অনেক যত্নে সেটা তুলে আনলেন পোয়ারো। তাকের ওপর রাখলেন, তাতো চাপা দিলেন একটি শূন্য কাপ। যাতে নষ্ট না হয় কাগজটি।

ডাক্তারকে পোয়ারো জানালেন, বিশেষজ্ঞদের পথ সাধারণতঃ আমি অনুসরণ করি না। হত্যা রহস্য, বা মানুষের তৈরী যে কোন সমস্যার কিংবা কাজের পিছনে মনস্তত্ব খুঁজি আমি। কোন এক ধরনের মনোভাব নিয়েই এক একটা কাজ করে সাধারণ মানুষ কী সেই মনোভাব, তাই ধরতে চেষ্টা করি আমি তবু দু একটি বৈজ্ঞানিক তথ্য ও প্রমাণ এই হত্যাকাণ্ডের রহস্য সমাধানের ব্যাপারে আমার খুব প্রয়োজন। অনেক সূত্র ছড়ানো এই কামরায়। এর কোনগুলো মিথ্যে, কোনগুলি সত্যি, আমার জানা দরকার।

ডাক্তার কেমন বিস্মিত—আপনার কথা ঠিক ধরতে পারছি না তো।

তাহলে একটা উদাহরণ দেওয়া যাক্, কেমন। পোয়ারো বলে চলেন, ধরুন একটা রুমাল পেয়েছি আমরা। রুমালটি কার? সেটা কি ফেলে গেছে কোন মেয়ে? নাকি ফেলে গেছে কোন পুরুষই, যাতে সহজে কোন মেয়ের কাণ্ড বলে ভুল হয়। সেই একই উদ্দেশে সে হয়তো আরো কয়েকটি আঘাত লঘুভাবে হেনেছে। এতো শুধু সম্ভাবনার কথা।

অথবা সত্যিই এ কোনো মেয়ের কাজ। পাইপ ক্লিনার হয়তো সে ইচ্ছে করেই রেখে গেছে যাতে খুনী লোকটাকে পুরুষ বলে ভুল করে সন্দেহ করা হয়।

এছাড়া; এও সম্ভব, ব্যাপারটায় জড়িত আছে এক পুরুষ এবং

এক নারী। কেবল খটকা লাগে। তারা কি এতই বোকা! দুজনেই এত এত সূত্র রেখে যাবে।

—আর আধপোড়া কাগজের টুকরোর সম্পর্কে তো আপনি কিছু বললেন না তো মিস্টার পোয়ারো?

—বলবো নিশ্চয়ই। তার আগে শেষ করতে চাই এই সূত্রগুলোর কথা। রাত সোয়া একটায় বন্ধ হয়েছে ঘড়ি। এবং অন্য দুই সূত্র—পাইপ-ক্লিনার ও রুমাল। তিনটিই খাঁটি সূত্র হতে পারে। জালও হতে পারে। সত্যি কোনটা, বোঝা যাচ্ছে না এখনও। ভুলের সম্ভাবনা যদিও এখানে আছে। আমার মনে হয়, কেবল একটি সূত্র জাল বা নকল নয়। ডাক্তার, এই চ্যাপ্টা দেশলাই কাঠিটার কথা ভাবুন। আমার বিশ্বাস এটা খুনীর ব্যবহৃত। র‍্যাশেটের নয়। তিনি জ্বালাননি এটা। একটুকরো কাগজ পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে এটা দিয়ে। এটা এমন কাগজ যেটা খুনীর দিক দিয়ে মারাত্মক। কোন. কোন চিঠিও হতে পারে। যাতে হয়তো খুব অক্লেশে সন্ধান পাওয়া যেত হত্যাকারীর। সূত্রটা শুধু সেটাই জানতে হবে আমাকে। ডাক্তার, একটু অপেক্ষা করুন আপনি, আমি এখুনি আসবো।

কামরা থেকে দ্রুত বেরিয়ে গেলেন পোয়ারো, ডাক্তার বিস্মিত হয়ে দাঁড়িয়ে। ফিটফাট কেতাদুরস্ত ছোটখাট মানুষটিকে তিনি ঠিক বুঝতে পারছেন না। তথাপি নিঃসন্দেহে, এরই মধ্যে তিনি মানুষটার প্রতি ভেতরে-ভেতরে অনেকটাই আকৃষ্ট হয়ে পড়েছেন। ক্রমেই জটিল থেকে জটিলতর হচ্ছে এই হত্যা-কাণ্ডের রহস্য। তবু মনে হল ডাক্তারের, পোয়ারো ঠিক আবিষ্কার করতে পারবেন এই খুনের অন্তরাল-রহস্য।

পোয়ারো ফিরে এলেন মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই। সঙ্গে কয়েকটি জিনিস। গোটা দুই ছোট্ট চিম্‌টে, সরু তারের ছোট্ট দু টুকরো জাল এবং একটি স্পিরিট ল্যাম্প।

তিনি খুব যত্ন করে এক টুকরো জালের ওপর আধপোড়া

কাগজটাকে বিছিয়ে দিলেন। তারপর চাপা দিলেন আরেক টুকরো জাল। প্রান্তদুটি দুই চিমটিতে তুলে ধরে স্পিরিট ল্যাম্পের শিখার ওপর তুলে ধরলেন সমস্ত জিনিসটাকে।

পোয়ারোর কাজ রুদ্ধশ্বাসে দেখছেন ডাক্তার। ধীরে ধীরে জালের ফাঁকে ফাঁকে কাগজটির ওপর অগ্নি-আখরে ফুটলো তিনটি শব্দমাত্র।

"ছোট্ট ডেজির কথা"

পোয়ারো নামিয়ে রাখলেন সমস্ত জিনিসটাকে। দারুণ খুশীর উত্তেজনায় তার মুখ উদ্ভাসিত।

কিছু পেলেন নাকি? ডাক্তারের প্রশ্ন।

অনেক কিছু। পোয়ারোর উত্তর।

কিরকম?

এখন আমি জানি র‍্যাশেটের আসল নাম, জানি কেন সে পালাতে বাধ্য হয়েছিল আমেরিকা থেকে। আর কিছু বললেন না পোয়ারো, শুধু দ্বিতীয়বার পরীক্ষা করে দেখলেন কামরা এবং র‍্যাশেটের মৃতদেহ।

পোয়ারোর শেষ কথার মধ্যে দুটো জিনিস ডাক্তারের কানে ধাক্কা দিয়েছে। এক নম্বর: র‍্যাশেট প্রসঙ্গে পোয়ারো "সে" সর্বনাম ব্যবহার করলেন, তিনি নয়। দুই নম্বর: "আমেরিকা ছাড়তে" নয় পোয়ারো বললেন "আমেরিকা থেকে পালাতে।' পোয়ারো আবার বললেন, এই ব্যাপারে আপাতত নিশ্চিন্ত হতে হবে আমাদের যে, বর্তমান কোন কিছুই আমাদের চোখ এড়িয়ে যাচ্ছে না।

আমি একটা জিনিস কিছুতেই বুঝতে পারছি না। ডাক্তার বললেন, যদি জানলা দিয়ে হত্যাকারী না পালায়, তবে পালাবে কোথা দিয়ে? এই কামরা ও পাশের কামরার মধ্যে আছে একটি দরজা। যেটা পাশের কামরার দিক থেকে বন্ধ ছিল। কিন্তু এই কামরা থেকে করিডরে যাওয়ার দরজা ভিতর থেকে বন্ধ। তাহলে হত্যাকারী কোন পথে কেমন করে কামরা থেকে পালালো?

একটা ম্যাজিক দেখেছেন ডাক্তার? প্রশ্ন করলেন পোয়ারো।

ম্যাজিক? অ্যাঁ? এখন ম্যাজিকের কথা কেন? থত মত খেয়ে ডাক্তার বললেন কোন্ ম্যাজিক?

সেই যে, হাত-পা বেঁধে একটা লোককে সিন্দুকে ঢুকিয়ে দেওয়া হল। সিন্দুকটি তারপর ভাল করে মস্ত বড় তালা মেরে দেওয়া হল। কিছুক্ষণ পর সিন্দুক খুলে দেখা গেল লোকটি নেই। সিন্দুক শূন্য।

—কিন্তু এখানে?

কিন্তু নয়, এখানেও সেই ব্যাপাব। একটা লোকের সিন্দুকের মধ্যে থেকে হাওয়া হয়ে যাওয়ার মধ্যে যেমন কৌশল আছে একটা, তেমন এখানেও আমাদের সেই চাতুবী ধরাই মূল উদ্দেশ্য।

কামরাটি আরেকবার দেখে নিলেন পোয়ারো। নিজের জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে ডাক্তাবকে বললেন, ব্যুকের ওখানে যাওয়া যাক্। চলুন।

॥ আট ॥

কী জানতে পারলেন বলুন? কফিব কাপে ঠোঁট রেখে ব্যুক প্রশ্নটা ছুঁড়ে দেন।

ওঁরা তিনজন বসে ছিলেন ব্যুকের কামরায়। ডাক্তার, পোয়ারো এবং ব্যুক। খাওয়া শেষ। কফি শুরু। ব্যুক নির্দেশ দিয়েছেন সব যাত্রীদের খাবার দিতে। এবপব পোয়াবোর তদন্ত শুরু হবে খানা-কামরায়—এরকমই কথা আছে।

ব্যুক আবার প্রশ্ন করেন—কী জানতে পারলেন বলুন?

নিহত ব্যাক্তির আসল পরিচয় পেয়েছি। জানতে পেরেছি আমেরিকা থেকে সে পালাতে বাধ্য হয়েছিল কেন? বললেন পোয়ারো। আরেকটু খুলে বলুন না? অবশ্য আপত্তি না থাকলে।

—না না, বলছি। আচ্ছা কখনো কাসেট্টির নাম শুনেছেন আপনারা?

—কাসেট্টি—কাসেট্টি···নামটা বার বার উচ্চারণ করলেন ডাক্তার

ও ব্যুক তুজনেই। বোঝা গেল কারো কাছেই তেমন অপরিচিত নাম নয় এটা। নামটা তো জানা। কিন্তু কোন প্রসঙ্গে শুনেছি সেটা ঠিক…
ঠোঁট কামড়ে, ভ্রু কুঁচকে ডাক্তার চুপ করে রইলেন। তারপর আস্তে আস্তে বললেন,—আচ্ছা, বহু বছর আগে আমেরিকার কোন ঘটনার সঙ্গে কি এই নামটা জড়িত।

—মনে পড়েছে, হ্যাঁ হ্যাঁ, এবার মনে পড়েছে শ্রীযুক্ত ব্যুক সজোরে বলে উঠলেন, সেটা ছিল এক শিশুহত্যার ঘটনা। খুনেটার নাম ছিল কাসেট্টি। আর কিছু মনে নেই আমার। বহুকালের ব্যাপার তো! তা, এখন কাসেট্টির কথা এল কেন?

কেন জানেন? কাসেট্টি আর নিহত র‍্যাশেট একই মানুষ। ডাক্তার ও ব্যুকের মুখে বিস্ময়সূচক শব্দ হল। মিস্টার পোয়ারো. বিস্ময়ের ধাক্কাটা সামলে ব্যুক বললেন, কাসেট্টি সম্পর্কিত ঘটনাটি একটু মনে করিয়ে দিন না।

বলতে শুরু করলেন পোয়ারো—কর্ণেল আরমস্ট্রং একজন ইংরেজ ছিলেন। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় পেয়েছিলেন ভিক্টোরিয়া ক্রস। জন্মসূত্রে তিনি আধা-আমেরিকান। একজন নামী ধনপতির মেয়ে ছিলেন তার মা। আরমস্ট্রং বিয়ে করেছিলেন লিণ্ডা আর্ডেনের মেয়েকে। লিণ্ডা ছিলেন সেকালের বিখ্যাত অভিনেত্রী। ট্র্যাজিক চরিত্রাভিনয়ে তিনি অতুলনীয়া ছিলেন সে সময়। লিণ্ডার মেয়ে অর্থাৎ কর্ণেলের স্ত্রীও অসামান্য সুন্দরী ছিলেন।

—এক ছোট্ট মেয়ে ছিল আরমস্ট্রংদের। ফুটফুটে সুন্দরী। "ডেজি" তার নাম ছিল। যখন বছর তিন বয়স, তখন হঠাৎ হারিয়ে যায় মেয়েটি। পরদিনই বোঝা যায় ব্যাপারটা। ডাকাতদলের কারসাজি। তারা মোটা অংকের মুক্তিপণ চাইল। দেওয়া হল টাকা, বদলে ডেজির মৃতদেহ পাওয়া গেল। আসলে টাকা পাওয়ার আগেই তুর্বৃত্তরা খুন করেছিল তাকে। এই তুর্বৃত্তদলের নেতা ছিল র‍্যাশেট ওরফে কাসেট্টি। র‍্যাশেট এর আগেও এরকম নৃশংস কাজ

করেছে। এর পরেও করেছে। তার পেশাই ছিল এই। এই পেশাই তাকে ক্রোড়পতি করে তোলে। অতঃপর পুলিসের চোখে ধুলো দিয়ে আমেরিকা থেকে পালায়। এবং এসময়ে তার নামটিকেও বদলানো হল। কী সাংঘাতিক! ডাক্তার তো অবাক।

পোয়ারো বললেন, আরেকটু বাকী আছে, আরমস্ট্রং পরিবারের ট্র্যাজেডির শেষটুকু বড় মর্মান্তিক।

যখন নিহত হয় ডেজি, তখন ওর মা ছিলেন অন্তঃস্বত্তা। আত্মজা'র মৃত্যু শোকে হঠাৎ অসুস্থ হন তিনি। অকালে একটি মৃত শিশু প্রসব করে নিজেও মারা যান।

—কর্ণেল আরমস্ট্রং ভগ্নহৃদয়ে শেষে করলেন আত্মহত্যা। আরেকটু শুনুন; এক ফরাসী বা সুইস নার্স দেখাশুনা করতেন ডেজি কে। ডেজির মৃত্যুতে তাঁকেই প্রথম দায়ী করা হয়। ভদ্রমহিলা লজ্জায়-শোকে-দুঃসহ দুঃখে মৃত্যুকে কাছে টেনে নেন ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়ে। অবশ্য পরে জানা যায় তিনি সম্পূর্ণ নির্দোষ ছিলেন।

সবশেষে জানা গেল আধপোড়া কাগজের টুকরোতে কীভাবে ডোজর নাম পেয়েছিলেন মিস্টার পোয়ারো।

—কিছু সময় কাটলো নিস্তব্ধতায়।

হঠাৎ ডাক্তার বললেন, তাহলে আমি বলবো, র‍্যাশেট উচিৎ শাস্তিই পেয়েছে।

ডাক্তার, আপনার সঙ্গে আমিও একমত। ব্যুক জানান, আসলে কি জানেন, যথেষ্ট বড় আমাদের পৃথিবীটা। তাঁর শাস্তিটা ট্রেনের বাইরে হলে কি খুবই আনন্দের বিষয় হতো না আমাদের দিক দিয়ে? শ্রীযুক্ত ব্যুকের পক্ষে ব্যাপারটা অস্বস্তিকর ও অসুবিধাজনক-পোয়ারো বুঝলেন।

দরজায় ঢোকার শব্দ। শেফ দ্যা ত্রাঁ খবর এনেছেন, খানা-কামরা খালি। এখনই ওঁরা ইচ্ছে করলে শুরু করতে পারেন তদন্তের যাবতীয় কাজকর্ম।

দ্বিতীয় পর্ব

॥ এক ॥

"তদন্ত—চলছে"।

খানা-কামরার এক দিকের এক টেবিলে পোয়ারো। ডাক্তার ও ব্যুক তাঁর কাছাকাছি। টেবিলে দোয়াত কলম, পেনসিল, কাগজ সাজানো। যাত্রীদের টিকিটগুলো ও পাসপোর্ট রাখা আছে এক পাশে। সামনে একটি ইস্তাম্বুল-ক্যালে কোচের নক্‌শা। এখানে উল্লেখ আছে কোন কামরায় ক'জন যাত্রী। পোয়ারো ব্যবস্থা দেখে তো খুব খুশী।

আমি দেরী করতে চাই না। এখুনি কাজ শুরু হবে। বলেই, পোয়ারো জানালেন, প্রথমে আমি সাক্ষ্য চাই কণ্ডাক্টর মিশেলের। আচ্ছা ব্যুক, আপনি কিছু জানেন ও সম্পর্কে ?

—জানি। এই কোম্পানিতে আজ পনেরো বছর কাজ করছে পিয়ের মিশেল। জাতে ও ফরাসী। ক্যালের কাছে এক জায়গায় ওর নিবাস। ভালো লোক মিশেল। কাজও করে আসছে ভালো ভাবেই।

বেশ। তাহলে এবার ডেকে পাঠান ওকে।

ইস্ বেচারী ? সাক্ষী দিতে হবে শুনে তো মিশেল ভয়েই মরে যাচ্ছে। পোয়ারো বুঝিয়ে-সুঝিয়ে শান্ত করলেন তাকে।

কয়েকটি তুচ্ছ প্রশ্নের পর মিশেলকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন পোয়ারো—গতকাল কখন শুতে গিয়েছিলেন র‍্যাশেট ?

—ডিনারের পরেই। উনি ডিনারে যাওয়ার সময় আমাকে বলে গেলেন যেন ওর বিছানা ঠিকঠাক থাকে। আমি ও সে নির্দেশ পালন করেছি।

—তারপর ঐ কামরায় আর কেউ গেছে বলে জান কি ?

—হ্যাঁ, ছুজন। র‍্যাশেটের পরিচারক ও সেক্রেটারি।

—আর-কেউ ?

—আমি জানি না।

—তাহলে তুমি তাকে শেষ দেখেছিলে বা তার কথা শুনেছিলে ডিনারের আগে।

—না, হয়তো আপনি ভুলে গেছেন, রাত একটা বাজতে কুড়ি মিনিটে তিনি ডাক-ঘন্টি বাজান, অর্থাৎ—ট্রেন থেমে যাওয়ার ঠিক পরেই।

—তখন কী হয়েছিল ?

—ঘণ্টা শুনে আমি টোকা দিই ওনার ঘরে। এবং উনি জানান, ভুল করে উনি আমায় ডেকে ফেলেছেন।

আচ্ছা, উনি ভেতর থেকে ফরাসী না ইংরেজী—কোন্ ভাষায় কথা বলেছিলেন ?

—ফরাসী।

—বলতে পারো ঠিক কোন কোন কথা র‍্যাশেট ব্যবহার করেছিলেন ?

—"সে নে রিঁয়া জে মে সুই ত্রম্পে"।

—হুম, আমিও কথাটা শুনেছি। বেশ, তারপর তুমি চলে গিয়েছিলে তো ?

—হ্যাঁ।

—কোথায় ? নিজের স্থানে ?

—না, আরেকটা কামরার ঘণ্টা বাজতে, আমি সেদিকে গিয়েছিলাম।

—মিশেল, এবার যে প্রশ্নটা করবো, একটু ভেবে তার উত্তর দিও কেমন ?

—বলুন।

—রাত সোয়া একটায় কোথায় ছিলে তুমি ?

—কোচের শেষে বসেছিলাম, নিজের সীটে।

—ত্থাখো ঠিক মনে আছে তো ? রাত সোয়া এক।

—মে উই (হ্যাঁ),—তবে খুব আস্তে ; যেন নিজের মনেই সে বলে।

—তবে কী ? পোয়ারো জিজ্ঞাসা করেন।

—পাশের কোচে একবার, মানে এথেন্স থেকে যেটা জোড়া হয়—সেখানে গেছিলাম শুধু ঐ কোচের কণ্ডাক্টরের সঙ্গে গল্প করার জন্য।

—কখন ?

—ঠিক জানি না। তবে রাত একটার পর হবে।

—কখন ফিরে ছিলে ?

—ঘণ্টার শব্দ শুনে, হুম্, মনে আছে, ঘণ্টা বাজিয়ে ছিলেন আমেরিকান মহিলাটি। বেশ কয়েকবারই বাজিয়েছিলেন। যাঁর কথা কিন্তু আগেই বলেছিলাম আপনাকে।

—আমার মনে আছে। পোয়ারোর প্রশ্ন—তারপর কি হল ?

—তারপর আপনার ঘণ্টা—আপনাকে খাওয়ার জল দিলাম, এবং তার আধ ঘণ্টা পরে আমি র‍্যাশেটের সেক্রেটারির কামরায় গেছিলাম, তাঁর বিছানা ঠিকঠাক করে দেবার জন্য।

—যখন তুমি তার বিছানা গোছাচ্ছিলে, শ্রীযুক্ত ম্যাককুইন কী করছিলেন তখন ?

—কর্ণেলের সঙ্গে ম্যাককুইন কথা বলছিলেন। তখন ১৫ নম্বর কামরার কর্ণেল ঐ কামরায় ছিলেন।

—তোমার সীটের কাছেই তো ১৫ নম্বর কামরা। তাই না ?

—হ্যাঁ। ওটা শেষের দিকে দ্বিতীয় কামরা।

—কর্ণেলের বিছানা কি আগেই ঠিক করা ছিল ?

—হ্যাঁ, ঠিক করে দিয়েছিলাম ডিনারের আগেই।

—আচ্ছা, তুমি যখন ম্যাককুইনের কামরায় ছিলে তখন রাত কত হবে ?

—সঠিক বলা যাবে না। রাত দুটো হতে পারে।

—তারপর কী করলে ?

—নিজের জায়গায় গেলাম। বাকী রাত ওখানেই কাটালাম।

—পাশের কোচে আর যাওনি ?

—না।

—একটুও ঘুমোও নি ?

—না।

—একটুও না ?

—না। ট্রেন তো থেমে। ট্রেন চললে বরং ঝাঁকুনিতে একটু ঘুম ঘুম ঝিমুনি আসে। কাল তা আর এল না।

—তা, তুমি তো রাতভোর জেগে। অনেক রাতে করিডর দিয়ে কাউকে যেতে-আসতে দেখেছো ?

মিশেল চুপ করে থাকলো। একটু কী ভাবলো। বললো - শেষ প্রান্তের টয়লেটে যেতে দেখেছি এক মহিলাকে।

—কোন মহিলা ?

—তা তো জানি না। আমি ছিলাম একদম শেষ প্রান্তে। আর টয়লেট-টা ছিল অন্য প্রান্তে। এছাড়া তিনি আমার দিকে পিছু ফিরে ছিলেন। তবে এটুকু বলতে পারি, তার পরনে ছিল একটা লাল রঙের কিমোনো।

—তারপর ?

—তারপর সকাল অবধি আর কিছু ঘটেনি।

—ঠিক বলছো তো ?

—হ্যাঁ, তবে, কিছু মনে করবেন না যেন, আমি একবার করিডরে উঁকি দিয়ে ছিলাম কিন্তু।

—ঠিকই বলেছ। পোয়ারো হাসলেন। ব্যাপারটা কী জান, আমার কামরার দরজার সামনে, মনে হল, কোন ভারী জিনিস পড়েছে। এ সম্পর্কে কিছু জানো কি ?

-না না, আমি নিশ্চিত, তেমন কিছু ঘটেনি।

—পরে আমার ও মনে হয়েছে—ও কিছু না।

অমন ভুল ঘুমের ঘোরে তো হতেই পারে। শ্রীযুক্ত ব্যুক বললেন—পাশের কামরায় হয়তো কিছু ঘটেছিল—আর সেখান থেকেই শব্দ আসছিল—এমনও হতে পারে।

কোন মন্তব্য করলেন না পোয়ারো। কণ্ডাক্টরের সামনে ওই প্রসঙ্গ এড়াতে চাইছিলেন হয়তো। অন্য কথায় আসা যাক। তিনি বলেন, ধরি, খুনী বাইরের মানুষ। যে, ভাবেই হোক গত রাতে ট্রেনে উঠেছিল সে। সে ক্ষেত্রে, তুমি কি মনে কর বাইবে সে চলে যেতে পেরেছে?

মাথা ঝাঁকায় মিশেল—অসম্ভব।

—আচ্ছা, সে লুকিয়ে আছে। বা তাকে ট্রেনের কোথাও লুকিয়ে রাখা হয়েছে—সম্ভব এটা?

—না। ব্যুক জানান, তন্ন তন্ন করে খোঁজা হয়েছে সমস্ত গাড়ী।

তাছাড়া, মিশেলের বক্তব্য, কেউ এই কোচে উঠলে, নিশ্চয়ই দেখতে পেতাম আমি। কেননা, আমার সীটেব কাছেই তো কোচে ঢোকার দরজা।

—আচ্ছা, কোন স্টেশনে শেষবার থেমেছিল ট্রেনটা?

—ভিনকোভকি স্টেশনে।

—হুম্। কটা বেজেছিল তখন?

—ওখানে পৌঁছনোর কথা রাত ১১টা ৫৮ মিনিটে। আবহাওয়া খারাপ থাকার দরুণ কুড়ি মিনিট দেরি হয়েছিল গতকাল।

—ওখানে, তুমি কি প্লাটফর্মে নেমেছিলে?

—হ্যাঁ, সাধারণত আমরা, কণ্ডাক্টর, স্টেশনে নেমে হাত-পাগুলো ছড়িয়ে একটু জড়তা ছাড়িয়ে নিই।

আচ্ছা, এই কোচ দিয়ে বাইরে যাওয়ার দরজা তো দুটো—একটা

তোমার সীটের কাছে আরেকটা অন্তপ্রান্তে অর্থাৎ খানা-কামরার পাশে।

—সেটা তো বন্ধ করা থাকে ভিতর থেকেই। গতকাল তাও ছিল।

পোয়োরো জানান, সেটা কিন্তু এখন খোলা, বন্ধ নেই। ব্যুক পোয়ারোর কথায় বিস্মিত।

কণ্ডাক্টরের চোখে-মুখেও বিস্ময় ফুটছে।

একটুক্ষণ চুপ থাকলো মিশেল। তারপর বললো, হয়তো সেটা খুলে কোন যাত্রী দেখছেন বাইরের বরফ-ঝরা।

হয়তো! বললেন পোয়ারো, চুপ করে তিনি যেন কোন ভাবনায় ডুবে গেলেন।

মিশেল, মিনিট দুইপর আসে, প্রশ্ন করলো, কি ভাবছেন? ইচ্ছে করেই আমি কর্তব্যে ত্রুটি করেছি কিনা?

—না। হাসলেন পোয়ারো—আসলে, দরজা খোলা ব্যাপারটা একটু ভাবিয়ে তুলেছে আমাকে। হ্যাঁ ভাল কথা, তুমি না বলেছিলে, যখন র‍্যাশেটের দরজায় টোকা দিচ্ছিলে, সেইসময় আরেকটি কামরা থেকে নাকি ডাক ঘণ্ট বেজে ওঠে। সেই কামবাটা কার বলতে পারো?

ঐ কামবাটা মাদাম লা প্রাঁ্যাস দ্রাগো মিরফএর। মিশেলের স্বরে সম্ভ্রম।

—তিনি কি জন্যে ডাকছিলেন?

—ওঁর পরিচারিকাকে ডেকে দেবার জন্যে।

—তুমি ডেকে দিয়েছিলে?

—হ্যাঁ।

—ঠিক আছে। এখনকার মত এই-ই থাক্।

মিশেল ধন্যবাদ জানিয়ে উঠল। গেল দরজা অবধি। হঠাৎ ফিরে এল আবার। চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

ব্যুক ঠিক ধরতে পারলেন ওর মনের কথা, বললেন, মিশেল,

বলতে কী, আগে ওর পরিচয় জানলে নিজেই ওকে খুন করে ফাঁসি যেতাম। বলেই, ম্যাককুইন যেন লজ্জায় পড়ে গেলেন।

বললেন, ডোণ্ট মাইণ্ড, বুঝতে পেরেছি, আমি একটু বেশী উত্তেজিত হয়ে পড়ছি।

কিছু মনে করিনি। পোয়ারো বলেন, মনে করতাম, র‍্যাশেটের আসল পরিচয় পেয়েও যদি দেখতাম, আপনি দুঃখিত হয়েছেন তার মৃত্যুতে।

ম্যাককুইন বলেন—একটা প্রশ্ন করবো?

করুন?

—কেমন করে আপনি র‍্যাশেটের আসল পরিচয় পেলেন?

—ওর কামরা থেকে পাওয়া একটুকরো চিঠি থেকেই।

[illegible]টা তো (থামলেন) মানে, তবে তো খুব বোকামি হয়ে করেছ[illegible]

—[illegible]সন্দেহে। পোয়ারো বললেন, তবে সেটা কোন পক্ষের—একটু [illegible]রহস্য।

যখন র‍্যা[illegible]ইন হয়তো ঠিক বুঝতে পারলেন না পোয়ারোর কথা। তাই থেকে না[illegible] ফেলে দেখলেন পোয়ারোকে কিন্তু পোয়ারোও আর কিছু পারো? [illegible]এ বিষয়ে। তখন তদন্তের বাঁধাধরা নিয়মানুসারে কতকগুলো [illegible]করতে হবে আমাদের। তার মধ্যে একটি হল যাত্রীদের গতিবিধির গতিবিধি? না নড়াচড়া? ট্রেনের মধ্যে গতিবিধির সুযোগ আছে কি?) ব্যাপার অনুসন্ধান করা। শ্রীযুক্ত ম্যাককুইন, আশাকরি, আপনি কিছু মনে করবেন না এতে।

মনে করবার কিছু নেই মিস্টার পোয়ারো। বলুন, আমি কিভাবে আপনার তদন্তের সাহায্য করতে পারি?

—ধন্যবাদ। আমার প্রথম প্রশ্ন—হাসলেন পোয়ারো।

এ প্রশ্নটা থাক, এ প্রশ্নের উত্তর আমার জানা। প্রশ্নটা হল—আপনি কোন কামরায় কোন বার্থে আছেন আমি জানি? উত্তর এক সেকেণ্ড ক্লাস কামরায় আপনি আছেন। 'ছয় এবং সাত, [illegible]শেল,

বার্থ আছে সেখানে। আমিও একটা রাত কাটিয়েছি ঐ কামরায়। এবং এখন, আমি চলে আসায় ঐ কামরার এক যাত্রী হলেন আপনি।

—আপনি ঠিকই বলেছেন।

—আচ্ছা ম্যাককুইন, ডিনার সেরে খানা-কামরা ছেড়ে বেরিয়ে গতরাতে কী করছিলেন আপনি।

—উত্তর তো সোজা। স্রেফ নিজের কামরায় এসে একটু পড়াশুনা করতে বসেছিলাম। বেলগ্রেডে গাড়ি থামলে প্লাটফর্মে নেমেছিলাম একটু পায়চারি করতে। তারপর পাশের কামরার ইংরেজ মহিলার সঙ্গে কথা বলেছি দু'একটা। এরপর কর্ণেল আর্বাথনটের সঙ্গে আলাপ করেছি কিছুক্ষণ। বোধহয় সে সময় আপনি চলে গেছিলেন আমাদের কাছ দিয়ে। তারপর র‍্যাশেটের কামরায় যাই। চিঠিপত্র নিয়ে কথা বলি অল্পক্ষণ। যাক্ সে তো বলা হয়ে গেছে। কথাবার্তা সেরে, র‍্যাশেটকে শুভরাত্রি জানিয়ে বেরিয়ে আসি যখন, দেখি, তখনও কর্ণেল দাঁড়িয়ে আছেন করিডরে। তাঁকে গল্প করার জন্য আমন্ত্রণ জানালাম আমার কামরায়। ব্যবস্থা করলাম কিছু পানীয় আনার। এবং তারপর নানান বিষয়ে কথা বলেছিলাম অনেকক্ষণ।

—ঠিক কত রাতে কর্ণেল বিদায় নিয়েছিলেন আপনার কামরা থেকে?

—রাত একটু বেশীই হয়ে গেছিল। প্রায় দুটো। অবশ্য ঘড়ি দেখিনি। আন্দাজে বললাম।

—তখন কি লক্ষ্য করেছিলেন, ট্রেন চলছে না?

—হ্যাঁ, একটু অবাক হয়েছিলাম আমরা, দেখলাম, বরফ পড়ছে বাইরে। কিন্তু বুঝিনি, অবস্থা এত গুরুতর হয়ে যাবে।

—আচ্ছা, কর্ণেল যাবার পর শেষ পর্যন্ত কি হল?

জান[illegible]কর্ণেল চলে গেলেন। আর আমিও কণ্ডাক্টরকে ডেকে বললাম, কর[illegible] করে দিতে।

—সে যখন ঠিক করছিল বিছানা, তখন কী করছিলেন আপনি ?

—একটা সিগ্রেট ধরিয়ে ছিলাম করিডরে দাঁড়িয়ে।

—এরপর ?

—বিছানা। এবং একঘুমে ভোর।

—একবারও ট্রেন ছেড়ে আপনি গত কাল সন্ধ্যাবেলা বাইরে যাননি তো ?

—একবার কর্ণেল আর আমি ভেবেছিলাম, কোথাও নেমে ঠ্যাং ফ্যাংগুলো একটু ছড়িয়ে নেব। ট্রেনে চলাফেরা করতে না পেরে তো পায়ে বাত ধরে যাবার মত অবস্থা। তা, নেমেও পড়লাম একবার। জায়গাটার নাম যেন কী ? হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে পড়েছে. ভিনকোভকি। উফ্ যা ঠাণ্ডা। শেষে পালিয়ে আসার পথ পাই না।

—কোন দরজা দিয়ে নেমেছিলেন ?

—আমাদের কাছাকাছি যে দরজাটা…

—খানা-কামরার পাশে যে দরজা—

—হ্যাঁ হ্যাঁ।

—আচ্ছা, বাইরে যখন গিয়েছিলেন, ভেবে দেখুন তো, দরজাটা কি তখন ভিতর থেকে বন্ধ ছিল ?

—হ্যাঁ, একটা হুড়কো লাগানো ছিল। সেটার কথাই বলছেন কি ?

—হ্যাঁ, কিন্তু ট্রেনে ফের উঠে হুড়কোটা আবার লাগিয়ে দিয়েছিলেন তো ?

—লাগিয়ে…উম্ ম্-নাহ্। শেষেতো আমিই ঢুকলাম, কখন যে। না না ঠিক মনে নেই।

—ভাবুন, ভাবুন। ব্যাপারটা খুব জরুরী।

উহুঁ, ঠিক মনে আসছে না। ব্যাপারটা খুব জরুরী ?

—খুব জরুরী। যাক্‌গে, আগে বলুন তো, কর্ণেলের সঙ্গে যখন গল্প করছিলেন, তখন আপনার কামরার দরজা খোলা ছিল না ?

—হ্যাঁ, খোলা ছিল।

—আচ্ছা ভাবুন গে, ট্রেন ভিনকোভকি ছাড়ার পর কাউকে করিডর দিয়ে চলা-ফেরা করতে দেখেছিলেন আপনারা ?

ম্যাককুইন ভ্রু কোঁচকালেন। ধীরে ধীরে কি ভাবলেন যেন। বললেন—খানা-কামরার দিক থেকে কণ্ডাক্টর আসছিল। তাকে দেখেছি। আরেকটু পরে··· হুম্‌, একটি মহিলা··· খানা-কামরার বিপরীত দিক থেকে, মানে খানা-কামরার দিকে মুখ করে আসছিলেন তিনি।

—মহিলাটিকে চেনেন ?

—না। তাঁকে ভাল করে দেখিনি। সম্ভবত লাল সিল্কের পোষাক ছিল তার পরণে।

—তাকে ফিরে আসতে দেখেছিলেন ?

—না। অর্থাৎ, লক্ষ্য করিনি। ফিরেছিলেন নিশ্চয়ই।

—আরেকটি প্রশ্ন, আপনি পাইপ খান কি ?

—না।

—এই পর্যন্ত থাক্‌। হ্যাঁ, আপনি র‍্যাশেটের পরিচারককে গিয়ে একবার পাঠিয়ে দেবেন তো। ভাল কথা, আপনি ও র‍্যাসেট যখনই ট্রেনে উঠতেন, সেকেণ্ড ক্লাসে উঠতেন বুঝি ?

না, ফার্স্ট ক্লাসে। র‍্যাশেটের পাশের কামরায়। এতে অনেক সুবিধা ছিল কাজের। শুধু এবারই বহু চেষ্টাতেও ফার্স্ট ক্লাস পাইনি।

—ঠিক আছে। ধন্যবাদ।

॥ তিন ॥

বিবর্ণ চেহারার ইংরেজটিকে পোয়ারো জিজ্ঞেস করলেন—

—তুমিই শ্রীযুক্ত ব্যাশেটের পরিচারক?

—হ্যাঁ স্যার।

—নাম?

—এডওয়ার্ড হেনরি মাস্টারম্যান।

—ঠিকানা?

—২১ ফ্রায়ার স্ট্রীট ক্লার্কেনওয়েল।

—বয়স?

—উনত্রিশ।

—তুমি জান কি তোমার মনিব নিহত হয়েছেন?

—জানি সার্। বড় দুঃখের কথা।

—র‍্যাশেটকে শেষ কখন তুমি দেখেছিলে?

—গতকাল রাত নটা।

—কী কী তখন ঘটেছিল? ভেবে বল। ভয় নেই। তাড়াতাড়ি বলতে যেও না, ভুল হয়ে যাবে।

—মনে করে করে বলো। আমরা শুনবো।

—আমি ওঁর কামরায় গেলাম সময়মত। তখনকার আমার কাজ ছিল ওনার জামাকাপড় গোছ-গাছ্ করে রাখা। ওনার বাঁধানো দাঁতের পাটি ভিজিয়ে রাখা জলে। ওনার হাতের কাছে গুছিয়ে রাখা রাত্রের প্রয়োজনীয় টুকিটাকি জিনিস।

—ওনার কোন ভাবান্তর লক্ষ্য করেছ গত রাত্রে?

—একটু মনে হয় ছিল। হয়েছে কি সার্, ওঁর কামরায় যখন

ঢুকলাম, দেখি চিঠি পড়ছেন উনি। চিঠি পড়েই খুব রেগে যান। এবং আমাকে প্রশ্ন করেন, চিঠিটা ওনার কামরায় আমিই রেখে গেছি কিনা। আমি না বললেও ওনার মেজাজের কোন পরিবর্তন দেখলাম না। আমার সব কাজের খুঁত বার করে ভীষণ বকতে লাগলেন। যদিও এটা তেমন কিছু নতুন নয়। কেননা, কারণ-অকারণে ওনার মেজাজ হামেশাই বিগড়ে যেত। এবং ওটা আমার কানে অভ্যস্ত হয়ে যায়।

—উনি কি কোন ঘুমের ওষুধ খেতেন ?

—হ্যাঁ, সার্। ট্রেনের ঝাঁকুনিতে নাকি ওনার ঘুম নষ্ট হত। তাই, বিশেষতঃ ট্রেনে যাতায়াতের সময়ে ওষুধ খেতেন।

—ওষুধের নাম বলতে পার তুমি ?

—আজ্ঞে না সার্। শুধু শিশিটার গায়ে, লেবেলে লেখা থাকতো —"নিদ্রাব ঔষধ। চিকিৎসকের নির্দেশ মত সঠিকমাত্রায় নিদ্রার পূর্বে সেব্য"।

—গতরাতে ওষুধ খেয়েছিলেন ?

—হ্যাঁ সার্। নিজে আমি ওষুধ ওর গ্লাসে ঢেলে হাতের কাছে রেখেছি।

—কিন্তু ওষুধটা খেতে দেখেছো কি ?

—না।

—তারপর ?

—ওনার সবকিছু ঠিকঠাক করে দিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, আর কিছু দরকার আছে কিনা। এবং কাল সকালে কখন ডাকবো ওনাকে। উনি জানান, সকালে উনি ডাক-ঘন্টি না বাজানো পর্যন্ত যেন না ডাকি।

—বরাবরই কি তাই করতেন উনি ?

—আজ্ঞে সার্।

—সকালে উঠতেন কখন ? তাড়াতাড়ি না দেরিতে ?

—সেটা ওনার মেজাজের উপর নির্ভর করতো ?

—আজ সকালে যখন উনি ডাক-ঘন্টি বাজালেন না অথবা, অনেক বেলায় তোমায় ডাকতে এল কণ্ডাক্টর। তুমি অবাক হওনি একটুও ?

—না সার্।

—তুমি জানতে যে তোমার মনিবের শত্রু ছিল ?

—জানতাম।

—কি করে ?

—শ্রীযুক্ত ম্যাককুইনের সঙ্গে উনি প্রায়ই কয়েকটা চিঠিপত্র নিয়ে কথাবার্তা বলতেন। সেই শুনেই আর কি ?

—মনিবকে ভালবাসতে তুমি ?

—খুব দয়ালু ছিলেন মনিব। মাইনে পত্তর, উপরি এটা-সেটা বেশ ভালই দিতেন।

—ওনাকে খুব একটা পছন্দ করতে না তুমি। কেমন ?

—আমি ইংরেজ সার্। উনি আমেরিকান। একজন ইংরেজ কি করে এক আমেরিকানকে···

—বুঝেছি। পোয়ারো হাসলেন মনে মনে। নিঃসন্দেহে লোকটা খাঁটি ইংরেজ। বললেন,

—তুমি আমেরিকায় কখনো গেছ ?

—না সার্।

—ওখানের ডেজি হত্যার-মামলার ব্যাপার জানতে।

একটু ভেবে মাস্টারম্যান জানায়—জানি। ফুলের মত এক ছোট্ট মেয়ের দুর্ঘটনা। অ সে তো বহুকালের।

—যদি তোমার মনিবই হয় সেই হত্যাকারী ?

মাস্টারম্যানের মুখে প্রবল বিস্ময়। সামান্য থেমে সে বলে—বিশ্বাস করি না।

—তবু কথাটা সত্যি। যাক্‌গে, গতরাতে, মনিবের কামরা থেকে বেরিয়ে, সত্যি বলতো, ঠিক ঠিক তুমি কি করেছো ?

—ম্যাক্‌কুইনকে বললাম, তাঁকে ডাকছেন মনিব। আর, একটা বই নিয়ে বসলাম নিজের কামরায়।

—তোমার কামরা ? তার মানে ?

—সেকেণ্ড ক্লাস কামরাটা সার্, একদম শেষে।

—কত নম্বর বল ? কোন বার্থ ?

—নীচের বার্থ। চার নম্বর কামরা।

—হুম্। তা ঐ কামরায় আর কে কে আছে ?

—এক ইটালিয়ান। দৈত্যের মত চেহারা। যেমন লম্বা তেমন চওড়া। দারুণ শক্তিমান।

—সে ইংরেজী বলতে জানে ?

—বলে। তবে যাচ্ছেতাই। ফিক্ করে হেসে বললো ভাষা-গরবী ইংরেজ-সন্তান। আবার দেখতে হবে তো কোথা থেকে শিখেছে ইংরেজীটা। ও ছিল শিকাগো। আমেরিকায়। একে উচ্চারণ তো আমেরিকান ঘেঁষা ইংরেজী। তাতে আবার ইটালিয়ান গন্ধ। যা শোনায় না।

—ওর সঙ্গে খুব কথা বল বুঝি ?

—মোটেই না। ওর ইংরেজী আমার মাথা ধরিয়ে দেয়। একে তো পেটের দায়ে চাকরি করি আমেরিকায়। এই যথেষ্ট। আসলে আমি ভালবাসি পড়াশুনা করতেই।

—ব্রাইট্! বেশ তো! এখন কী বই পড়ছিলে ?

—বইয়ের নাম—"প্রেমের ফাঁদে"—দারুণ বই।

—গতরাত্রে কতক্ষণ পর্যন্ত পড়েছিলে ?

—প্রথমে রাত সাড়ে দশটা পর্যন্ত। তারপর কণ্ডাক্টর এল। ঠিক করল বিছানাপত্তর।...

—আর তুমিও শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লে, না ?

—হ্যাঁ শুলাম, কিন্তু ঘুমালাম না।

—কেন ?

—আর কেন? দাঁতের গোড়ায় যা ব্যথা। ঘুম এলে তো ঘুমোবো।

—ওহো, সত্যি বড় কষ্টদায়ক দাঁতের ব্যথার ব্যাপারটা।

পোয়ারোর স্বরে সহানুভূতির স্পর্শ—তুমি কিছু ওষুধপত্র লাগাও না কেন?

—লাগাই তো। ওষুধ আছে একটা। লাগালে বেশ আরাম হয়। অবশ্য ক্ষণেকের জন্য। তারপর যে কে সেই। দাঁতটা না তোলালে আর চলছে না। তুলেই ফেলবো। হ্যাঁ, কাজের কথায় আসি। না হয় শুয়ে পড়লাম। ঘুম কি সহজে আসে?

—কী আর করা যায়? মাথার আলোটা জ্বেলে আবার বই খুলে বসলাম।

—সারা রাতই জেগে কাটালে?

—না সার্, ভোরে, এই চারটে নাগাদ ঢলে পড়েছিলাম।

—আর তোমার সেই ইটালিয়ান সঙ্গীটি?

—ওহ্ তার কি ঘুম! মোষের মত নাক ডাকিয়ে ঘুমোতে লাগলো সে।

—রাত্রে; তুমি কামরার বাইরে গেছিলে?

—না সার্।

—সঙ্গীটি?

—রাত্রে শুনেছিলে কিছু, কোন আওয়াজ?

—উহুঁ, অস্বাভাবিক কিছু শুনিনি। ফাঁকা মাঠের মধ্যে থেমেছিল ট্রেন। খুব নিঝুম স্তব্ধ ছিল চারদিক।

—আচ্ছা, তোমার মনিব ও ম্যাক্‌কুইনের মধ্যে কোন ঝগড়া হয়েছিল বলে জানো?

—না সার্। ম্যাক্‌কুইন বড় ভাল মানুষ।

—র‍্যাশেটের কাছে আসার আগে কোথায় কাজ করতে তুমি? কেনই বা ছাড়লে সেখানকার কাজ?

—কাজ করতাম সার্ হেনরি টমলিনসনের বাড়িতে। ওটা ছিল গ্রসভনার স্কোয়ারে। আফ্রিকায় চলে গেলেন হেনরি। আমাকে তাঁর দরকার থাকলো না আর। হেনরিকে আজো আমার কথা জিজ্ঞাসা করলে, ভালই বলবেন বলে আমার বিশ্বাস।

—র‍্যাশেটের কাজ করছো কতদিন ?

—ন' মাসেরও বেশী হবে।

—তুমি কি পাইপ খাও ?

—না, সিগারেট খাই। কেন ?

—এমনি। আচ্ছা, তুমি আসতে পারো এবার। সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

॥ চার ॥

মুখে ভয়ের চিহ্ন। হাবে-ভাবে ব্যস্ততা। শ্রীযুক্তা হুবার্ড বললেন,

—আমি জানতে চাই, এখানে কে আছেন কর্তৃপক্ষস্থানীয় ব্যক্তি। কে ? আজেবাজে লোক নয়। কর্তৃপক্ষস্থানীয় লোক। হ্যাঁ, ভীষণ জরুরী একটা কথা জানাবার আছে। এক্ষুণি আমি তাকে সব জানিয়ে দিতে চাই। কিন্তু যেমন তেমন কাউকে নয়, কর্তৃপক্ষস্থানীয়…

সামনের দিকে সামান্য ঝুঁকে পোয়ারো বললেন, আপনার কিছু জানাবার থাকলে, বলতে পারেন আমাকে। তার আগে, আসন গ্রহণ করবেন তো।

ধপ্ করে পোয়ারোর সামনের চেয়ারে হুবার্ড বসে পড়লেন—হ্যাঁ, আমি জানাতে চাই, এই ট্রেনে একটা খুন হয়েছে গতরাত্রে। এবং খুনী আমার কামরাতেই ছিল। কথা শেষ করে স্থির হয়ে বসলেন হুবার্ড। যেন তাঁর কথাগুলির নাটকীয় প্রতিক্রিয়া তিনি দেখতে উদ্‌গ্রীব।

সত্যি ?

তবে মিথ্যে নাকি ! খেয়ে দেয়ে তো শুতে গেলাম কামরাতে। শীঘ্রই ঘুমিয়ে পড়লাম। তারপর গভীর রাতে, ঘুটঘুটে অন্ধকারে হঠাৎ ভেঙে গেল ঘুমটা। অন্ধকারেই টের পেলাম, কামরার মধ্যে একটি লোক। উফ্ কি কাণ্ড রে বাবা, ভয়ে তো আমি মরে যাই। ভাবি আমার মেয়েটার কথা। আমার এই বিপদের কথা সে জানলে তো কেঁদেই ভাসাবে। হুবার্ড চুপ করলেন। হয়তো গভীর তন্ময়তায় তার মেয়ের কথা। তার মুখে শান্ত-স্নিগ্ধতার ছাপ। যেন সহসা সম্বিৎ ফিরে পেয়েছেন, এভাবেই বলে ওঠেন তিনি, কি বলছিলাম যেন ?

—গতকাল রাত্রে কে যেন আপনার কামরায় ঢুকেছিল।

—হ্যাঁ, মনে পড়েছে। হুবার্ডের স্বরে ও ভঙ্গিতে সবাই আবার খুঁজে পেলেন তাঁদের পরিচিতা আধপাগলাটে মহিলাটিকে। অতঃপর আমি তো দু চোখ বন্ধ করে চুপটি করে পড়ে রইলাম অন্ধকারে। হঠাৎ মাথায় এক বুদ্ধি খেলে গেল। আস্তে হাত বাড়িয়ে ডাক-ঘণ্টি টিপে দিলাম। এদিকে চোখ বন্ধ, ওদিকে টিপে আছি ডাক-ঘণ্টা। টিপছি তো টিপছিই। কণ্ডাক্টরের কী হল। আসার যে নাম নেই। শেষে তার পায়ের শব্দ পেতে ধড়ে প্রাণ এল। কি আক্কেল দেখুন তো কণ্ডাক্টর দেখুন দেখি, কতক্ষণ ধরে ঘণ্টা বাজাচ্ছি, আর এল কতক্ষণ পর। আবার বলা হচ্ছে কী দরকার ? কি দরকার ? দরকার তোমার মাথা। বললাম—দাঁড়াও। তড়াক করে লাফিয়ে উঠে বসলাম। আলো জ্বাললাম। এঁকি ! কেউ কোথাও নেই যে।

—তারপরে ?

—কণ্ডাক্টরকে বললাম, আমার কামরাটা একটু ভাল করে খুঁজে দেখো তো। তা সে বলে নাকি আমারই বোঝার ভুল। কথা শুনুন। আমার মেয়ে প্রফেসর। জামাই প্রফেসর। তারা এক পা নড়ে না আমার কথা ছাড়া। এ কোথাকার কে, বলে কিনা,

আমার বোঝার ভুল। বুঝলেন তো শ্রীযুক্ত, ঐ যা আপনাদের সঙ্গে পরিচয়টাই বাকি থেকে গেছে যে!

—ইনি, এই কোম্পানির একজন ডিরেক্টর, শ্রীযুক্ত ব্যুক, আমি পোয়ারো, আর ইনি, কনস্টানটাইন একজন ডাক্তার।

—বার খুব খুশী হলাম পরিচিত হয়ে। হুবার্ড ভদ্রতা দেখিয়ে বললেন, বুঝলে মিস্টার পোয়ারো, ব্যাপারটা খুব ভাল মনে হল না আমার। আমার ভুল হয়নি। সত্যি সত্যি একটা লোক আমার কামরায় ঢুকেছিল। তখন আমি ভাবলাম, পাশের কামরা থেকে আমার কামরায় এসে ঢোকেনি তো লোকটা? কণ্ডাক্টরকে বললাম—দু'দরজার মাঝের ছিটকিনি, ঠিকমত লাগানো আছে কিনা দেখো তো? দেখি যা বলেছি ঠিক তাই। ছিটকিনি লাগানো নেই। এখন বললাম, ছিটকিনি লাগাতে। আর দরজা ঘেঁষে রাখতে বললাম, আমার দুটো বড় বড় ভারী সুটকেস। তারপর শুতে গেলাম নিশ্চিন্তে।

—তখন কত রাত?

—কি মুশকিল! কি করে বলি কত রাত?

তখন কি আমার ঘড়ি দেখার মত অবস্থা ছিল?

—তা ঠিক। এখন এ ব্যাপারে কি মনে হয় আপনার?

—কি মনে হয়? মনে তো হয় খুনীটাই ঢুকেছিল আমার কামরায়। হুবার্ড খুনী কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গে শিউরে উঠলেন।

—আচ্ছা, আপনার কি মনে হয়, লোকটা পাশের কামরাতেই ফিরে গেছিল আবার?

—ওমা! আমি কি দেখেছি যে বলবো! আমি তো তখন চোখ বন্ধ করে শুয়ে পড়েছি।

—বটেই তো। তবু বলুন না, আপনার মনে হয়নি, লোকটা ফিরে গেল পাশের কামরায়?

—আরে বললামই তো, দু চোখ বন্ধ করে শুয়ে পড়েছি তখন।

কি, আমার কথা বিশ্বাস করছেন না আপনারা? ঠিক আছে, এই প্রমাণ দেখুন,' এই কথা বলে টেবিলের ওপর হুবার্ড তাঁর মোটা হাত-ব্যাগটি রাখলেন।

একে একে ব্যাগ থেকে বেরুল, দুটো রুমাল, একটি চশমা, হজমিগুলি এক প্যাকেট, এক শিশি অ্যাসপিরিন, কাঁচি, চাবি এক গাছা, একটা বই, ছবি কতকগুলো, কাঁচের মালা একছড়া। আর, একটি বোতাম।

হুবার্ড তুলে ধরলেন বোতামটি। টেবিলে সেটা ঠক্ করে রাখলেন। তার উপর নিজের তর্জনী স্থাপন করে বললেন, এই সেই প্রমাণ। কিছু বুঝলেন?

—না।

—কী মুশকিল! বোতামটা কি আমার?

এই বোতাম কি থাকে মেয়েদের পোষাকে? বোতামটা, গাড়ীর কোন কণ্ডাক্টরের। ব্যুক জানালেন কণ্ডাক্টরদের পোষাকে এই ধরনের বোতাম থাকে। সম্ভবতঃ খানা-তল্লাসের সময় কণ্ডাক্টরের জামা থেকে আপনার কামরায় ওটা পড়ে গিয়েছে।

—হ্যাঁ পড়ে গিয়েছে। আরো প্রমাণ চান? দিচ্ছি।

—কোথায় বোতামটা পেয়েছি তো জানেন না। তবে শুনুন। গতরাতে একটা গল্পের বই পড়ছিলাম, ঘুমোবার আগে। আমার মেয়ে ট্রেনে পড়ার জন্য এত বই দিয়েছে। এই এত্তো বই। ঘুম এসে গেল পড়তে পড়তেই। জানলার কাছে তখন বইটা রাখলাম। আলো নেবালাম, শুয়ে পড়লাম।

আর আজ সকালে দেখি, ঐ বোতামটা পড়ে আছে বইটার ওপর। বুঝলেন এবার? আপনার কণ্ডাক্টর তো মশাই জানলার কাছেও যায়নি খানা-তল্লাসির সময়। এখন বুঝুন।

—ঠিক, ঠিক বলেছেন আপনি। এই বোতামটা এক দারুন প্রমাণ হয়ে থাকবে।

—বিশ্বাস করলেন তো? ভদ্রমহিলার ঠোঁটে ফুটলো আত্ম-প্রসাদের হাসি। জানেন না তো, আমার মেয়ে বলে কি, আমার মায়ের কাজে কথায় কেউ কোন খুঁত বার করুক তো দেখি?

—ঠিকই বলেন। সত্যি কথাই তো। এখন কিন্তু কয়েকটা প্রশ্ন করবো আপনাকে, কেমন?

—বলুন।

—যদিও আমি দেখিনি আপনার মেয়েকে। তথাপি এবিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই যে, তিনি খুব বুদ্ধিমতী। দেখছি, আপনাব সম্পর্কে অভ্রান্ত তাঁর ধারণা। এই দেখুন না, তিনি যে বলেন. আপনার ধারণা খুব অভ্রান্ত, এটা ঠিক, খুব ঠিক কথা, কেননা এতো আপনিই প্রথম বুঝেছিলেন যে, র‍্যাশেট লোকটি মোটেই ভাল না। কিন্তু এরপর আপনি একটা তুচ্ছ ভুল করে বসেন কি করে?

—ভুল? আমার?

—আপনার ও র‍্যাশেটের কামরার মাঝের দরজাটা বন্ধ করতে বেমালুম ভুলে গিয়েছিলেন।

—মোটেই না। ঠিকই বন্ধ করেছিলাম। কেউ এসে সেটা খুলে রেখেছিল কোন ফাঁকে। সুইডিশ মহিলাটি এসেছিলেন শোবার আগে। তাকেও মাঝের দরজাটা খোলা কিনা দেখতে বলেছিলাম। এবং তিনি লক্ষ্য করে বলেছিলেন, ঠিক আছে। আসলে কি হয়েছে জানেন, উনি তো ভাল মানুষ, হয়তো লক্ষ্য করে দেখেননি ভাল করে। তাছাড়া দরজার গায়ে ঝোলানো ছিল আমার একটা ঝোলা সুতরাং ছিটকিনিটা নজরে আসার নয়।

—আচ্ছা, সুইডিশ মহিলাকে যখন আপনি দরজা দেখতে বললেন, তখন কি শুয়েছিলেন আপনি?

—হ্যাঁ, বই পড়ছিলাম শুয়ে শুয়ে। ভেজানো ছিল করিডরের দিক থেকে আমার কামরায় ঢোকার দরজাটা। উনি আমার কাছে অ্যাসপিরিন চাইতে এসেছিলেন।

হঠাৎ তিনি খিলখিল করে হেসে উঠলেন। ঠোঁটে হাসি রেখেই বললেন, ঐ ভদ্রমহিলা কাল ভারি অপ্রস্তুতে পড়ে গেছিলেন, জানেন, অ্যাসপিরিন চাইতে এসে না, ভুল করে ঢুকে পড়েছিলেন র‍্যাশেটের কামরায়। ট্রেনে এমন ভুল তো হামেশাই হয়ে যায়। অবশ্য তাড়াতাড়ি মাপ চেয়ে নিয়েছিলেন উনি। তবু মুখপোড়াটা বলেছিল কি জানেন? বলেছিল, "ভুল করে লাভ নেই দেবী, তুমি একটু বেশী বুড়ী"।

—ওমা। কথার কি ছিরি দ্যাখো!

হাসি চাপতে না পেরে খুক্ খুক্ করে ডাক্তার হেসে ফেললেন। অমনি মুহূর্তে হুবার্ডের মুখ হল গম্ভীর। তার কণ্ঠস্বর গভীর—কোন ভদ্র লোক ঐভাবে কথা বলে নাকি কোন মহিলাকে? আর এ নিয়ে হাসাহাসি করে নাকি কোন ভদ্রলোক?

দ্রুত ক্ষমা চেয়ে নিলেন ডাক্তার।

—র‍্যাশেটের ঘর থেকে কোন শব্দ শুনতে পাননি রাত্রে?

—শব্দ? হুবার্ড যেন দ্বিধাগ্রস্ত। বললেন, হ্যাঁ পেয়েছিলাম, নাক-ডাকার শব্দ। উরেব্বাবা! র‍্যাশেটের অমন নাক-ডাকা কোথাও শুনেছি বলে তো মনে পড়ে না।

—সেই লোকটা আপনার কামরা ছেড়ে যাওয়ার পর, নাক-ডাকার শব্দ আর শুনেছিলেন?

—এতো ভারী যন্ত্রণা! তখন তো মরেই গেছে র‍্যাশেট। নাক ডাকবে কি করে?

—তাই তো! পোয়ারো বোকা বোকা মুখ করেন। জিজ্ঞেস করেন—ডেজি-অপহরণ মামলার কথা কিছু শুনেছেন শ্রীযুক্তা হুবার্ড?

—শুনিনি কি বলছেন, মেয়ে তো বলে, সত্যি মা, কত খবরই তুমি রাখো। কোন কম্মের নয় আমেরিকার পুলিস। কি আশ্চর্য! ওরা ধরতেই পারলো না খুনেটাকে।

—শুনে খুশী হবেন, সেই খুনীই খুন হয়েছে গতকাল।

—সত্যি ? হুবার্ড লাফিয়ে উঠলেন চেয়ার ছেড়ে তাহলে আমার আন্দাজ ঠিক। আমি মেয়েকে চিঠি দেব। হ্যাঁ, এক্ষুনি।

—আপনি কি পরিচিত ছিলেন আরমস্ট্রং পরিবারের সঙ্গে ?

—না না। ওরা তেমন মিশুকে লোক ছিলেন না।

—শ্রীযুক্তা আরমস্ট্রংকে কিন্তু দেখেছি। খুব সুন্দরী। আর বড় স্বামী সোহাগিনী ছিল সে। হায়রে! নষ্ট হয়ে গেল গোটা পরিবার। ভাবতেও কষ্ট। ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ছাড়েন হুবার্ড।

—দয়া করে এখানে লিখে দিন আপনার পুরো নাম্ আর ঠিকানা।

—ক্যারোলিন মাথা হুবার্ড। ঠিকানাও লেখা হল।

—লাল রঙের কোন ড্রেসিং গাউন আছে আপনার ?

—কেন ? না না, নেই। ব্যাপারটা কী ?

—ব্যাপারটা হলো, গতকাল রাতে আপনার বা র‍্যাশেটের কামরায় লাল গাউন পরা এক মহিলাকে ঢুকতে দেখা গেছে। অবশ্য ঠিক কার কামরায়—জানি না। তবে, আপনিই না অল্প আগে বললেন, কামরা চিনতে ভুল হওয়া তেমন বিচিত্র কিছু নয় ?

—লাল-ড্রেসিং গাউন পরে কেউ আমার কামরায় আসেনি।

—তাহলে র‍্যাশেটের কামরায় গেছিল নিশ্চয়।

হুবার্ড ঠোঁট বেঁকালেন—আমি আশ্চর্য হইনি কিন্তু এ খবরে।

—র‍্যাশেটের কামরা থেকে এক মহিলার স্বর শুনেছিলেন তো ?

—হুঁ। হুবার্ডের সংক্ষিপ্ত উত্তর।

—একথা আগে স্বীকার করেননি কেন ?

—কী মুশকিল! হাজার হোক্ আমি তো ভদ্রমহিলা এসব, এসব কি ঠিক বলার মত ?

—কত রাতে মেয়েটির গলা পেয়েছিলেন ?

—বলতে পারি না, একবার ঘুম ভাঙতে আওয়াজ পেলাম ঐ মহিলার।

আমি ঠিকই আন্দাজ করেছিলাম র‍্যাশেট কি ধরণের মানুষ। তাই আশ্চর্য হইনি। শুধু ঘৃণা জমেছিল মনে। আবার ঘুমিয়ে পড়েছিলাম আমি।

—এটা কি সেই লোকটা আমার কামরায় ঢোকার আগে না পরে?

—মুশকিল! পরে কি করে হবে? র‍্যাশেট তো মরেই গেছে তৎক্ষণে। কথা বলবে কি?

—তাই তো, বড় বোকার মত প্রশ্ন করছি।

যাক্, আপনাকে অনেক বিরক্ত করলাম, পোয়ারো বললেন।

হুবার্ড হেসে পোয়ারোর বোকামী উড়িয়ে দিলেন।

পোয়ারো তার হাত ব্যাগটি গুছিয়ে দিলেন। এগিয়ে দিলেন দরজা পর্যন্ত। এবং বললেন—এই যে, রুমালটা পড়ে গেছিল আপনার।

রুমাল দেখে হুবার্ড বললেন—নানা, ও রুমাল আমার নয়।

—আপনার নয়? এর কোনে "এইচ" অক্ষরটা দেখে ভাবলাম—

—আমার পুরো নামের প্রথম অক্ষরগুলো আমার রুমালে তোলা থাকে। যেমন সি, এম, এইচ। মাত্র একটা অক্ষর তোলার কী অর্থ? এছাড়া এত দামী রুমাল আমার হতে যাবে কেন? বিবিয়ানার শখ? সে বয়স এখন কোথায়? মেয়ে-জামাই বা কী বলবে দেখলে? তাছাড়া আমার নাকটা এমন কিছু সোনার তৈরী নয় যে মসলিন দিয়ে না মুছলে ক্ষয়ে যেতে পারে।

এ কথার বিরুদ্ধে উপস্থিত তিন পুরুষের কারোরই কিছু বলার নেই। তিনজনই নির্বাক। বিজয়িনীর মত বেরিয়ে গেলেন হুবার্ড।

॥ পাঁচ ॥

আগেই নির্দেশ ছিল ব্যুকের। জিজ্ঞাসাবাদের জন্য একে একে আনা হচ্ছিল যাত্রীদের। এবারে এলেন এক মহিলা। সুইডিশ। গ্রিটা অলসঁ-নাম। বয়স উনপঞ্চাশ। অবিবাহিত। ট্রেণ্ড নার্স। কাজ করেন মেট্রনের। কর্মস্থল ইস্তাম্বুলের মিশনারি এক স্কুলে। বাড়ি যাবেন ছুটিতে। লুসানে আপাতত, এক বোনের কাছে চলেছেন। সপ্তাহখানেক বোনের কাছেই সময় কাটাবেন—এই রকমই ইচ্ছেটা।

অলসঁ এলেন, মনে হল মানুষটা শান্ত। ঠাণ্ডা প্রকৃতির। ফরাসী জানেন, পোয়ারো ঐ ভাষাতেই কথা বললেন তাঁর সঙ্গে।

—আপনি হয়তো শুনে থাকবেন গতরাত্রে কি ঘটেছে?

—শুনলাম। বিশ্রী ঘটনা। খুনী নাকি, আমেরিকান মহিলাটি বলছিলেন, ওনার কামরায় ঢুকেছিল, কি সাংঘাতিক ব্যাপার?

—র‍্যাশেটকে শেষ জীবিতাবস্থায় তো আপনিই দেখেছিলেন।

—হ্যাঁ, ভুল করে ঢুকে পড়েছিলাম তার ঘরে। তখন একটা বই পড়ছিলেন তিনি। শুয়ে শুয়ে। ঢুকে তখনই মাপ চেয়ে চলে আসি আমি।

—আপনাকে তিনি কি তখন কিছু বলেছিলেন? গম্ভীরভাবে পোয়ারো জিজ্ঞাসা করলেন তাঁকে।

—হ্যাঁ, অলসঁ মুখ নিচু করেন—ভালো করে বুঝতে পারিনি কি বলেছিলেন তিনি।

—আপনি তারপর কী করলেন? ভদ্রমহিলাকে এই প্রশ্ন ছুঁড়ে অস্বস্তি থেকে রেহাই দিলেন পোয়ারো।

—হুবার্ডের কাছে গিয়ে একটা ট্যাবলেট নিই। অ্যাসপিরিন তার নাম।

—সে সময় র‍্যাশেটের ও হুবার্ডের মাঝের কামরাটা কি—হুবার্ড আপনাকে দেখতে বলেছিলেন?

—হ্যাঁ।

—কি দেখেছিলেন?

—বন্ধ ছিল।

—কী করলেন তারপর?

—আমার কামরায় গিয়ে শুয়ে পড়লাম।

—রাত কত তখন?

—ঠিক এগারটা বাজতে পাঁচ। ঘড়িতে আমি দম দিই প্রতি রাতে শুতে যাবার আগে। ও সময়ে ঘড়ি দেখা তাই আমার অভ্যাস।

—শোয়া মাত্রই কি ঘুমিয়ে পড়েছিলেন?

—না। যদিও অ্যাসপিরিন মাথা ধরা অনেকটাই কমিয়ে দিয়েছিল। তবু ঘুম আসছিল না।

—ট্রেন কি আপনার ঘুমিয়ে পড়ার আগেই বন্ধ হয়ে গেছিল?

—বোধহয় না। তখন তন্দ্রার মত আচ্ছন্নতা ঘিরে ছিল আমায়। তবে ট্রেনটা কোথায় যেন একবার থেমেছিল বলে মনে হচ্ছে।

—ভিনকোভকি স্টেশনে এই দেখুন, কোচের নক্সা বার করে পোয়ারো তাকে দেখান, এই কামরায় আছেন তো আপনি?

—হ্যাঁ, দশ নম্বর বার্থ।

—উপরের না নিচের বার্থ?

—নীচের।

—কে আছেন? ওপরের বার্থে?

—এক ইংরেজ ললনা। ভারি ভালো। দেখতে যেমন সুন্দর, ব্যবহারও তেমন চমৎকার। ও আসছে বাগদাদ থেকে।

—কামরা থেকে তিনি কি নেবেছিলেন ভিনকোভকিতে?

—বোধহয় না। যদিও ঘুমিয়ে ছিলাম। তবু খুব পাতলা আমার ঘুম। উপরের বার্থ থেকে মেয়েটা নামলে কি একটুও শব্দ হতো না? সেই শব্দে নিশ্চয় ঘুম ভেঙে যেত আমার।

—আপনি কামরার বাইরে যাননি?

—গেছি। তবে রাত্রে নয়।

—লাল রঙ কোন ড্রেসিং গাউন আছে আপনার?

—না।

—সেই মেয়েটি, যে আপনার কামরায় থাকে, তার?

—আছে। তবে লাল নয়?

—আপনি যাচ্ছেন লুসানে। বোনের কাছে [illegible] তো?

—হ্যাঁ।

—তাঁর নাম ঠিকানা লিখে দেবেন একটু?

—নিশ্চয়ই। অলসাঁ লিখে দিলেন।

—শ্রীমতী অলসাঁ, কখনো আপনি আমেরিকা গেছেন?

—না। যাওয়ার ঠিকঠাক হয়েছিল অবশ্য একবার। কাজ পাচ্ছিলাম এক বৃদ্ধকে দেখাশুনা করবার। যাওয়া হয়ে ওঠেনি শেষ পর্যন্ত।

—ডেজি হত্যা মামলার কথা শুনেছেন?

—না তো।

পোয়ারো সমস্ত ব্যাপারটা বুঝিয়ে বললেন। জলে ভরে গেল অলসাঁর দুটি চোখ। তিনি বললেন এমন শুনলে মানুষের ওপর বিশ্বাস ভেঙে যায়।

বেশ কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর [illegible]

তাঁর মুখে বিষণ্ণতা, চোখের কোণে [illegible]

বন্ধুকে প্রশ্ন করলেন বুক। [illegible] চলে এল পোয়ারো।

বন্ধুকে তিনি প্রশ্ন করলেন—কি করছেন?

—দুটো জিনিস আমি খুব পছন্দ করি। পরিচ্ছন্নতা এবং শৃঙ্খলা স্বভাব দুটো সাধ্যমত আয়ত্বে রাখতে চেষ্টা করি সর্বদা। তারই নমুনা এই কাগজ। গতরাতের ঘটনাগুলো পরপর সাজাবার চেষ্টা করছি। এই দেখুন না, কাগজটা বন্ধুর দিকে এগিয়ে দিলেন পোয়ারো।

অনুমান রাত্রি ৯-২৫		—বেলগ্রেড থেকে ট্রেন ছাড়ে।
„ „	৯-৪০	র‍্যাশেটের কাছে ঘুমের ওষুধ রেখে যায় পরিচারক।
„ „	১০টা	র‍্যাশেটের কামরা ছেড়ে চলে যায় ম্যাককুই।
„ „	১০ ৪০	র‍্যাশেটকে দেখেন অলস [এবং জীবিতাবস্থায় এরপর আর কেউ দেখেনি] বিঃ দ্রঃ এই সময়ে বই পড়ছিলেন র‍্যাশেট।
„ „	১১-১০	ভিনকোভকি থেকে ট্রেন ছাড়ে সামান্য দেরীতে।
„ „	১২-৩০	বরফ-পাত। ট্রেন অচল।
„ „	১২-৩৭	র‍্যাশেটের ডাক ঘন্টি বাজে, কণ্ডাক্টর আসে। র‍্যাশেট বলে, "সে নে রিয়া জে মে সুই ত্রম্পে"!
„ „	১-১৭	হুবার্ডের ধারণা, তাঁর কামরায় কেউ ঢুকেছে। তিনি ঘন্টি বাজান কণ্ডাক্টর আসে দেরীতে।

বাহ্, অপূর্ব! ব্যুক বলেন, ঘটনাগুলো, সত্যি কী চমৎকার ভাবে সাজিয়েছেন। আরে, এতো বেশ বোঝা যাচ্ছে, খুন হয়েছে রাত ১-১৫ নাগাদ। ঘড়িও তাই বলে। এর সঙ্গে মিল আছে হুবার্ডের কথার।

—আর কোন অসংগতি চোখে পড়ছে না আপনার?

—কই, না।

পোয়ারো বললেন, ব্যাপারটা কিন্তু অত সোজা নয়।

ব্যুক বললেন, একটা কথা বলতে চাই।

—বলুন ?

—এটা, ঐ ইতালীয়ের কাজ বলেই মনে হচ্ছে আমার।

—কেন ?

—প্রথমতঃ ও আসছে শিকাগো তথা আমেরিকা থেকে। র‍্যাশেট ও আমেরিকায় ছিল। দ্বিতীয়তঃ ঐ ষণ্ডামার্কা চেহারার পক্ষে ঐভাবে ছুরি চালানো ও অসম্ভব নয়। ঐ লোকটাও আমার ধারণা, র‍্যাশেট অর্থাৎ কাসেট্টির দলের লোক। আচ্ছা, কাসেট্টি নামটাতেও তো ইতালীয় ঘ্রান আছে না ? ওদের মধ্যে হয়তো বখরা নিয়ে ঝগড়া উঠে ছিল এখন সুযোগ বুঝে শোধ নিল।

-উহুঁ, অত সোজা নয়। গম্ভীর ভাবে মাথা নাড়ে পোয়ারো।

- কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস ঐ লোকটাই···

- —তবু ভাবুন, র‍্যাশেটের পরিচারকের কথাটা। বেচারা দাঁতের কষ্টে ঘুমোয়নি। আর কামরার বাইরে যেতে দেখেনি কাউকেই।

—কি জ্বালা দেখুন তো !

—আপনার ধারণার পক্ষে জ্বালাময় বটে। তবু ভাবতে হবে ইতালীয়টির কথা। হেসে ওঠেন পোয়ারো ভাগ্যিস দাঁতের ব্যাথা উঠেছিল র‍্যাশেটের পরিচারকের।

—দারুণ গোলমেলে ব্যাপার। স্বীকারোক্তিটা ব্যুকের। সামান্য থেমে তিনি ফের বলেন --এবারে খোঁজ নিতে হয় বোতামটার ব্যাপারে।

—নেওয়া হল খোঁজ। জিজ্ঞাসাবাদ করা হল। প্রথমে এই কোচের কণ্ডাক্টর মিশেল, এবং তারপর অন্যান্য কোচের কণ্ডাক্টরদের। দেখা গেল, তাদের য়ুনিফর্মের একটি বোতামও খোয়া যায়নি।

ব্যুক হতাশ হয়ে পড়লেন।

তালিকা দেখে আনন্দে চেঁচিয়ে বললেন ব্যুক, ঐ ইতালীয়টিকেই প্রথমে ডাকা যাক।

—উঁহু। পোয়ারো হাসতে হাসতে বললেন—প্রথমে ডাকবো প্রিন্সেস দ্রাগোমিরফকে। আসতে তাঁর অনিচ্ছা থাকলে বরং আমরাই যাবো তাঁর কামরায়।

॥ ছয় ॥

নিজেই এলেন প্রিন্সেস দ্রাগোমিরফ।

— আপনাদের ভত কিন্তু করার কিছু নেই। ট্রেনে একটা বিশ্রী ঘটনা ঘটেছে। আমি জানি।

তখন বুঝেছি, যাত্রীদের তো জিজ্ঞাসাবাদ করতেই হবে। তাই এলাম। কীভাবে আপনাদের সাহায্য করতে পারি? বলুন।

ধন্যবাদ। ব্যাপারটা ঠিকই আপনি বুঝতে পেরেছেন। এই সাহায্যটা সত্যি প্রয়োজনীয়। অবশ্যই এটা প্রীতিকর।

ধন্যবাদের কিছু নেই। যেটা কর্তব্য বলে মনে করেছি, তাই আপনাদের বলেছি। যাক্, বলুন এখন কী করতে হবে?

আপনার পুরো নাম? ঠিকানাই বা কী? অসুবিধা না থাকলে লিখে দেবেন?

—লিখে নিন। আমি বলছি। প্রিন্সেস মুচকে হাসলেন। নাম—নাতালিয়া দ্রাগোমিরফ। ঠিকানা—১৭ অ্যাভেন্যু ক্লেবার। প্যারি।

—আপনি তো কনস্টানটিনোপল থেকে বাড়ী ফিরছেন?

—হ্যাঁ। ছিলাম ওখানকার অস্ট্রিয়ান দূতাবাসে। আমার সঙ্গে আমার পরিচারক ও বর্ত্তমান।

তার নাম ?

—ইন্ডগ্রেদ স্মি।

—আপনার কাছে তিনি কতদিন হল আছেন ?

—বহুকাল। তা, বছর পনেরো হবে। আমার শ্বশুরবাড়ীর দেশের লোক। খুব বিশ্বাসী।

—এখন বলুন, গতকাল ডিনারের পর আপনি কী কী করেছিলেন ?

—তখন আমি খানা-কামরায়। কণ্ডাক্টরকে বললাম বিছানা করতে। ডিনার শেষ হল একসময়। আমিও চলে গেলাম শুতে। শুয়ে শুয়ে পড়াশোনা করলাম এগারোটা অবধি।

তারপর আলো নেভাই। শুয়ে পড়ি। আমার আবার বাতের ব্যামো। রাতে ভাল ঘুম হয় না। বাতের যন্ত্রণা বাড়ে পৌনে একটা নাগাদ। ঘন্টি বাজাই। পরিচারিকাকে ডেকে পাঠাই। সে এসে গা টিপে দিতে ফের ঘুমিয়ে পড়ি। এবং আমার ঘুমের মধ্যেই সে চলে যায়।

—আচ্ছা আপনি আমেরিকায় গেছেন কখনো ? হঠাৎ বিষয়ের পরিবর্ত্তনে বিস্মিত হন প্রিন্সেস। তবু তৎক্ষণাৎ উত্তর দেন—বহুবার গেছি।

—ওখানের আরমস্টং পরিবারের সঙ্গে আলাপ ছিল আপনার ?

—হুঁ। প্রিনসেস দীর্ঘশ্বাস ফেলে দুঃখের।

বলেন—কোনদিনই কথাবার্ত্তা বলিনি কর্ণেল আরমস্টংএর সঙ্গে। তাঁর স্ত্রীর নাম সোনিয়া। ছোটবেলা থেকেই আমি সোনিয়াকে দেখেছি। তাকে ভালবাসতাম মেয়ের মতই। কেননা আমার বন্ধু ছিল সোনিয়ার মা লিণ্ডা আর্ডেন। দারুণ অভিনেত্রী ছিলেন লিণ্ডা। তাঁকে যারা লেডি ম্যাকবেথের ভূমিকায় অভিনয় করতে দেখেছে, তারা কোনদিনই ভুলতে পারবে না।

—লিণ্ডা আর্ডেন এখন মৃত ?

—না। তাঁর দিন কাটছে এখন নির্জন অবসরে। বয়স বেড়েছে। স্বাস্থ্য ভেঙেছে। শোকের কাল এখনো শেষ হয়নি। অথর্ব হয়ে পড়েছেন। প্রায় শুয়ে শুয়েই কাটিয়ে দেন সারাদিন।

—লিণ্ডা আর্ডেনের আরেকটি মেয়ে ছিল না?

—হ্যাঁ, সোনিয়ার ছোট।

—এখন তিনি কোথায়?

প্রিন্স দ্রাগোমিরফ কেমন বিরক্ত হলেন।

- জানতে চাই, এসব প্রশ্নের কি মানে?

ট্রেনের হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে এর যোগ কোথায়?

- আছে। নিশ্চয়ই আছে। যে লোকটা ডেজিকে চুরি করেছিল, সেই গতকাল খুন হয়েছে।

—তাই নাকি? প্রিন্সেস যেন হতবাক্। বিস্মিত। মুখ তাঁর গম্ভীর হয় তাহলে আমি খুশি এই ঘটনায়। আশাকরি. আপনারা মাফ করবেন আমার এই মন্তব্যের জন্য।

—হ্যাঁ। আপনার মনে এরকম হওয়াটাই স্বাভাবিক। বিশেষতঃ আরমস্টং পরিবারের সঙ্গে আপনার সম্পর্ক তাই বলে, তবু বলছি, আমার শেষ প্রশ্নের উত্তর কিন্তু এখনো পেলাম না। লিণ্ডা আর্ডেনের ছোট মেয়ে, অর্থাৎ ডেভিব মায়া মা এর আমস্ট্রং এর ছোট বোন এখন কোথায় আছেন?

—সত্যি বলছি, জানিনা। এক ইংরেজের সঙ্গে নাকি তার বিয়ে হয়েছিল। এইরকম শুনেছিলাম, তাও বহুকালের কথা। সে ইংল্যাণ্ডে চলে যায় এমনকি নামটাও এখন আমার মনে নেই।

প্রিন্স একটু থামেন। কী ভাবেন। তারপর বলেন—

-আর কোন প্রশ্ন আছে আপনাদের?

—হুম, আরেকটি। আপনার ড্রেসিং গাউন আছে?

—আছে।

—কোন রঙের?

—নীল। কেন? এই প্রশ্নের অর্থ?

—অনেক কষ্ট দিলাম। ডোণ্ট মাইণ্ড।

—না না। কিছু না। প্রিন্স দ্রাগোমিরফ উঠে দাঁড়ালেন। সৌজন্যের তাগিদে উঠে দাঁড়ালেন বাকী তিনজনও। পোয়ারোর দিকে তাকিয়ে হঠাৎ প্রিন্সেস বললেন—কোথায় যেন দেখেছি আপনাকে? আচ্ছা আপনার পরিচয়টা যদি…

—আমার নাম এরকুল পোয়ারো।

—এরকুল পোয়ারো? আচ্ছা, আচ্ছা অনেক শুনেছি আপনার কথা, বুঝলেন। কিন্তু এখন এখানে এলেন কি করে?

—সামান্য থেমে নিজের প্রশ্নের উত্তর দিলেন নিজেই—ভবিতব্য। আস্তে আস্তে প্রিন্সেস বেরিয়ে গেলেন কামরা থেকে।

সবার কানে বাজলো ভবিতব্য! ভবিতব্য!

কেন? কি ভেবে তিনি একথা বললেন?

॥ সাত ॥

ডাকা হয়েছিল কাউণ্ট এবং কাউণ্টেস আন্দ্রেনিকে। কাউণ্ট এসেছেন একাই। আসন গ্রহণ করে তিনি বললেন—বলুন, কী করতে পারি আপনাদের জন্য?

—বোধহয় জানেন, ট্রেনে একটা বিচ্ছিরি ব্যাপার ঘটে গেছে। সেই সূত্রেই কিছু জিজ্ঞাসাবাদ। এটা স্রেফ নিয়মরক্ষা।

—বুঝেছি। এব্যাপারে আমি বা আমার স্ত্রী, মনে হয় না, বেশীকিছু সাহায্য করতে পারবো। কেননা আমরা দুজনেই সারারাত ঘুমিয়েছিলাম। শুনি নি কোন কিছু।

—আপনি নিহত ব্যক্তির পরিচয় জানেন না?

—না। আপনারা সেটা পাসপোর্টেই জানতে পারেন তো।

—পাসপোর্টে দেয়া ওর নামটা জাল। ক্যাসেট্টী ও আসল নাম। আমেরিকার কুখ্যাত খুনে এবং ছেলেধরা।

—আমেরিকা এক অদ্ভুত দেশ।

—কখনো ওখানে ছিলেন নাকি?

—তা ছিলাম।

—কোথায়? কি কাজে?

—কূটনৈতিক কাজে, জায়গার নাম ওয়াশিংটন।

—চেনাশোনা হয়েছিল নাকি আরমস্ট্রং পরিবারের সঙ্গে?

—মেশামিশি, আলাপ সালাপ তো এসব কাজে আকছার হয়েই থাকে। তবে বিশেষ করে আরমস্ট্রং নামের কাউকে মনে পড়ছে না।

—কখন শুতে গিয়েছিলেন কালরাতে?

—১২ ও ১৩ নম্বরের দুটো পাশাপাশি কামরা নিয়ে আছি। একটা শোবার ঘর ও অন্যটা বসবার ঘর হিসেবে ব্যবহার করছি। রাত্রে ডিনার খেয়ে তাস খেলছিলাম আমরা সেইসময় কণ্ডাক্টর ঠিকঠাক করে দিচ্ছিল আমাদের শোবার বিছানা।

স্ত্রী তারপর শুতে গেলেন। আমিও উঠে গেলাম একটু পরে। রাত তখন এগারো।

—ঘুম ভাঙেনি সারারাতের মধ্যে?

—না।

—বসবার জন্য ব্যবহার করেছিলেন কোন কামরাটা?

—১০ নম্বর কামরা।

—টের পেয়েছিলেন কখন ট্রেন থামলো?

—না। সকালে শুনেছি।

—আপনার স্ত্রী? তিনিও কি· ·

—না। কাউন্ট হাসলেন, ঘুমের ওষুধ ছাড়া একদম ঘুমতে পারেন না আমার স্ত্রী। কাল ঘুমের ওষুধ খেয়ে ছিলেন উনি।

—দয়া করে নাম ঠিকানা লিখে দেবেন?

নাম ঠিকানা লিখতে লিখতে কাউণ্ট বললেন, বুঝতে পারছি, আমাদের দ্বারা কিচ্ছু হবে না আপনাদের।

কি করবো! সত্যি আমরা কিন্তু জানিনা। নিয়মমত সৌজন্য প্রকাশ করলেন পোয়ারো। তারপর জানালেন কিছু যদি মনে না করেন স্ত্রীকে পাঠাবেন। ওঁর সঙ্গে কথা বলা দরকার।

—না, তার কোন প্রয়োজন নেই।

—এটা কর্তব্য। আমি উপায়হীন।

—আমি তো বলছি, বিন্দুমাত্র তার প্রয়োজন নেই। আমি যা যা বললাম, তার চেয়ে তিনি বেশী জানেন না। বলতেও পারবেন না। কণ্ঠস্বরে চরম বিরক্তি প্রকাশ করেন কাউণ্ট।

—দেখুন তদন্ত কোনো প্রহসন নয়।

পোয়ারো ভারী গলায় বলেন, প্রয়োজনে আনুষ্ঠানিকভাবে রিপোর্ট দাখিল করতে হবে আমাদের। সেজন্য আমাদের প্রত্যেকের সঙ্গে দেখা করা উচিৎ মনে করি।

পোয়ারোর কণ্ঠস্বরে এমন কিছু কঠোরতা ছিল, যাকে সবাই মেনে নেবে চূড়ান্ত আদেশ বলে।

—ঠিক আছে। তাঁকে পাঠিয়ে দিচ্ছি আমি। এলেন কাউণ্টেস আন্দ্রেনি। যেভাবে গভীর গভীরতর ঘুমের মধ্যে জেগে ওঠে স্বপ্ন, যেন সেভাবেই এসে দাঁড়ালেন তিনি। অপরূপ স্নিগ্ধ দুই চোখ মেলে বললেন—আমার সঙ্গে নাকি আপনারা কথা বলতে চেয়েছেন?

—চেয়েছি। পোয়োরো জানান, কিন্তু তার আগে আপনাকে বসতে অনুরোধ জানাই।

কাউণ্টেস বসলেন। স্বামী-স্ত্রীর পাসপোর্টটা দেখে নিলেন পোয়ারো। এক জায়গায় একটু দাগ। পাসপোর্ট কর্মচারীদের অসাবধানতায় পড়ে গেছিল, সেই দাগ।

মনিয়ার মত স্বরে কাউণ্টেস বললেন—বলুন? কী বলবেন?

—প্রথমেই জানাই, বিরক্তি করছি বলে দুঃখিত। নিয়মরক্ষা

তো আমাদের, মানে ডিটেকটিভদের করতেই হয়। তাই···

—ও, আপনি ডিটেকটিভ বুঝি? সত্যি সত্যি ডিটেকটিভ? কোন দেশের? প্রশ্নটা কাউন্টেসের। খুশী-খুশী ছেলেমানুষী মাখা জিজ্ঞাসা। কী ই বা বলা যায় একে ছেলে-মানুষ ছাড়া! বড্ড ছেলেমানুষ। বয়স কত হবে? কুড়ি। অবশ্য দেখায় আরো কম।

হ্যাঁ, সত্যি সত্যি ডিটেকটিভ। যদিও লণ্ডনে বাস করি। আপাতত, তবু আমি বিশেষ কোন দেশের নই। আমার কর্মক্ষেত্র সারা পৃথিবী জুড়েই। ছোট্ট মেয়েটির কাছে পোয়ারো 'আত্মগর্ব না করে বুঝি থাকতে পারলেন না।

—তাহলে প্রশ্ন শুরু হোক, কেমন?

—হুঁ।

ইংরেজী বলতে পারেন? এতক্ষণ কথা হচ্ছিল ফরাসীতে।

—পারি। কিছু কিছু। কাউন্টেসের উত্তর এল-ভাঙা ভাঙা ইংরেজীতে। তবু সবাইএর মনে হল, হৃদয় বাঙানোয় এই ভাঙা ভাঙা ইংরেজীই যথেষ্ট।

—কোন শব্দ শুনেছিলেন কালরাত্রে?

- উঁহু। শুয়েছি আর ঘুমিয়েছি। এক ঘুমে সকাল। ঘুমের বড়ি খেয়েছিলাম তো।

- এবার নামটা লিখে দিন। এই যে, এখানে। পোয়ারো এগিয়ে দেন নোট বুক।

কাউন্টেস লিখলেন, নাম এলেনা আন্দ্রেনি। অল্প হেলানো, ছোট্ট ছোট্ট বড় সুন্দর হাতের লেখা।

—কখনো আমেরিকায় ছিলেন?

—না।

—কিন্তু আপনার স্বামী বললেন যে, আমেরিকায় বছর তিনেক ছিলেন!

মুখ নত হল লজ্জায়। চাপাকলির মত নরম আঙুল নিয়ে

নাড়তে চাড়তে কাউণ্টেস জানান, সে তো, আমাদের বিয়ের আগে। থামলেন কাউণ্টেস। একটু পরে আস্তে বললেন, বিয়ে হয়েছে আমাদের মোটে এক বছর। কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গে খুশীর আবীর ও লাজের কুমকুম যেন স্বখীরঙে রাঙিয়ে দিল মেয়েটির মুখ।

—ধন্যবাদ। আমার জিজ্ঞাসা করার কিছু নেই। পোয়ারো বললেন।

—সেকি? প্রশ্ন শেষ? কাউণ্টেসের স্বরে বিস্ময়। আমি ভেবেছিলাম, না জানি কত উদ্ভট প্রশ্নই না শুনবো। যা বিখ্যাত ডিটেকটিভ আপনি।

—তাহলে একদম নিরাশ করবো না। বরং কয়েকটি উদ্ভট প্রশ্নই করা যাক্।

—করুন না। কিন্তু প্রশ্ন উদ্ভট হওয়া চাই।

—বেশতো, বলুন, আপনার স্বামী কি পাইপ খান।

—না। সিগার কিংবা সিগারেট।

—আপনার ড্রেসিং গাউন কোন্ কালারের?

—বাদামী। সত্যি এটা দারুন প্রশ্ন।

—আচ্ছা, পাসপোর্টে আপনার নাম, কুমারী থাকাকালীন পদবী —যা লেখা আছে—সত্যি?

—সত্যি। সবচেয়ে অদ্ভুত প্রশ্ন এটাই। কাউণ্টেস মিষ্টি হাসলো। মৃদু হাসির কল্লোলে শেষ হল কাউণ্টেসের সাক্ষ্য গ্রহণ।

॥ আট ॥

—তাহলে ইতালীয়টিকে ডেকে পাঠানো যাক এবার। প্রস্তাব দিলেন ব্যুক।

—উহুঁ, পোয়োরো হেসে বললেন, বুঝলেন, আসলে আমি হচ্ছি পয়লা নম্বরের স্নব। আগে শেষ হোক ফার্স্ট ক্লাসের যাত্রীর সঙ্গে কথা বলা। তারপর সেকেণ্ড ক্লাস যাত্রীদের সঙ্গে কথা বলা যাবে। আমি এখন কর্নেল আরবাথনটের সঙ্গে বলবো।

কর্ণেল ফরাসী জানেন না। তার সঙ্গে ইংরেজীতে কথাবার্তা বললেন পোয়ারো।

—আপনি আসছেন ভারতবর্ষ থেকে?

—হ্যাঁ।

—হোমে চলেছেন? ছুটিতে?

—হ্যাঁ।

ট্রেনে কেন? জাহাজে তো যেতে পারতেন।

—বাগদাদে কাজ ছিল। অপ্রসন্নভাবে উত্তর দিলেন কর্ণেল। বিদেশী লোকেদের এইসব প্রশ্নকে, বোঝা গেল তিনি অনধিকার চর্চা বলেই গ্রহণ করছেন।

—বাগদাদে কদিন ছিলেন?

—[illegible]।

—বাগদাদ থেকে শ্রীমতি ডেবেনহ্যামও আসছেন। আপনার সঙ্গে বোধহয় আগে থেকেই আলাপ ছিল বাগদাদে কি দেখা হয়েছিল আপনাদের?

—না। আমাদের আলাপ এবং প্রথম দেখা হয়েছিল কিরকুক থেকে নিশিবন যাওয়ার ট্রেনে।

—কর্ণেল একটা কথা জিজ্ঞাসা করছি, কিছু মনে করবেন না। শ্রীমতী ডেবেনহ্যাম সম্পর্কে আপনার ধারণা কী রকম?

—আপনার এই প্রশ্নের অর্থ বুঝি না। সুতরাং উত্তর দিতেও আমি অক্ষম।

কর্ণেল, আমাকে ভুল বুঝবেন না আপনি।

পোয়ারো বললেন, ব্যাপারটা কি জানেন, যে খুনটা হয়েছে, কোন মেয়ের দ্বারা সেটা হওয়াও বিচিত্র কিছু না। এরকম ধারনা হতে পারে। সুতরাং, আমাদের বিচার করে দেখতে হবে, এই কোচের প্রত্যেকটি মহিলা যাত্রীকে। এই কোচে এখন একমাত্র ইংরেজী মহিলা শুধু ডেবেনহ্যাম্, ইংরেজ মহিলাদের বুঝতে পারা বেশ শক্ত ব্যাপার। আপনিও যেহেতু ইংরেজ। তাই, আপনার সাহায্য আশা করি।

কর্ণেল সংক্ষেপে বললেন, ডেবেনহ্যাম হচ্ছেন একজন যথার্থ মহিলা।

ঠিক আছে। পোয়ারো খুশী হলেন, তাহলে ডেবেনহ্যাম একাজ করতে পারেন না বলেই আপনার ধারণা।

—তাকে সন্দেহ করার মত এ ব্যাপারে উদ্ভট আর কিছু হতে পারে না। কেন না, শ্রীমতী ডেবেনহ্যাম ঐ লোকটাকে কোনদিন দেখেননি। কিংবা ওর কথা শোনেন নি।

—এ কথা বুঝি তিনি আপনাকে বলেছেন?

-হ্যাঁ, খানা কামরায় লোকটাকে দেখে খুব খারাপ লেগেছিল ডেবেনহ্যামের। এ কথা তিনিই বলেছিলেন আমাকে। এবং সেই প্রসঙ্গেই আগের কথাটি জেনেছিলাম। নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন আপনি। শ্রীমতী ডেবেনহ্যাম কখনোই একাজ করতে পারেন না। কিছুতেই না।

—এ কি শুধু আপনার যুক্তি। নাকি তারও বেশি কিছু, হাসতে হাসতে পোয়ারো শুধালেন।

কর্ণেল এর উত্তরে বিরক্তিভরা দৃষ্টি ছড়ালেন পোয়ারোর ওপর। এবং তাতে কেমন কুণ্ঠিত বোধ করলেন পোয়ারো। তাঁর সামনের কাগজপত্র নিয়ে নাড়াচাড়া করলেন কিছুক্ষণ। তারপর বললেন,—কথায় কথায় এসব কথা উঠল, এখন সত্যিকার কাজের কথায় আসি। রাত্রি সোয়া একটা নাগাদ খুনটা হয়েছিল গতরাতে। তাই আমাদের জানা দরকার, ঐ সময়ে কে কি করছিলেন।

—যতদূর মনে পড়ে, ঐ সময়ে শ্রীযুক্ত ম্যাককুইনের সঙ্গে গল্প করছিলাম আমি।

—বেশ। বলুন তো, সেই সময়ে আপনি তার কামরায় ছিলেন? নাকি তিনিই আপনার কামরায় ছিলেন?

—আমিই তাঁর কামরায় ছিলাম।

—ম্যাককুইনের সঙ্গে কি আগেই পরিচয় ছিল আপনার?

—না মশাই। এর আগে তাকে কখনো দেখিনি।

—কতক্ষণ পর্যন্ত গল্প করেছিলেন আপনারা?

—বহুক্ষণ। গল্পে গল্পে আমাদের খেয়াল ছিল না রাত কত হল। হঠাৎ ঘড়ির দিকে তাকাতে দেখি পৌনে দুটো বেজে গেছে।

—তখন আপনারা গল্প মুলতবী রাখবার সিদ্ধান্ত নিলেন, তাই না? পোয়ার সহাস্য প্রশ্ন।

—হ্যাঁ, খানিকটা ঐরকমই। কর্ণেলের মুখেও হাসি।

—তারপর?

—সোজা গিয়ে ঢুকলাম নিজের কামরায়।

—আগে থেকে তাহলে ঠিক করা ছিল আপনার বিছানা?

—হুম্।

—১৫ নম্বরের কামরাটা হল আপনার। অর্থাৎ খানা-কামরার

দিক থেকে হিসেব করলে, সব শেষের আগের কামরা। তার খুব কাছেই কণ্ডাক্টরের সীট না ?

—হ্যাঁ।

—কণ্ডাক্টর তখন কী করছিল ?

—কী জানি। কী একটা কাজ করছিল টেবিলে বসে। আমি কামরায় এলাম। আর সঙ্গে সঙ্গেই তাকে ডাকলেন ম্যাককুইন। সে টেবিল ছেড়ে উঠল।

—তাকে ডেকেছিলেন কেন ম্যাককুইন ?

—সম্ভবত বিছানা ঠিক করে দেবার জন্যে।

—একটু ভেবে দেখুন তো আবার নট যখন শ্রীযুক্ত ম্যাককুইনের সঙ্গে গল্প করছিলেন আপনি, তখন কি কাউকে যেতে দেখেছিলেন করিডরে ?

—হয়তো দেখেছি অনেককেই। কিন্তু কাউকে মনে নেই কণ্ডাক্টর ছাড়া।

—ভাবুন, একটু মনে করার চেষ্টা করুন। ভাবুন হয়তো বরফ ঝরছে বাইরে। হাড় কাঁপানো শীত। গল্প করছেন আপনারা। হয়তো সিগারেট ধরালেন কিংবা পাইপ—

—আমি পাইপ-ই খাই। অবশ্য সিগারেট খাচ্ছিলেন ম্যাককুইন।

—তা বেশ, তা বেশ। পাইপ খাচ্ছিলেন। কথা বলছিলেন, রাত গভীর। এমন সময় কে যেন হেঁটে গেল করিডর দিয়ে স্পষ্ট নয়। ঠিক মনে [illegible] দেখেনও, লক্ষ্য করে তাকে দেখেননি। তথাপি ব্রিটিশ কোর্ট [illegible] আপনারা, লক্ষ্য [illegible] না করুন দৃষ্টি এড়ায় না। [illegible] দেখেও [illegible] টের পান আপনারা।

যা [illegible] বলেন। [illegible] বলবো হ্যাঁ টের পেয়েছিলাম।

—কী টের পেয়েছিলেন বলুন ?

—এক তীব্র সুগন্ধ। আর পোশাকের খস খস শব্দ। নিশ্চয়ই কোনো মেয়ে চলে যাচ্ছিল। তবে এ হচ্ছে, কি বলবো, আপনার ভাষায়, না দেখে বোঝা। এরপর পোয়ারো প্রশ্ন করলেন—আমেরিকায় গেছেন কখনো ?

—না।

—কর্ণেল আরমস্ট্রং নামের কোন লোককে চিনতেন ?

—আরমস্ট্রং ? আরমস্ট্রং নামের বহু লোককেই তো চিনি। টমি আরমস্ট্রং ছিল ৬ নম্বর পদাতিক বাহিনীতে। নিশ্চয়ই তার কথা বলছেন না। এছাড়া সেলবি আরমস্ট্রং, ফ্রান্সের যুদ্ধক্ষেত্রে যে মারা যান, আর···

—না না, আমার প্রশ্ন কর্ণেল আরমস্ট্রংকে নিয়ে। যিনি বিয়ে করেছিলেন এক আমেরিকান মহিলাকে। যাদের একমাত্র সন্তান, একটি মেয়ে চুরি গিয়েছিল। এবং···

—ও হোঃ মনে পড়েছে। কর্ণেল! কর্ণেল আরমস্ট্রং ভিক্টোরিয়া ক্রস পেয়েছিলেন যিনি। তাই না ?

—হ্যাঁ। যে লোকটি নিহত হয়েছে গতকাল রাত্রে। কর্ণেল আরমস্ট্রং এর ফুলের মত নিষ্পাপ মেয়েকে চুরি করে হত্যা করেছিল সেই লোকটাই।

—তবে তো আমি বলবো, হতচ্ছাড়া তার উচিৎ শাস্তিই পেয়েছে।

আর্বাথনট আরো বলেন—অবশ্য এও বলবো, খুন না করে লোকটাকে দেওয়া উচিৎ ছিল পুলিশের হাতে। সেখানে বিচার শেষে না হয় যেখানে খুশী পাঠানো যেত।

ফাঁসি কাঠ, গ্যাসচেম্বার কিংবা ইলেকট্রিক চেয়ার, যেখানে হোক।

—তাহলে এরকম ব্যক্তিগত প্রতিশোধ গ্রহণের বিরোধী তো আপনি ?

—তালবাৎ। আমি ইংরেজ। আমার চোখে অত্যন্ত প্রিয়

আইন-শৃঙ্খলা। জুরিদেব মতামত না নিয়ে সঠিক বিচার না করে, কোন ইংরেজই সমর্থন করবে না শাস্তি দেওয়ার ব্যাপারটা।

কর্ণেলেব কথা পোয়ারো শুনলেন গভীব মনোযোগে। অতঃপর বললেন—আর্বাথনট, এই কথাই প্রত্যাশা করছিলাম আপনার কাছে। একটু থেমে, কি ভেবে পোয়ারো আবাব বলেন—আচ্ছা, গতব'ত থেকে আজ ভোর পর্যন্ত অস্বাভাবিক কিছু আপনার চোখে পড়ে নি?

কর্ণেল কি ভাবলেন। বললেন—না। সে রকম কিছু না। তবে···সেটা···

—তবে সেটা কি তাই-ই বলুন না?

—কাল কামরায় যখন ফিবে যাচ্ছি। তখন দেখি ১৬ নম্বরের কামরার দরজা সামান্য ফাঁক করে ভদ্রলোক কি দেখছিলেন। সত্যি, তাঁর ভাবভঙ্গি কিন্তু মোটেই স্বাভাবিক মনে হয়নি।

হুঁ। পোয়ারো গম্ভীরভাবে বললেন।

—আগেই তো বলেছি, বলাব মত এটা কিছু নয়। আসলে অতরাতে একটা লোক ঐভাবে···যাক্‌গে, বোধহয় আর আমাকে প্রয়োজন নেই আপনাদের। এবার আসতে পারি?

—ধন্যবাদ কর্ণেল আর্বাথনট। কর্ণেল উঠলেন। সামান্য ইতস্ততঃ করে, বললেন—অকারণে সন্দেহ করবেন না যেন শ্রীমতী ডেবেনহ্যামকে। আমাকে বিশ্বাস করলে বলবো, ওনার পক্ষে এখন কিছু করা সম্ভব নয়। বলতে গিয়ে রক্তাক্ত হল কর্ণেলের মুখ। তিনি চলে গেলেন। "পাক্কা সাহেব" কথাটি কি ইংরেজী? না ফরাসী? প্রশ্ন করলেন ডাক্তার।

ওর মানে পোয়াবো বলেন, কর্ণেল আব শ্রীমতী ডেবেনহ্যাম এক গোত্রভুক্ত। এই আর কী। অ। ডাক্তাব নিরাশ হলেন। তিনি ভেবেছিলেন, কথাটাব সঙ্গে হত্যাকাণ্ডের কোন সম্পর্ক আছে নিশ্চয়ই।

কর্ণেল আর্বাথনট পাইপ খান। এতো স্বীকার করে গেলেন তিনি। আরমস্ট্রং-এরও নাম শুনেছেন তিনি, হয়তো প্রত্যক্ষ পরিচয়ও ছিল। স্বীকার করেন নি। পোয়ারো জানালেন।

—তাহলে আপনার মতে আর্বাথনটই কি···

—না। ওভাবে একটা লোককে বার বার ছোরা মারবে না আর্বাথনটের মত এক ফৌজী অফিসার এবং জাত ইংরেজ। মনস্তত্ত্বের দিক দিয়ে চিন্তা করলেও, ব্যাপারটা সম্ভব নয় বলেই মনে হয়।

॥ নয় ॥

শ্রীযুক্ত হার্ডম্যানকে প্রথম শ্রেণীর যাত্রীদের মধ্যে সব শেষে ডেকে পাঠানো হল। তিনি এলেন। পরণে চেক্-স্যুট। গোলাপী শার্ট। ঝকঝকে টাই-পিন। তার পোশাকের উজ্জ্বলতা শুধু চোখে পড়ার কথা নয়, চোখে লাগারও কথা। যাকে এক কথায় বলে "লাউড"। হার্ডম্যান কিছু একটা চিবুচ্ছিলেন।

—সুপ্রভাত। হার্ডম্যান বললেন, কী করতে পারি আপনাদের জন্য বলুন?

—হত্যার কথা শুনেছেন নিশ্চয়ই?

—সে আর বলতে?

—এ সম্পর্কে যাত্রীদের জিজ্ঞাসাবাদের একটা রীতি আছে বোধহয় জানেন তো?

—জানি। ঠিকই বলেছেন।

—আপনার নাম সাইরাস বেথহ্যাম হার্ডম্যান। পাশপোর্ট দেখলেন পোয়ারো। বললেন, জাতিতে আপনি আমেরিকান। বয়স একচল্লিশ। আপনি এক টাইপরাইটিং রিবন কোম্পানীর ভ্রাম্যমান এজেন্ট। তাই তো?

—হ্যাঁ।

—ইস্তাম্বুল থেকে পারি যাচ্ছেন।

—হ্যাঁ।

—কারণ কি?

—ব্যবসা।

—প্রথম শ্রেণীতেই আপনি সর্বদা যাতায়াত করে থাকেন?

—হ্যাঁ। এবং খরচটা বহন করে থাকেন সদাশয় কোম্পানী।

—আচ্ছা, হার্ডম্যান, ডিনারেব পব, গতবাতে আপনি কি কি কবেছিলেন একটু খুলে বলুন না ?

একটু যেন দ্বিধা কবলেন হার্ডম্যান। বললেন, ডোণ্টমাইণ্ড, আপনাদেব পরিচয়টা—

—ইনি হচ্ছেন কোম্পানীর অন্যতম ডিরেক্টব শ্রীযুক্ত ব্যুক। আর উনি, একজন বিশিষ্ট যাত্রী, ডাক্তার কন্‌সটান্‌টাইন।

—এবং আপনি ?

—এরকুল পোয়ারো। কোম্পানী এই কাজে খুনী অনুসন্ধানের জন্য অনুরোধ করেছেন আমাকে।

—আপনিই এবকুল পোয়ারো! হার্ডম্যানেব কণ্ঠে বিস্ময় ও সম্ভ্রমের সুব বাজলো। কে না জানে আপনাব কথা। ভারি খুশী হলাম আপনাকে দেখে। (সামান্য থেমে) কিন্তু আপনাব কাছে সত্যি কথা লুকিয়ে তো লাভ হবে না কিছু।

—হ্যাঁ, আমিও তাই বলছি। নিজেব স্বার্থেই সত্যি কথা বলা ভাল।

—ঠিক আছে। এই নিন। হার্ডম্যান পকেট থেকে এক ছোট্ট কার্ড বাব কবে পোয়ারোকে দিলেন। তাতে ছাপা আছে—

শ্রীযুক্ত সাইবাস বি হার্ডম্যান

ম্যাকনিল্‌স ডিটেকটিভ এজেন্সী

নিউ ইয়র্ক

এর মানে ? পোয়ারো প্রশ্ন করলেন। যদিও তিনি ভালভাবেই জানতেন ঐ বিখ্যাত ফার্মটির নাম।

—আর এটা পড়ুন। তাহলেই বুঝতে পারবেন। আরেকটা জিনিস পোয়ারোর হাতে দিলেন তিনি। এটা একটা চিরকুট। ঠিকানা আছে ওপরে—তোকাৎলিয়ান হোটেল। চিঠিটা পড়লেন পোয়ারো—

প্রিয় মহাশয়,—বিশ্বস্তসূত্রে খবর পেলাম, আপনি নিউ ইয়র্কের

ম্যাকনিল্স ডিটেকটিভ্ এজেন্সির কর্মী। আজ, আপনি যদি দয়া করে বিকেল চারটের সময় এই হোটেলে দেখা করেন, খুশী হবো।

নমস্কারান্তে—ভবদীয়—এস, ই, র‍্যাশেট।

হুম্। বুঝলাম। পোয়ারো গম্ভীরভাবে মাথা নাড়লেন।

—চিঠি পেয়ে তার সঙ্গে দেখা করি আমি।

—এবং আমাকে গোটা দুয়েক চিঠি দেখান তিনি। তখন ইস্তাম্বুল গিয়েছিলাম সম্পূর্ণ ভিন্ন এক কাজে। কাজটা সবে শেষ হয়েছে। ফেরার টিকিট কাটতে যাচ্ছি, এমন সময়ে তার চিঠি পাই।

—খুব কি বিচলিত মনে হয়েছিল তাকে?

—ভিতরে ভিতরে ঘাবড়ে গেছিলেন খুব। কিন্তু বাইরের শান্ত ভাব ঠিক বজায় রাখতে পারতেন। আমাদের ঠিক হল, তার সঙ্গে আমি যাবো প্যারিস পর্যন্ত। এলামও তাই। তবু বাঁচাতে পারলাম না তাকে। সত্যি, ভাবতে বড় খারাপ লাগছে। দেখছি কোম্পানির কাছে আমার মুখ দেখানো আর চলবে না।

—কী করতে হবে আপনাকে, আপনাকে সে সম্পর্কে কোন নির্দেশ দিয়েছিলেন উনি?

—হ্যাঁ। আমি ওর পাশের কামরায় থাকবো, এই রকমই স্থির ছিল। বহু চেষ্টা করেও কিন্তু ওই কামরাটা খালি পেলাম না। সুতরাং, এই কামরা, মানে ষোল নম্বর কামরাটাই নেওয়ার ব্যবস্থা করা হল। কাজের দিক থেকে অবশ্য এ কামরাটাও কিছু কম নয়। শেষ প্রান্ত কামরা বলেই, এখান থেকে অন্য সব কামরাগুলি এবং পুরো করিডরটা নজরে রাখা যায়।

—আচ্ছা, র‍্যাশেট কি সম্ভাব্য আততায়ী সম্পর্কে কোন কথা বলেছিলেন?

—হ্যাঁ। আততায়ীর চেহারার সামান্য বর্ণনা পেয়েছিলাম।

—কি রকম একটু বলবেন? পোয়ারোর এই প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তার এবং ব্যুক প্রবল জিজ্ঞাসায় উদগ্রীব হয়ে কিছুটা ঝুঁকে বসলেন।

—র‍্যাশেটের অনুমান আততায়ীর গায়ের রঙ লালচে। গলা মেয়েলী ধরনের। একটু বেঁটে লোক। আর এও বলেছিলেন, প্রথম রাতে কোন ভয় নেই। যদি দুর্ঘটনা ঘটে, তবে ঘটবে দ্বিতীয় কিংবা তৃতীয় রাতে।

—হুম্। র‍্যাশেটের ধারনা সেদিক দিয়ে তাহলে ঠিক বলেই প্রমাণিত হল। ব্যুকের মন্তব্য।

—বেশ। তবে তার জীবন কেন বিপন্ন হয়েছিল, আপনাকে তিনি সে সম্পর্কে কিছু বলেন নি? হার্ডম্যানকে প্রশ্ন করেন পোয়ারো।

—না।

—র‍্যাশেটের আসল পরিচয়টা তো জানেন?

—আসল পরিচয়? কি বলতে চান আপনি?

—তার আসল নাম কাসেট্টি। প্রধান আসামী ছিলো ডেজি আরমস্ট্রং হত্যা—মামলার। এ সম্পর্কে পুলিস এক বিদেশী মেয়েকে সন্দেহ করেছিল মিছামিছি। তাই সে আত্মহত্যা [illegible] তা, কেসটার কথা শোনেননি কিছু?

হার্ডম্যান চমকে ওঠেন। —কি কাণ্ড! [illegible] আমি ঠিক চিনতে পারিনি র‍্যাশেটকে। [illegible] ডেজি হত্যা মামলা চলাকালীন আমি ছিলাম গ্রামাঞ্চলে [illegible] কাজে গেছিলাম। খবরের কাগজে অবশ্য র‍্যাশেটের, [illegible] ছবি বেরিয়েছিল। সত্যি বলতে, আমার একদম মনেই ছিল না সেই ছবির কথা।

হার্ডম্যান বাইরে তাকালেন কাচের জানলা [illegible] বাইরে সূর্যের তীব্র আলো বরফের ওপর। হয়তো হার্ডম্যানের চোখ ঝলসে গেল আলোতে। তিনি রুমাল দিয়ে চোখ মুছলেন, একবার উঠে, জানলার পর্দা টেনে দিয়ে ফিরে এলেন, বসলেন।

খুব আস্তে, প্রায় আত্মমগ্নের মত পোয়ারো [illegible] করলেন —বেঁটে, গায়ের রং লালচে আর মেয়েলী ধরনের কণ্ঠস্বর—তারপর

হঠাৎ হার্ডম্যানকে জিজ্ঞাসা করলেন—ডেজি হত্যা মামলার সঙ্গে যুক্ত কারো সঙ্গে এই বর্ণনার মিল নেই তো ?

—মনে তো হয় না। হার্ডম্যান বললেন, অবশ্য একথাও জেনে রাখুন, ওই হত্যা মামলার কোন যোগ ছিল না আমার সঙ্গে। সুতরাং এই ব্যাপারে কিছু বলা আমার পক্ষে অসম্ভব। আসল ব্যাপারটা কী বলুন তো। এই হত্যার সঙ্গে ঐ মামলার কোন সম্পর্ক আছে বলে কি মনে হয় ?

উত্তরটা এড়িয়ে গেলেন পোয়ারো—গতরাতের ঘটনার কথা বলুন হার্ডম্যান।

—কি আর বলার আছে এ সম্পর্কে ? হার্ডম্যান বললেন, আপনি যখন জানতে চাইছেন, তখন বলছি। কাল সারা রাত আমি জেগে ছিলাম। এবং ঘুমিয়ে কাটিয়েছি সারা সকালটা। গত পরশুও তাই করেছি। তার আসল উদ্দেশ্য ছিল র‍্যাশেটকে পাহারা দেবার। (দুঃখের হাসি হাসলেন হার্ডম্যান) সন্দেহজনক কিছু ঘটল না প্রথম রাতে। গত রাতেও নয়। মানে খুন যখন হয়েছে, ঘটেছিল নিশ্চয়ই। আমি কিন্তু কিছুই ধরতে পারি নি। অবশ্য, আমার কামরার দরজা অল্প ফাঁক করে করিডরের ওপর আমি নজর রেখে ছিলাম সারারাত।

—আপনার কি সন্দেহ করার মতকিছুই নজরে পড়েনি ভেবে বলুন।

—কই। কিছুই তো নজরে পড়েনি। এ নিয়ে অনেক ভেবেছি। তবুও না, কেননা, রাতে কেউ কোচ থেকে বাইরে যায়নি। বাইরে থেকেও কেউ এই কোচে আসেনি।

—কণ্ডাক্টরের ওপর আপনি দৃষ্টি দিয়েছিলেন ?

—নিশ্চয়ই। কণ্ডাক্টরের সীট তো আমার কামরার খুব কাছেই। তাই কোন অসুবিধা ছিল না নজর রাখার।

—আচ্ছা, ট্রেন ভিনকোভকি ছাড়ার পর কি কণ্ডাক্টর তার সীট ছেড়ে উঠেছিলো ?

—হ্যাঁ, বার দুয়েক উঠেছিল ডাক-ঘন্টি শুনে। এটা ট্রেন থেমে যাওয়ার কিছু পরের ঘটনা। তারপর পাশের কোচে গেছিল সে। সেখানে ছিল ঘণ্টা আধেক কি পঁয়তাল্লিশ মিনিট। আর ঘণ্টার ডাকে সে ছুটে আসে। তখন, সত্যি বলছি, আমিও ভয় পেয়ে গেছিলাম। পরে বুঝলাম ভয়ের কারণ নেই। কেননা ঘণ্টা বাজিয়ে ছিলেন আমেরিকান ভদ্রমহিলা, জানিনা কেন। তিনি তো খুব একচোট নিলেন কণ্ডাক্টরের ওপর। এরপর কণ্ডাক্টার অন্য এক কামরায় ঢুকলো, বেরুলো, আবার এক গ্লাস খাবার জল নিয়ে সেখানে গেল। এবার নিজের জায়গায় এসে বসতেই ফের ডাকঘন্টির ডাকে কার বিছানা ঠিক করে দিতে গেল। তারপর ফিরে এল নিজের জায়গায়। এবং ঠায় সকাল পাঁচটা অবধি সেখানেই কাটিয়ে দিল।

হার্ডম্যানের কার্ডটা টেবিল থেকে তুলে নিলেন পোয়ারো। পড়লেন আরেকবার, বললেন, এই কার্ডের ওপর দয়াকরে একটা সই দেবেন ?

—কেন দেব না। হার্ডম্যান সই করে দিলেন।

—আচ্ছা, এই ট্রেনে কি তেমন কেউ আছে যে আপনার আসল পরিচয় জানে ?

—বোধ হয় না। শুধু ম্যাকবুইনের বাবার কাছে একসময়ে যেতাম। কাজের ব্যাপারেই। তাই ম্যাককুইনের সে কথা মনে থাকাই স্বাভাবিক। আর আমার পরিচয়টা যে জাল নয়, আমাদের ফার্মের সঙ্গে যোগাযোগ করলেই জানতে পারবেন সেটা। এছাড়া ডিটেকটিভগিরি আমারও পেশা, আমি তো জানি, এরকুল পোয়ারোকে ফাঁকি দেওয়া যায় না। যাক্, শ্রীযুক্ত পোয়ারো, খুব খুশী হলাম পরিচিত হয়ে।

ধন্যবাদ শ্রীযুক্ত হার্ডম্যান। আসুন। পোয়ারো নিজের সিগারেট কেস খুলে এগিয়ে দিলেন—জানিনা, হয়তো পাইপ পছন্দ করেন আপনি।

—না। হার্ডম্যান সিগারেট নিলেন, ধরালেন, এবং সৌজন্য বিনিময়ের পর বিদায় জানালেন। হার্ডম্যান চলে যেতে ব্রুক বললেন, যাক্, এতক্ষণে একটা মূল্যবান তথ্য জানতে পারা গেল।

সেটা কী? পোয়ারো প্রশ্ন করলেন।

—কেন? ঐ যে—বেঁটে। গলার স্বর মেয়েলী। গায়ের রঙ লালচে।

পোয়ারো বললেন, এমনই বর্ণনা, যার সঙ্গে এই কোচের কারোর কোন মিল নেই।

॥ দশ ॥

ব্রুকের দিকে তাকিয়ে পোয়ারো একটু হাসলেন।

—চলুন এখন ইতালীয়টিকে ডাকা যাক। কয়েক মিনিটের ভিতর হাজির হলেন, আন্টোনিয়ো ফসকারেল্লি। খাঁটি ইতালীয় চেহারা। চমৎকার স্বাস্থ্য। রোদে পোড়া লালচে রঙ। মুখে [illegible] বেশ ভাল ইংলিশ ফরাসী বলতে পারেন। শুধু উচ্চারণ ইতালীয় ঢঙা।

—আন্টোনিয়ো ফসকারেল্লি কি আপনার নাম?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—বর্তমানে আমেরিকান নাগরিক!

—হ্যাঁ হয়েছে। নইলে কাজকর্মের অসুবিধা হতো।

—আপনি কি ফোর্ড মোটর কোম্পানীর একজন এজেন্ট?

—হ্যাঁ, আসলে কি জানেন—এই দিয়ে শুরু করে ফসকারেল্লি নিজের সম্পর্কে প্রায় পনের মিনিট বকে গেলেন। বোঝা গেল, ফসকারেল্লির কাছে সংবাদ সংগ্রহের জন্য কোনো চেষ্টার প্রয়োজন

নেই। যেন সংবাদ দেবার জন্যেই তিনি প্রস্তুত হয়ে এসেছেন। তাছাড়া একবার কথা শুরু করলে তাঁকে থামানো মুশকিল।

—তা বুললে ত? ভালই ব্যাবসা চলে আমার। এই লাইনের সব খুঁটি নাটি খবর পাবেন আমার কাছে। আমায় যারা চেনে তারা তো একবাক্যে বলে—ও ফসকারেল্লি? সে তো বান্ধু সেলসম্যান?

ফসকারেল্লি থামতেন কিনা কে জানে। শুধু রুমাল দিয়ে মুখ মুছতে যে সময়টুকু মুখ বন্ধ করতে হয়েছিল, সেই অবসরে প্রশ্ন করে বসলেন পোয়ারো—তাহলে দশ বছর আমেরিকায় আছেন আপনি?

—তা বলতে পারেন। জানেন, মার্কিন মুল্লুকে ভাগ্য পরীক্ষা করতে যাবো শুনে সে কী কান্না আমার মায়ের! আমার ছোট বোন তো—স্মৃতিচারণে বাধা দিলেন পোয়ারো—বহুকাল তো আছেন আমেরিকায়। যে ভদ্রলোক খুন হয়েছেন তার সঙ্গে কোন দিন আলাপ হয়নি আপনার?

—না মশাই। আমরা হলাম সামান্য আদার ব্যাপারী। আর ওনারা হলেন জাহাজের কারবারী। তবে সত্যি কথাটা শুনুন, আমরা খুব সাধাসিধে আর ওনারা—না মশাই, ওইসব মানুষদের দূর থেকেই গড় করি আমি। কাছাকাছি হতে চাই না।

— দূরে থেকে বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন আপনি। কাসেট্টি হল ওর আসল নাম। কুখ্যাত ছেলেধরা ও খুনে।

—দেখলেন তো? বলেছি না? আসলে মশাই, সেলসম্যান গিরি করে পেট চালাই যে। মানুষ দেখলে চিনতে পারবো না।

— আপনি ডেজি—হত্যা মামলার কথা শোনেন নি?

—মনে নেই ঠিক। একটা বাচ্চা মেয়েকে চুরি করে নিয়ে কিছু হবে হয় তো।

—হ্যাঁ। মর্মান্তিক ঘটনা।

—এদিক ওদিক এই রকম কাণ্ড দুই একটি হবেই। দার্শ-

নিকোচিত ভঙ্গিতে ফসকারেল্লি বলেন—আমেরিকার মত বিশাল দেশে—

তার কথা শেষ হয় না। পোয়ারো কথার মধ্যেই প্রশ্ন করে বসেন—আরমস্ট্রং পরিবারের কাউকে চিনতেন না?

—না। তা মশাই, ভারি মজার দেশ এই আমেরিকা যখন আমি প্রথম যাই ওখানে—

"দেখুন" পোয়ারো বললেন, কিছু মনে করবেন না। আপাতত কাজের কথা ছাড়া অন্য কোনো কথা বলে অসুবিধা করবেন না।

-সত্যি তো! ভারি অন্যায় হয়ে গেছে। কাঁচুমাচু হয়ে বললেন ফসকারেল্লি।

—বেশ। এখন দয়া করে কালরাতে, ডিনার শেষে কি কি করেছিলেন বলুন তো?

ডিনারের শেষে খানা কামরাতেই ছিলাম যতক্ষণ সম্ভব। আমি আবার একটু গ্যাজাতে ভালবাসি। তাই গপাগপ খেলাম আর চলে এলাম, এরকমটা ঠিক ভাল লাগে না। হ্যাঁ, যা বলছিলাম, খাওয়ার টেবিলে বসে কাল কথা বলছিলাম ঐ আমেরিকান ভদ্রলোকটির সঙ্গে। ওই যে মশাই, টাইপ রাইটারের রিবন বিক্রি করেন যিনি, সেই ভদ্রলোক। তারপর এলাম নিজের কামরায়। এক ইংরেজ আমার সহযাত্রী। লোকটা, মশাই এক আস্ত ইয়ে। যে ভদ্রলোক মারা গেলেন, তাঁরই পরিচারক আর কি। আমি তার কামরায় গেলাম। কিন্তু, তিনি ছিলেন না, হয়তো গিয়েছিলেন প্রভুর পরিচর্যা করতে, একটু বাদে ফিরে এলেন। ফিরে তো এলো। কিন্তু কি আশ্চর্য। কথাও বলে না যে। একদম গোমড়ামুখো। ওই রকমই মশাই ইংরেজ জাতটা। তা, মানুষটা এসেই বসলেন এক বই খুলে। আর এর মধ্যে আমাদের বিছানা ঠিক করতে এল কণ্ডাক্টর।

—৪ ও ৫ নম্বর বার্থ। তাই তো?

হ্যাঁ, ওপরেরটা আমার। আমি তখন নিজের জায়গায় উঠেছি। ইংরেজ ব্যাটা, মনে হল, দাঁতের ব্যথায় কাতর। দাঁতের গোড়ায় কী একটা দাওয়াই লাগাতে লাগলো, কী, বিশ্রী গন্ধ ওষুধটার বাপ্। ব্যাটার সঙ্গে আলাপের চেষ্টা করেও যখন ব্যর্থ হলাম, তখন ধরালাম ইয়েটা—

—ইয়েটা—পাইপ না সিগারেট?

—সিগারেট মশাই। সিগারেট। আমি পাইপ ফাইপ টানি না।

—যাক্‌গে, কী করলেন তারপর।

—কি করবো আবার। ঘুমোলাম।

—আচ্ছা, আপনি শিকাগোয় গেছেন কোনদিন্? প্রশ্ন করলেন ব্যুক।

—হ্যাঁ, খাসা শহর। কোথায় যাইনি বলুন না আমেরিকার? দেশটা কিন্তু ভারি মজার।

—নোটবই এগিয়ে দিতে দিতে পোয়ারো বললেন

—আপনার স্থায়ী ঠিকানাটা এখানে লিখে দিন।

—আর কিছু? লিখে দিয়ে ফসকারেল্লি বল্লেন—নেই? তবে আসি। ট্রেনটা মশাই কখন যে চলবে!

—একটা ভাল কনট্রাক্ট পেয়ে যাচ্ছিলাম মিলানে, দাঁওটা মাঠে মারা যাবে।

বিদায় নিলেন ফসকারেল্লি।

॥ এগার ॥

—নাম কি ?

মেরি হারমিযন ডেবেনহ্যাম ?

বয়স—ছাব্বিশ ?

—হ্যাঁ।

—ইংরেজ ?

—হ্যাঁ।

—দয়াকরে এখানে লিখে দেবেন আপনার স্থায়ী ঠিকানাটা ?

লিখে দিলেন মেরি ডেবেনহ্যাম, এবং এই অবসরে পোয়ারো একটু ভাল করে, তাঁকে দেখে নিলেন।

চমৎকার সুন্দরী মেরি ডেবেনহ্যাম। ফিটফাট কালো পোষাক। মানিয়েছেও বেশ, পরিপাটি আঁচড়ানো মাথার অলক দাম, কোথাও নেই একচুল অবিন্যস্ততা, পোশাকে-চুলে, কথায় স্বভাবে, কোথাও নেই।

শ্রীমতী ডেবেনহ্যামের সংযত স্বভাব সৌন্দর্য ছাড়াও আরেকটি গুণ আছে। তার নাম ব্যক্তিত্ব।

—গতরাতের ঘটনা সম্পর্কে যা যা জানেন, কিছু বলুন না আমাদের ? পোয়ারো অনুরোধ জানালেন।

— জানাবার মত কিছু নেই। আমি ঘুমিয়েছিলাম।

ট্রেনে যে এইরকম একটা বিশ্রী ঘটনা ঘটে গেল এতে আপনি কি দুঃখিত নন ?

অপ্রত্যাশিত প্রশ্ন। মেরি ডেবেনহ্যাম বিস্মিত-ঠিক বুঝতে পারছি না, কি বলতে চাইছেন ?

—প্রশ্নটা কিন্তু খুব সোজা। বেশ, আবার জিজ্ঞাসা করছি ট্রেনে যে খুনটা হয়ে গেল এতে আপনি কি বিচলিত বোধ করেননি ?

—এ নিয়ে অবশ্য আমি কিছু ভাবিনি। আর বিচলিতও হইনি।

কেন ! খুনটা কি নৈমিত্তিক ঘটনা ?

—তা কেন। তবে, ঘটনাটা বিচ্ছিরি-এতে সন্দেহ নেই।

—সত্যি আপনি খাঁটি ইংরেজ। হাসলেন পোয়ারো, আবেগের বাজে খরচ পছন্দ করেন না একদম। পোয়ারোর কথা ডেবেনহ্যামকে হাসালো।

—আচ্ছা, যে মানুষটা খুন হয়েছে, তার সঙ্গে আগে পরিচয় ছিল আপনার ?

—না। খানা-কামরায় ওঁকে প্রথম দেখেছি। হ্যাঁ, গত কালকেই।

—ভাল করে লক্ষ্য করেছিলেন ?

—না।

—কেমন মানুষ মনে হলো ওনাকে ?

—তা নিয়ে কিছু ভাবিনি।

—ডেবেনহ্যামের দিকে কিছুক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলেন পোয়ারো। তারপর জানালেন—বুঝতে পারছি, আপনার পছন্দ নয় আমার এই তদন্ত পদ্ধতি। হয়তো ভাবছেন, কোন ইংরেজই এভাবে তদন্ত করতেন কি না। ইংরেজ পদ্ধতিতে তদন্ত চললে হয়তো একটি অপাসঙ্গিক কথাও জিজ্ঞাসা করতাম না, কিন্তু আমার তদন্তের একটি নিজস্ব বৈশিষ্ট আছে। অল্প থেমে পোয়ারো আবার বললেন—ব্যাপারটা হচ্ছে, আমি যাকে প্রশ্ন করবো, তাঁকে প্রথমে ভাল করে দেখে নিতে চাই। কারণ এতেই তাঁর স্বভাব সম্পর্কিত এক সংক্ষিপ্ত কিন্তু সঠিক ধারণা গড়ে নেওয়া যায়। এবং তারপর প্রশ্ন করি সে ধারনা অনুসারেই। যে লোকটাকে আপনার আগে ডাকা হয়েছিল একটু বেশী বকতে তিনি পছন্দ করেন। কিন্তু আমি একটিও অপ্রাসঙ্গিক কথা বলতে সুযোগ দিই নি তাকে। এখন এলেন আপনি,

দেখেই বুঝলাম, অত্যন্ত গোছালো ধরনের আপনার স্বভাব। আপনি বাজে কথা বলার পাত্রী নন। বিশ্বাস করুন, সেজন্যই অন্য ধরনের প্রশ্ন করেছি আপনাকে। আসলে আমি জানতে চাই, আপনি সত্যিই কী ভাবছেন এই ঘটনা সম্পর্কে। আমার পদ্ধতি সম্পর্কে এখন আপনাব মতটা বলে ফেলুন তো ?

—মাপ করবেন, আমি এতে সময় অপব্যায় ছাড়া আর কিছুই খুঁজে পাচ্ছি না। নিহত র‍্যাশেটকে দেখে আমাব কি মনে হয়েছিল জেনে নিশ্চয়ই খুনীকে সনাক্ত কবা যাবে না।

—র‍্যাশেট লোকটা সত্যি কে আপনি জানেন ?

—সে কথা এখন হুবার্ডের দয়ায় আব কাবো জানতে বাকী আছে কি ?

—ডেজি-হত্যা সম্পর্কে কি মনে হয় আপনাব ?

—ঘটনাটা নিঃসন্দেহে ঘৃণ্যতম অপরাধ।

—বাগদাদ থেকে আপনি আসছেন তো ?

—হ্যাঁ।

—গন্তব্য লণ্ডন ?

—হ্যাঁ।

—কর্মস্থল কি বাগদাদেই ?

—হ্যাঁ।

—ছুটিতে চললেন ?

—হ্যাঁ।

—ছুটির শেষে বাগদাদেই ফিরছেন তো ?

—কিছু ঠিক নেই। ভাল লাগেনা প্রবাসে পড়ে থাকতে, চেষ্টা করবো ছুটিব মধ্যেই দেশে একটা কাজ যোগাড় করে নিতে। পেয়ে গেলে ভালই। না পেলে ফিরে যাবো বাগদাদেই।

—তাই ভাবছিলাম। তা, দেশে গিয়ে এবার বিয়ে করে সংসারী হবার ইচ্ছে আছে ?

ডেবেনহ্যাম কোন উত্তর দিলেন না। তাঁর মুখে বিরক্তির ছাপ বলে দিল এ বিষয়ে আলোচনা করতে তিনি নারাজ। এবং পোয়ারোর অনাবশ্যক মন্তব্য অশিষ্টতা বলেই মনে করেন তিনি।

ডেবেনহ্যামের বিরক্তি উপেক্ষা করেই পরবর্তী প্রশ্ন করেন পোয়ারো —লাল রঙের ড্রেসিং গাউনটা আপনাব না?

—না। আমার নয়।

—আপনার নয়। অর্থাৎ অন্য কারো?

—হ্যাঁ।

—কার? প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ে পোয়ারো জিজ্ঞাসা করলেন—তবে কার?

কেমন যেন থতমত খেয়ে গেলেন ডেবেনহ্যাম।

—কার? সে কথা আমার পক্ষে বলা কি করে সম্ভব। সম্ভব মানে, জানি না। আমার ঘুম ভেঙ্গে যায় ভোর পাঁচটায়। ভাবলাম কোন স্টেশন বুঝি। গাড়ীটা থেমেছে। কামরার দরজা খুলে উঁকি দিলাম বাইরে। আর তখনই দেখলাম, কে একজন করিডর দিয়ে হেঁটে গেলেন। তার পরনে ছিল লাল—ড্রেসিং গাউন।

—তাকে কেমন দেখতে?

—অতটা লক্ষ্য করিনি। এমনকি তার মুখও নজরে আসেনি আমার। মনে হল শুধু, তার গড়ন একটু লম্বাটে, ছিপছিপে ধরনের। এবং সেই ড্রেসিং গাউনের উপর এমব্রয়ডারি করে তোলা ছিল এক ড্রাগন মূর্তি।

—তা ছিল। পোয়ারো গম্ভীর হয়ে বলেন, আসতে পারেন আপনি। আপাতত দরকার নেই। পরে অবশ্য হতে পারে।

চলে গেলেন মেরি ডেবেনহ্যাম।

ভীষণ চিন্তিত বোধ হল পোয়ারোকে। মৃদুস্বরে তিনি যেন বললেন—কিছুই তো বোঝা গেল না।

।। বারো ।।

ডেকে পাঠানো হল ইল্ডগ্রেদ স্মী' কে। নিশ্চুপে পোয়ারোর টেবিলের সামনে এসে তিনি দাঁড়ালেন। মানুষটা শান্ত শিষ্ট নিরীহ ধরনের। বোঝা গেল, উনি ভীত।

বসুন। দাঁড়িয়ে কেন। পোযারো বললেন। তাঁর কণ্ঠস্বরে বলে দিল শ্রীমতী স্মীর সঙ্গে যথেষ্ট ভদ্র ব্যবহার করবেন তিনি।

পোয়ারো প্রথমে ভদ্রমহিলাকে তাঁর নাম ঠিকানা লিখতে অনুরোধ জানালেন। তারপর শুরু হল প্রশ্ন-উত্তরের পালা। কথাবার্ত্তা হল ওদের জার্মান ভাষায়।

শ্রীমতি স্মীকে পোযারো বললেন, আমরা জানতে চাই গতকাল রাত্রে কি কি ঘটেছিল। অবশ্য হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে, আমরা জানি, আপনি হয়তো কিছুই বলতে পারবেন না। তবু প্রশ্ন করি, কারণ, গতকাল হয়তো আপনি এমন কিছু শুনে কিংবা দেখেছেন, যা আমাদের খুব কাজে আসতে পারে। সেরকম কিছু থাকলে লুকোবেন না।

—আমি যে কিছুই জানি না। উত্তরটা বোকা বোকা মুখের শ্রীমতী স্মীর।

—আশাকরি আপনি জানেন, গতকাল রাতে আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন আপনার কর্ত্রী।

—নিশ্চয়ই জানি।

—কখন সেটা?

—তা জানি না। তখন ঘুমচ্ছিলাম আমি। কণ্ডাক্টর এসে ডাকলো। উঠেই তাড়াতাড়ি করে ছুটে গেলাম।

—আর। যাওয়ার সময়ে গায়ে চড়িয়ে নিলেন আপনার লাল রঙের ড্রেসিং গাউনটা। তাই না?

শ্রীমতী স্মী হাঁ করে পোয়ারোর দিকে চেয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর বললেন না। আমি পড়ি না ড্রেসিং গাউন। ড্রেসিং গাউন পড়ে কর্ত্রীর কাছে যাই-ও-না কখনো। আর, তাছাড়া, আমার ড্রেসিং গাউন লাল নয়।

—ভুল হয়েছে আমার। পোয়ারো জিজ্ঞাসা করেন—এরকম রাতবিবেতে আপনার কর্ত্রী কি প্রায়ই আপনাকে ডাকাডাকি করেন?

—করেন। শ্রীমতী স্মী'র মুখে বিষণ্ণ ম্লান হাসি, অবশ্য দোষ নেই ভদ্রমহিলার। রাত্রে ওঁর ভাল ঘুম হয় না প্রায়ই।

—কর্ত্রীর ওখানে কী করলেন গিয়ে?

—গা হাত একটু টিপে দিলাম গিয়ে। এক সময় উনি ঘুমিয়ে পড়লেন। আমি ও চলে এলাম আলো নিভিয়ে।

—ওঁর কামরায় কতক্ষণ ছিলেন?

—প্রায় আধঘণ্টা।

—এর মধ্যে বেরোননি তো ওঁর কামরা থেকে?

—হ্যাঁ, একবার। আমার কামরায় এসেছিলাম। কর্ত্রীর জন্য একটা বাড়তি কম্বল নিয়ে গেলাম। ভয়ঙ্কর ঠাণ্ডা পড়েছিল কাল। কর্ত্রী ঠাকুরুনের আবার বাতের ব্যামো। একটু বেশীই লাগে ওঁর গরম কম্বল।

—হুম্। তারপর?

—নিজের কামরায় এসে শুলাম শুধু···

—শুধু, কী? বলুন?

—তেমন কিছু না, মানে, কর্ত্রীর কামরা থেকে বেরিয়ে নিজের কামরায় যখন ফিরছি আমি সেই সময়, কণ্ডাক্টর একটি কামরা থেকে বেরিয়ে দৌড়তে দৌড়তে অন্য দিকে চলে যাচ্ছিল। আরেকটু হলেই আমার গায়ে ধাক্কা লেগে যাচ্ছিল আর কি।

—ও-কিছু না। কণ্ডাক্টর একা, এত জনের হেফাজত সামলাতে গিয়ে নাজেহাল হয়ে পড়েছিল। শ্রীমতী স্মী'কে যেন আশ্বস্ত করলেন পোয়ারো।

—সে কথা বলছি না। শ্রীমতী স্মী বললেন, আমাকে ডেকেছিল যে কণ্ডাক্টর, আর যার কথা বললাম এইমাত্র, এরা দুজন কিন্তু আলাদা মানুষ।

—সে কি?

—হ্যাঁ।

—তাকে দেখলে চিনতে পারবেন আপনি?

—হ্যাঁ।

পোয়ারো ব্যুককে চুপিসারে কি বলেন। কামরা থেকে বেরিয়ে যায় ব্যুক। অবশ্য তখন আবার ফিরে আসেন। তার মধ্যেই পরবর্তী প্রশ্নে পৌঁছে গেছেন পোয়ারো।

—আচ্ছা, শ্রীমতী স্মী, আপনি কখনো আমেরিকায় যান নি?

—না।

—যে মানুষটা নিহত হল, তার প্রকৃত পরিচয় জানেন?

—এক শিশুকে চুরি করে তাকে হত্যা করেছিল সে।

—শুনেছি। শ্রীমতী স্মীর চোখে জল আসে। বুঝতে পারি না, ভগবান কেন যে এমন ঘটনা ঘটতে দেন পৃথিবীতে!

—দেখুন তো, এই রুমালটা আপনার না?

—না। অত দামী রুমাল আমার হতে যাবে কেন?

—এটা কার আপনি জানেন?

—ন্—না—আ। তাঁর কণ্ঠের দ্বিধাটুকু ঠিক পৌঁছে গেল পোয়ারোর কানে।

—আপনি তো দারুণ রান্না করতে পারেন। তাই তো? হেসে ঘরোয়া প্রশ্ন করেন পোয়ারো।

—নিজে বলি কি করে বলুন আপনি? শ্রীমতীর মুখে খুশী-খুশী

রঙ। তবে যে সব বাড়িতে কাজ ক'রছি রান্নার সেখানেই সুখ্যাতি পেয়েছি রান্নার।

পোয়ারোকে এই সময় চুপি চুপি কি যেন বলেন ব্যাক। স্মী'কে পোয়ারো বললেন,—মোট তিনজন কণ্ডাক্টর এই ট্রেনে। তাদের সবাইকে ডাকা হয়েছে। তারা উপস্থিত এখানে। এখন চিনিয়ে দিন গতকাল রাতে কাকে আপনি করিডর দিয়ে ছুটে যেতে দেখেছিলেন।

ব্যাকের আদেশে শ্রীমতী স্মীর সামনে এসে দাঁড়ালো তিনজন কণ্ডাক্টর। তিনি তাদের ভাল করে দেখে বললেন—এদের মধ্যে সে তো নেই।

—তাহলে ভুল করেছেন আপনি। এরা ছাড়া তো এই ট্রেনে আর কণ্ডাক্টর নেই।

—না। ভুল করছি না। সকলেই এরা বেশ লম্বা। যাকে আমি দেখেছিলাম, সে বেঁটে গায়ের রঙ লালচে। এবং আমার গায়ে যখন হুমড়ি খেয়ে পড়ল, তখন বলেছিল "পারদোঁ" (মাপ করবেন) হ্যাঁ, ভালই মনে আছে, গলার স্বরটা অদ্ভুত, মেয়েলী ঢঙের।

॥ তের ॥

লোকটি বেঁটে। রঙ লালচে। স্বর মেয়েলী। উঁহু। হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দিলেন ব্যাক।

—কিছুই যে বুঝতে পারছি না হে!

যে শত্রুর কথা র‍্যাশেট বলেছিল, সেকি তবে ট্রেনেই ছিল? ছিল যদি গেল কোথায়? উবে তো যাবে না? না। মাথা ঘরছে আমার। দোহাই বন্ধু, বলুন কিছু। অসম্ভব জিনিসটা সম্ভব হল কি করে?

—শেষ কথাটা সুন্দর বলেছেন আপনি—পোয়ারো বললেন। জিনিসটা যখন অসম্ভব তখন তো সম্ভাব্যের কোন প্রশ্নই ওঠে না। সুতরাং, বাইরে থেকে যাকে মনে হচ্ছে অসম্ভব, আসলে সেটা সত্যি সম্ভব হতেও তো পারে।

—তবে বলুন, গতকাল রাতে সত্যি কি হয়েছিল ব্যাপারটা?

—জাদুকর নই আমি, আমিও আপনার মত কম বিস্মিত নই। ব্যাপাটার যতই গভীরে যাচ্ছি, বহস্যের জাল ততই জটিলতব হতে দেখছি।

—মানে? আমরা যে তিমিবে ছিলাম, সেই তিমিবেই পড়ে আছি। এগুচ্ছি না।

—এগিয়েছি ঠিকই। জেনেছি কতকগুলো জিনিস। শুনেছি যাত্রীদের সাক্ষ্য।

—তাঁরা কী বলেছেন আমাদের? কিচ্ছু না।

—আমি তা মনে করি না কিন্তু।

—শ্রীমতী স্মী ও শ্রীযুক্ত হার্ডম্যান আমাদেব জ্ঞানবৃদ্ধিতে সামান্য সাহায্য কবেছেন অবশ্য। কিন্তু এতে তো বহস্য জাল আবো জটিলতব হয়েছে।

—না, না, না, বন্ধুকে সান্ত্বনা দেওযাব মত পোঁয়াবো বললেন, তা, ঠিক নয়।

—তাহলে আপনিই বলুন ব্যাপাবটা কী? পোয়ারো জানালেন আপাতত ঘটনাব যে ছবি আমবা দেখেছি তার কথাই ভাবা যাক্। কেমন? প্রথমতঃ কতকগুলো এমন খবব আমাদেব হাতে, যাকে নিয়ে কোন বির্তকের অবকাশ থাকতে পাবে না।

—যেমন?

—এক নম্বব, গতরাতে র‍্যাশেট বা কাসেট্টি নিহত হযেছে এই ট্রেনে। বারোটি জায়গায় ছোবাব আঘাত আছে তার দেহে।

—তাবপব?

—তদন্তের ব্যাপারে, আমার মতে, এর পরের গুরুত্বপূর্ণ জিনিসটা হল সময়। হত্যার সময়।

—সেটাও জানি। ব্যুক বলেন, রাত সোয়া একটা। তাহলে, যা জেনেছি আমরা এর স্বপক্ষে সায় দিচ্ছে তার সব কিছুই।

—উঁহু, সব কিছু নয়। ব্যুকের কথা পোয়ারো পুরোপুরি মেনে নিলেন না। তবে আপনার বক্তব্যের অনুকূলে যে কিছু যুক্তি আছে, স্বীকার করি।

—তবু ভাল। আপনি আমার কিছু কথা স্বীকার করছেন এতেই খুশী আমি। ব্যুকের স্বরে খুশীর চেয়ে অনুযোগের সুরটাই বাজলো বেশী।

পোয়ারো তাঁর বক্তব্যে চলে এলেন—হত্যার সময় সম্পর্কে সম্ভবনা আছে তিনটি। এক, যা বলেছেন আপনি, অর্থাৎ সোয়া একটা। এর সঙ্গে শ্রীমতী স্মী'র সাক্ষ্য মিলে যায় আমাদের ডাক্তারেরও মোটামুটি সেই ধারনা। দুই, ওই সময়ের পরে সংঘটিত হয়েছে হত্যাকাণ্ড। ঘড়ির কাঁটা এগিয়ে দেওয়া হয়েছে ভুল বোঝানোর জন্যে। তিন, ওই সময়ের আগেই হয়েছে হত্যাকাণ্ড। এবং ঘড়ির কাঁটা পিছিয়ে রাখা হয়েছে ভুল বোঝাবার জন্যে। যদি এখন ধরে নেওয়া যায়, খুনটা হয়েছে রাত্রি সওয়া একটাতেই। তাহলে প্রশ্ন উঠবে, হত্যাকারী কে? কোথায় আছে সে? অবশ্য ধরেই নিচ্ছি, তাঁর পক্ষে কোচ ছেড়ে যাওয়া সম্ভব নয়।

যাত্রীদের সাক্ষ্য এবার একটু বিশ্লেষণ করে দেখা যাক। বেঁটে এবং নারী-গলা-লোকটার কথা আমরা প্রথম শুনলাম কার মুখে? হার্ডম্যানের মুখে। হার্ডম্যান আবার কোন সূত্রে জেনেছিল? র‍্যাশেটের কাছে। হার্ডম্যানের কথা সত্যি না মিথ্যে, আমাদের এখন যাচাই করার সুযোগ-সময় কোথায়? নেই।

এখন পরের প্রশ্ন, হার্ডম্যানের গুপ্ত পরিচয়টা কি সত্যি? নিউ ইয়র্ক ডিটেক্‌টিভ এজেন্সির সে কি সত্যি কোন কর্মী?

এইসব কেসের একটা বৈশিষ্ট্য আছে। সাধারণ যেসব সুযোগ-সুবিধা পাওয়া যায় কোন হত্যাকাণ্ডের সমস্যা সমাধান করতে গেলে এখানে কিন্তু, তার কোনটিই পাওয়া যাবে না। এর সমাধান করতে হবে সম্পূর্ণ বুদ্ধির ওপর নির্ভর করেই। আর যাত্রীরা নিজেদের পরিচয় দিতে গিয়ে যা যা বলেছেন, নানা কারণে তা যাচাই হওয়া অসম্ভব। অবশ্য হার্ডম্যানের প্রসঙ্গ আলাদা। খুব শীঘ্রই তার পরিচয়ের সত্যতা জানা যাবে।

সুতরাং হার্ডম্যান আপনার সন্দেহ থেকে মুক্তি পাচ্ছে তো? ডাক্তার জিজ্ঞাসা করলেন।

—কখনো না। পোয়ারো বললেন, এটুকুই আমি বলেছি, নিজের সম্পর্কে হার্ডম্যানের কথাকে আমি মনে করছি সত্যি বলেই। এখন দেখা দরকার, আর কারো সাক্ষ্য থেকে হার্ডম্যানের কথার সত্যতা যাচাই করা যায় কি না। উত্তর হল, হ্যাঁ, এবং অপ্রত্যাশিত ভাবে। শ্রীমতী স্মী' বলেছেন, হার্ডম্যান কথিত বেঁটে লালচে মেয়েলি স্বরের লোকটিকে তিনি দেখেছেন। আর কিছু যুক্তি আছে এই-কথার স্বপক্ষে? হ্যাঁ, আছে। হুবার্ডের কামরায় পাওয়া বোতামের কথা ভাবুন। আরেকটি লক্ষ্যণীয় ব্যাপার আছে। যেটা হয়তো কারো চোখেই পড়েনি।

—সেটা আবার নতুন কী?

—যখন নিজেদের মধ্যে গল্প করছিলেন ম্যাককুইন ও আবার্থনট, তখন কণ্ডাক্টর তাঁদের কাছ দিয়ে চলে যান। আবার কণ্ডাক্টার মিশেলের কথায়, বিশেষ কারণ ছাড়া সে তার জায়গা ছাড়েনি।

—তাঁর কারণগুলো তো মিশেল বলেছে।

—হ্যাঁ, তা বলেছে। শুধু আশ্চর্য। ম্যাককুইন ও আর্বাথনট কথা বলছিলেন যেখানে অর্থাৎ ম্যাককুইনের কামরায় যাবার মত কোন কারণ তো কণ্ডাক্টরের দিক থেকে কোনবারই ঘটেনি।

সুতরাং বেঁটে, লালচে কণ্ডাক্টরের পোশাক পরা মেয়েলী কণ্ঠস্বরের

লোকটির প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অস্তিত্বের মোট চারটি প্রমাণ পাওয়া যায়। এতক্ষণ পোয়ারোর কথা ধৈর্যের সঙ্গে শুনছিলেন বুক।

তিনিই হঠাৎ অধৈর্য নিয়ে বলে ওঠেন।

—আপনার বিশ্লেষণের তারিফ করা যায়। খুব সতর্কতায়, একটু একটু করে আপনি এগোচ্ছেন বটে। তব মূল লক্ষ্য এখনো বহুদূর—লোকটা কোথায় গেল ?

—কোথায় গেল ? পোয়ারো বললেন, এখনই আমি এই প্রশ্নে পৌঁছতে চাই না। তার আগে একটা প্রশ্ন ভাবিয়ে তুলেছে আমায়।

—কি সেটা ?

—সেটা হল, লোকটির অস্তিত্ব আদৌ আছে তো ?

—কেননা, অস্তিত্ব নেই যার, তার পক্ষে অদৃশ্য হওয়া, কিংবা তাকে অদৃশ্য করে দেওয়া ভারি সহজ।

—আচ্ছা, যদি ধরা যায়, ওরকম কেউ আছে। বুক বললেন—তাহলে ? সে যাবে কোথায় ?

—দুটো উত্তর পাওয়া যায় এই প্রশ্নের।

—কি রকম ?

—এক, এই ট্রেনেরই এমন কোন গুপ্ত জায়গায় লুকিয়ে আছে লোকটি, যেখানে তাকে খুঁজে বারকরা সম্ভব নয়।

—দুই ?

—হয়তো বা ছদ্মবেশে, লোকটা এই ট্রেনেরই একজন যাত্রী সেজে আছে, যাকে চিনতে পারেনি র‍্যাশেট।

—হতেই পারে। বুকের মুখ উজ্জ্বল হল এবার। কিন্তু তৎক্ষণাৎ আবার ম্লান হয়ে গেল। তিনি বললেন -

—কিন্তু…

—আমি জানি কী ভাবছেন আপনি। বুকের মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়ে পোয়ারো বললেন—

—লোকটার উচ্চতার কথা তো ? যে লোকটাকে আমরা খুঁজছি

সে বেঁটে এবং মেয়েলী কণ্ঠস্বরের। অবশ্য র‍্যাশেটের পরিচারক ছাড়া যাত্রীরা সকলেই বেশ লম্বা। সুতরাং এক্ষেত্রেও তুটো সম্ভাব্য জিনিস দেখছি।

—যেমন ?

—এক, ইচ্ছে করলে লোকটি মেয়েলী স্বরে কথা বলে কিংবা বলতে জানে, তুই, অথবা, সে সত্যিই কোন স্ত্রীলোক, পুরুষের ছদ্মবেশে থাকার দরুণ একটু বেঁটে লাগে।

—একথা কি র‍্যাশেট জানতো ?

—জানতো হয়তো। এই স্ত্রীলোকটি, ইতিপূবে পুরুষ বেশে হত্যা করার চেষ্টায় ব্যার্থ হয়েছে। ভবিষ্যতে যে এরকম চেষ্টা আবার করবে র‍্যাশেট জানতো। এবং সেইজন্যই মেয়েলী গলায় পুরুষেব কথা বলেছিল হার্ডম্যানকে।

এইভাবেই ব্যুককে পোয়ারো র‍্যাশেটের ক্ষতচিহ্নেব কথাও উল্লেখ করলেন।

ব্যুক বললেন—না, মশাই, কোন কূলকিনারা পাচ্ছি না রহস্যের।

এই রহস্যের সমাধান হয়তো খুব সহজ বলেই আমাদের চোখে পড়ছে না। পোয়ারোর বক্তব্য।

—মানে ?

—কিছু না, পোয়ারো বললেন, আমারই কল্পনা—

—উঃ আমাব এই ওরিয়েণ্ট এক্সপ্রেসে তু-তুটো খুনা ! এমনভাবে ব্যুক বললেন, যেন এখুনি কেঁদে ফেলবেন। পোয়ারো বললেন, জটিল রহস্যকে এখন আরো জটিলতর করা যাক। এই কোচে গতকাল দেখা গেছে তুজন রহস্যময় মানুষকে। এবং তাদের একজন পুরুষ। অন্যজন নারী। একজনের পরণে কণ্ডাক্টরের য়ুনিফর্ম। অন্যজনের লাল ড্রেসিং গাউন। ওরা কারা ? সত্যিই কি পৃথক মানুষ ওরা ? নাকি একই মানুষ, তুইরূপ ? কোথায় গেল ওরা ? সেই য়ুনিফর্ম এবং লালবঙের ড্রেসিং গাউনটাই বা কোথায় ?

আচ্ছা। উঠে দাঁড়ালেন ব্যাক। যাত্রীদের জিনিসপত্র তল্লাশের ব্যবস্থা করছি। নিশ্চয়ই এবার ঐ দুটি জিনিসের সন্ধান পাওয়া যাবে। পোয়ারোও উঠলেন—একটা ভবিষ্যৎ বাণী করবো নাকি :

—কী ?

—কোন পুরুষ যাত্রীর জিনিসপত্রের মধ্যে থেকে বেরুবে লাল রঙের ড্রেসিং গাউনটা। এবং শ্রীমতী স্মীর জিনিসপত্রের মধ্যে পাওয়া যাবে য়ুনিফর্মটা।

—শ্রীমতী স্মী ? তবে কি আপনি···

—না, যা ভাবছেন, তা-নয়। যদি অপরাধী হন স্মী, তবে তার জিনিসপত্রের মধ্যে পাওয়া যেতে পারে য়ুনিফর্মটা। অবশ্য নিরপরাধ হলে তো পাওয়া যাবেই।

—একথা বলছেন কি করে ?

—আমার ক্ষুদ্র কল্পনা দিয়ে।···আরে ! একটা হৈ-চৈ কানে আসছে না ! হ্যাঁ, শব্দটা ক্রমে এগিয়ে আসছে।···ব্যাপার কী ?

দরজা খুলে গেল খানা কামরার। যাত্রীদের দল। সামনে আছেন হুবার্ড। বিকট চীৎকার করে ওঠেন তিনি—ভীষণ ! কী ভয়ঙ্কর ! আমার মেয়ে শুনলে কি করবে ? কি ভাববে ? উফ্, আমার···আমার···আমার···ঝোলার মধ্যে একটা রক্তমাখা ছোরাকে ···শ্রীযুক্তা হুবার্ড কাঁপছেন ঠক ঠক করে। সারা মুখ লালাভ। সামান্য এগিয়ে এলেন তিনি।

কথা নেই মুখে। কাঁপছেন, টলছেন মাতালের মত। এলোমেলো পায়ে এগোতে গিয়ে চকিতে বজ্রাহত বনস্পতির মত ঢলে পড়লেন মূর্ছাহত হুবার্ড। ব্যাকের ঠিক ঘাড়ের ওপরেই পড়ল তার অচৈতন্য দেহটা।

॥ চোদ্দ ॥

—ডাক্তার ঠিক সময়ে ধরে ফেললেন। নইলে, হুবার্ডের স্থূলভার ভাবে পতন ও মূর্ছা ঘটাও অসম্ভব ছিল না বুঝোর। ডাক্তার ও পোয়ারো, দুজনে মিলে টেবিলের ওপর রাখলেন হুবার্ডের অচেতন দেহটা। এবং ডাক্তারের সাহায্যে শীঘ্রই চোখ মেললেন, হুবার্ড। খানা কামরার এক কর্মচারীর তদারকিতে তাকে, সেখানেই রাখা হল। তারপর হুবার্ডের কামরার দিকে পা বাড়ালেন পোয়ারো এবং ডাক্তার।

মিশেল অপেক্ষা করছিল সেই কামরায়। ওদের দেখে সে বললো, আহ বাঁচলাম, আপনারা এসেছেন তাহলে। ভদ্রমহিলা যা চীৎকার করছিলেন! আমি ত অবাক। কি জানি, উনি আবার খুন হয়ে গেলেন নাকি? ঐ দেখুন সেই ছোরাটা। ওটা আমি ছুইনি। মিশেল দেখিয়ে দিল মেঝের ওপর পড়ে থাকা ছোরাটা পোয়ারো দেখলেন। খুবই সাধারণ জিনিস। ইস্তাম্বুলের বাজারে হরদম পাওয়া যায় এরকম ছোরা। ফলা ঋজু। মরচে পড়া দাগ এখানে ওখানে।

পোয়ারো ডাক্তারকে বললেন—কোন সন্দেহ নেই, আমরা যে ছোরাটা খুঁজছিলাম, এটাই সেই ছোরা। আবার হুবার্ড ও ব্যাশেটের মাঝের দরজাটা পরীক্ষা করে দেখলেন পোয়ারো। একটা ঝোলা ঝোলানো ছিল হুবার্ডের দিকে দরজার হাতলে। তার মধ্যেই ছোরাটা পাওয়া গেছে।

এ কামরায় তো ঢুকেই ছিল খুনী, ডাক্তার বললেন, এবং পালাবার আগে ওটা ইচ্ছে করেই ফেলে গেছে ঝোলার মধ্যে। কোন মন্তব্য করলেন না পোয়ারো। খুব চিন্তিত মনে হল তাঁকে। ইতিমধ্যে এসে

হাজির হলেন হুবার্ড। এ কামরায় আমি আর থাকছিনা। অন্য কামরায় আমার থাকবার ব্যবস্থা করে দিন আপনারা।

ব্যুক আমতা আমতা করেন—এ কোচে তো কোন কামরা খালি নেই।

—না থাক, করিডোর তো আছে। তারই একদিকে থাকবো তবু তো পাশের কামরার একটা মরা পাহারা দিয়ে বসে থাকতে হবে না। তার ওপর এই খুনীর আনাগোনা। আপনাদের আর কি? আমি মরলে আমার মেয়ে···হুবার্ড কাঁদতে শুরু করে দেন।

—কিছু ভাববেন না। পোয়ারো হুবার্ডকে বললেন। তারপর ফিরলেন ব্যুকের দিকে। —এক কাজ করুন আপনি। এই কোচে তো খালি নেই কামরা। হুবার্ডের জন্য পাশের কোচে একটা কামরা ব্যবস্থা করে দিন।

—তা হতে পারে। ব্যুকের মন্তব্য।

কান্না থামলো হুবার্ডের।

ব্যুক তার জিনিষপত্র—পাশের কোচে রেখে আসার নির্দেশ দিলেন।

কত নম্বরে রাখবো? মিশেল প্রশ্ন করলো—এই কোচের মত তিন নম্বরে কি?

উহু, পোয়ারো বললেন—একই নম্বরে রাখার দরকার নেই। বরং তুমি ওনার জিনিষপত্র বারো নম্বর কামরায় রেখে আসবার ব্যবস্থা করো।

পোয়ারো হুবার্ডের দিকে ফিরলেন -কি, খুশী ত?

হাসলেন হুবার্ড—অসংখ্য ধন্যবাদ।

—কিছু না। কিছু না। শুধু আরেকটু বিরক্ত করবো। একবার পরীক্ষা করে নেবো আপনার জিনিষপত্র। অবশ্য পরে, সব যাত্রীদের জিনিষই পরীক্ষা করে দেখা হবে।

—বেশ, দেখুন না।

—দেখা হল, কিছু পাওয়া গেল না আপত্তিজনক। সময়ও লাগত কম। যদি না হুবার্ড ডাক্তার ও পোয়ারোকে তাঁর মেয়ের একটি সুবৃহৎ এ্যালবামের প্রতিটি ছবি দেখতে বাধ্য করাতেন।

শুরু হল তল্লাশ। এক ধার থেকে প্রত্যেকটি কামরা পর পর খোঁজা হল। সহযোগিতা করলেন যাত্রীরা। যাত্রীদের কামরা-তল্লাশ করা হল এই ক্রম অনুসারে—হার্ডম্যান, কর্নেল আর্বাথ নট। প্রাঁস দ্রাগো মিরা, কাউন্ট ও কাউন্টেস আগ্রেনি, হুবার্ড (যদিও আগেই তাঁর জিনিষপত্র পরীক্ষা করা হয়েছে), ব্যাশেট, পোয়ারো (হ্যাঁ পোয়ারোর জিনিষপত্রও তল্লাশ করা হয়েছে), মেরি ডেবেনহ্যাম, গ্রেটা অলসঁ, ইল্ডাগ্রেদ স্মী (যা ভেবেছিলেন পোয়ারো, ঠিক তাই হল! কণ্ডাক্টরের সেই য়ুনিফর্মটা পাওয়া গেল শ্রীমতী স্মী'র জিনষপত্রের মধ্যে থেকেই পাওয়া গেল) এবং তা যে অন্য কোন লোকের কাজ—বোঝা গেল। য়ুনিফর্মের একটা বোতাম উধাও। ম্যাককুইন, ফসকারেল্লি, এবং মাস্টারম্যান। কারো কাছেই আপত্তিজনক কিছু পাওয়া গেল না। কয়েক বোতল ইয়ে ছিল হার্ডম্যানের কাছে। স্পষ্টই স্বীকার করে নিলেন তিনি। বললেন—তিনি সবকিছু সাফ করে ফেলবেন প্যারিসে পৌঁছুবার আগেই।

লোকটা স্পষ্টবাদী, বোঝা গেল। কাউন্টেস ও কাউন্টের এক সুটকেশের একটা লেবেল কেমন ভিজে ভিজে মনে হল। কিন্তু জিনিসটা, সেই লাল-ড্রেসিং গাউনটা কোথাও পাওয়া গেল না।

তল্লাশ শেষ। খানা কামরার দিকে আবার ফিরে চললেন ওঁরা, ডাক্তার, পোয়ারো এবং বুক। হতাশ বুক জিজ্ঞাসা করেন, কী-ই-আর করার আছে!

—দেখার যা, দেখেছি। শোনার যা, শুনেছি। কোন সম্ভবনা নেই বাইরে থেকে সাহায্য পাবার। এখন শান্ত মগ্নতায় ধীরে চিন্তা করতে হয়—পোয়ারো বললেন।

ওরা পৌঁছুলেন কামরার দরজার কাছে। পোয়ারো সিগ্রেট কেস বার করেন পকেট থেকে। সিগ্রেট ধরাবেন। কেস খালি। কখন ফুরিয়ে গেছে সিগারেট।

ভেতরে গিয়ে আপনারা বসুন। এখনি আমি ঘুরে আসছি নিজের কামরা থেকে। পোয়ারো ডাক্তার ও ব্যককে বললেন। তারপর নিজের কামরার দিকে পা বাড়ালেন। সিগ্রেট আনবেন। পোয়ারোর সিগ্রেট রাখা ছিল এক স্যুটকেশের মধ্যে। বন্ধ ছিল সেটা। কিন্তু চাবি দেয়া ছিলনা। তিনি স্যুটকেশ খুললেন। ডালা তুললেন। আতকে উঠে দেখলেন—সব চেয়ে ওপরে, পরিপাটিভাবে পাট করে রাখা সেই কিমোনো! রাঙালাল সিল্কের। তাতে আঁকা ড্রাগন।

চ্যালেঞ্জ? পোয়ারো মৃদুস্বরে বললেন ঠিক আছে। আমি অ্যাকসেপ্ট করলাম।

তৃতীয় পর্ব

॥ এক ॥

ব্যুক বললেন—এই রহস্যের কিনারা যদি করতে পারেন তাহলে ধরে নেব, মিরাক্‌ল বলে সত্যি কিছু আছে। আজো ঘটে অঘটন।

—সত্যি! এই ব্যাপারটাকে কেন আপনি অন্তহীন—রহস্যের মর্যাদা দিতে চান?

—না দিয়ে যাই কোথায়? এর মাথামুণ্ডু কিছুই যে বুঝতে পারছি না।

ডাক্তার বললেন—আমিও না। সত্যি বলতে, ভেবে পাচ্ছিনা আমি, এরপর কী করার থাকতে পারে আপনার।

সিগারেট ধরালেন পোয়ারো। ধীরে বললেন, কোনো সন্দেহ নেই, খুব, অদ্ভুত এই ধরণের কেসটা। সাধারণভাবে কোন সত্য নির্ধারণের যে উপায়গুলো থাকে এখানে তার কোনটাই নেই। এখন খুঁজে বার করতে হবে আসল উপায়টা। কী ভাবে? বুদ্ধি খাটিয়ে।

—চমৎকার সব কথাতো বলে যাচ্ছেন। ব্যুক বললেন। কিন্তু কাজ শুরু করবেন কোথা থেকে শুনি?

কেন? সাক্ষ্য থেকে। আমাদের নিজেদের চোখের সাক্ষী। যাত্রীদেব সাক্ষী!

—আর বলবেন না যাত্রীদের সাক্ষ্যব কথা। ও থেকে কি কিছু পাওয়া যাবে।

—এবিষয়ে কিন্তু একমত হতে পাবলাম না আপনার সঙ্গে। পোয়ারো জানান—আমাব ধারণা, অনেক লক্ষণীয় জিনিস আছে যাত্রীদের কথায়।

—কথা?

—দৃষ্টান্ত দিচ্ছি একটা। প্রথম কার কথা শুনেছিলাম আমরা ?

—ম্যাককুইনের।

—হ্যাঁ। খুব তাৎপর্যপূর্ণ কথা ছিল তাঁর বক্তব্যে।

—চিঠিতে ?

—না। যদ্দুর মনে আছে আমার, তিনি বলেছিলেন,—

নানান দেশ ভ্রমণ করেছি আমরা। দেশ ভ্রমণই ছিল র‍্যাশেটের নেশা। তবু ইংরেজী ছাড়া কোনো ভাষাই জানতেন না তিনি। যদিও চাকরিটা আমার ছিল সেক্রেটারীর। বলতে গেলে বলা যায় কাজটা—ছিল দোভাষীর। সময়টা কেটেছে ভালই। ব্যুক ও ডাক্তার তাকিয়ে রইলেন ভাবলেশহীন মুখে।

—বুঝতে পারছি, আপনারা এখনও বুঝতে পারেননি এ কথার তাৎপর্য। পোয়ারো বলতে থাকেন—এ কথার সোজা মানে এই যে, র‍্যাশেট ছিল ফরাসীতে অজ্ঞ। তার কামরা থেকে, গতরাতে, কণ্ডাক্টর যখন ডাক-ঘন্টি শুনে ছুটে গিয়েছিলেন, তখন সে ভিতর থেকে আসা কণ্ঠস্বরে শুনেছিল—"সে নে রিঁয়া, জে মে সুই এম্পে।" মনে পড়ে ?

হ্যাঁ হ্যাঁ, ব্যুক বললেন, তাহলে সেটা ভেতর থেকেই খুনী বলেছিল।

—আস্তে, বন্ধু, আস্তে। পোয়ারো বললেন, যতটা জানি, তার চেয়ে বেশী আন্দাজ করা ভুল হবে। তবে নিশ্চিতভাবে আমরা বলতে পারি, র‍্যাশেটের কামরায় অন্য লোক ছিল—সেই রাতে, এবং তা ঠিক একটা বাজতে তেইশ মিনিটে। সুতরাং লোকটি হয় ফরাসী, নয়তো কথা বলতে পারে ঠিক ফরাসীর মতই।

—বড্ড বেশী তর্কে চলে যান আপনি।

—স্টেপ বাই স্টেপ ওঠাই তো নিয়ম। তবে, র‍্যাশেট যে ঐ সময়ে মৃত, এরকম ধারনা কি করতে পারি আমরা ?

—এবং সেই আর্তস্বর যা শুনেছিলেন আপনি !

—ঠিক।

—তবে অন্যদিক দিয়ে ভাবলে বোঝা যাবে ব্যাশেটের কামরায় ফরাসীবলা লোকটির কথা জেনে খুব একটা কাজে লাগলো আমাদের। ব্যুক বললেন পোয়ারোকে—আপনি র‍্যাশেটেব কামরায় কোন একজনের চলাফেরার শব্দ শুনেছিলেন। এবং সে যে র‍্যাশেট নয়, তা নিশ্চিত। সে তখন, আসলে, তার কাজ সেরে হাতটা ধুচ্ছে খুনের প্রমাণ কিংবা শব্দগুলি সরিয়ে ফেলছে। কিংবা বলতে পারেন, নষ্ট করছে। খুবই ধুবন্ধর সে। সম্ভবতঃ চিঠিটাও সে পুড়িয়ে ফেলেছে সেই সময়ে। তারপর—সব ঠিকঠাক করে চুপটি করে অপেক্ষায় ছিল কিছুক্ষণ। এবং যখন বুঝলো, বিপদের কোন আশংকা নেই, করিডর ফাঁকা, তখন র‍্যাশেটের কামরা ভিতর থেকে বন্ধ করে, মাঝের দরজা দিয়ে ঢুকলো শ্রীযুক্তা হুবার্ডের ঘরে, যেমনটি আমরা ভেবেছিলাম আর কি! শুধু তফাৎ, ঘড়ির কাঁটা সরিয়ে আধঘণ্টার মত কিছু আগে খুনটা করা হয়েছিল।

—যদি সরানোই হয়ে থাকে কাঁটা। অবশ্যই আমি বলছি "যদি"র কথা, তাহলে সেটা কি খুব বুদ্ধিমানের মত কাজ হয়েছে?

—সেক্ষেত্রে আমরা বুঝবো, পোয়ারো বললেন, যে সময়টা দেখানো হয়েছে ঘড়িতে, খুনী সে সময়ে ছিল অন্য কোথাও, কেননা এতে প্রমাণ করা সহজ। এই মতলবেই কাঁটা সরানো হয়েছিল।

ডাক্তার মাথা নাড়লেন—কথাটার পিছনে যথেষ্ট যুক্তি আছে।

—তবুও আমাদের একটা কথা ভেবে দেখা দরকার পোয়ারো বললেন, কখন র‍্যাশেটের কামরায় ঢুকলো আততায়ী অবশ্য যদি সে ঢুকে থাকে কণ্ডাক্টরের ছদ্মবেশে। একমাত্র ঐ বেশেই তার পক্ষে ঢোকা সম্ভব ঐ সময়ে। সময়টা হচ্ছে, যখন ভিনকোভকিতে থেমেছিল ট্রেনটা। কেননা, আসল কণ্ডাক্টর ঐ সময়ে প্লাটফর্মে নেবে ঘুরতে গিয়েছিল। যাত্রীদের চোখে খুব সহজ কণ্ডাক্টরের ছদ্মবেশে ধোঁকা

দেওয়া। তবুও একটা সম্ভবনা থাকে। সেটা হল আসল কণ্ডাক্টরের হাতে ধরা পড়ার।

আবার এদিকে সত্যিকার কণ্ডাক্টর হয় ঘুরে বেড়াচ্ছে করিডরে, নয়তো বসে আছে তার জায়গায়। সে একবার নামলো ভিনকো ভকিতে। কণ্ডাক্টরের ছদ্মবেশে খুনীর পক্ষে এই হচ্ছে ঠিক সময় এক কামরা থেকে বেড়িয়ে অন্য কামরায় গিয়ে ঢোকা।

সুতরাং, ব্যুক বললেন, এখানকার আপনার বিশ্লেষণ ও আপনার আগেকার যুক্তি আমাদের যে সত্যের দিকে ঠেলে দেয়। তাতে বোঝা যায়, যাত্রীদের মধ্যেই লুকিয়ে আছে খুনী। আমরা ঘুরছি গোলক ধাঁধায়। ঠিক যেখান থেকে শুরু করেছি যাত্রা, ফিরে হাজির হচ্ছি ঠিক সেই জায়গায়। এখন আমাদের সামনে যে প্রশ্ন, তদন্তের আগেও ছিল সেই একই প্রশ্ন—যাত্রীদের মধ্যেই তো আছে হত্যাকারী। কিন্তু কে সে?

ব্যুকের কথা শুনে পোয়ারো হাসলেন। একটা বড় কাগজ ব্যুকের হাতে দিয়ে জানালেন—আমার চিন্তাকে সাহায্য করবে ভেবে, এই তালিকাটা তৈরী করা হয়েছে। আপনারাও ইচ্ছে করলে, দেখতে পাবেন এটা।

ডাক্তার এবং ব্যুক, কাগজটার ওপর ঝুঁকে পড়লেন দুজনেই। কাগজের লেখা ছিল—হেক্টর ম্যাককুইন—আমেরিকান নাগরিক। ৬নম্বর বার্থ। দ্বিতীয় শ্রেণী।

উদ্দেশ্য—মৃতের সঙ্গে সম্পর্কের ফলে উদ্ভূত কিছু থাকা অসম্ভব নয়।

অ্যালিবাই—[অপরাধ ঘটা কালীন অনত্র থাকায় রেহাই পাওয়ার দাবী।] রাত ১২টা থেকে ২টো। (রাত ১২টা থেকে ১ ৩০ মিঃ পর্যন্ত কর্ণেল আবার্থনট কর্তৃক এবং ১-১৫ মিনিট থেকে ২টা পর্যন্ত কণ্ডাক্টর কর্তৃক সমর্থিত।

বিরুদ্ধ সাক্ষ্য—কিছু নেই।

সন্দেহজনক কিছু—নেই।

কণ্ডাক্টর, পিয়ের মিসেল—ফরাসী।

উদ্দেশ্য—কিচ্ছু নেই।

অ্যালিবাই—রাত বারোটা থেকে ২টো। (১২ ৩৭ মিনিটে র‍্যাশেটের কামরা থেকে যখন শোনা গেছিল ফরাসী কথা, সেই সময় তাঁকে করিডোরে দেখেছিল পোয়ারো। রাত্রি ১টা থেকে ১ ১৬ মিনিট পর্যন্ত তার গতিবিধি অন্য তুজন কণ্ডাক্টর কর্তৃক সমর্থিত।

বিরুদ্ধ সাক্ষ্য—নেই।

সন্দেহজনক কিছু—অন্য একটি য়ুনিফর্ম পাওয়া গেছে। যেটা সন্দেহ থেকে অনেকটা মুক্তি দিয়েছে মিশেলকে।

এডওয়ার্ড মাস্টাব ম্যান—ইংরেজ। ৭নম্বর বার্থ। দ্বিতীয় শ্রেণী।

উদ্দেশ্য—মৃত ব্যক্তির পরিচারক থাকায় কিছু থাকা সম্ভব।

অ্যালিবাই—রাত ১২টা থেকে ২টো। আন্তোনিও ফসকাবেল্লি কর্তৃক সমর্থিত।

বিরুদ্ধ সাক্ষ্য বা সন্দেহজনক কিছু—নেই। তব, যে য়ুনিফর্মটা পাওয়া গেছে সেটা এর গায়ে ঠিক হতে পারে। অন্য পক্ষে, এ লোকটির ফরাসীজ্ঞান না থাকাই সম্ভব।

শ্রীযুক্তা হুবার্ড—আমেরিকান। ৩নম্বর বার্থ। প্রথম শ্রেণী।

উদ্দেশ্য—কিছু নেই।

অ্যালিবাই রাত্রি ১২টা থেকে ২টো। কিছু নেই।

বিরুদ্ধ সাক্ষ্য বা সন্দেহজনক কিছু—ওনার কামরায় একটি লোকের উপস্থিতি সম্পর্কে উনি যা বলেছেন, তা হার্ডম্যান ও শ্রীমতি শ্মী সমর্থন করেছেন।

গ্রেটা অলসন—সুইডিশ। ১০ নম্বর বার্থ. দ্বিতীয় শ্রেণী।

উদ্দেশ্য—কিছু নেই।

অ্যালিবাই—রাত ১২টা থেকে রাত ২টো। মেরি ডেবেনহ্যাম সমর্থন করেছেন। বিঃ দ্রঃ—ইনিই, শেষ জীবিতাবস্থায় দেখেছিলেন র‍্যাশেটকে।

প্রিনসেস ড্রাগোমিরফ—জন্মসূত্রে রাশিয়ান, বর্তমানে ফরাসী নাগরিক। ১৫নম্বর বার্থ। প্রথম শ্রেণী।

উদ্দেশ্য—আরমস্ট্রং পরিবারেব সঙ্গে যুক্ত ছিলেন ঘনিষ্ঠভাবে। এঁর বিশেষ স্নেহের পাত্রী ছিলেন সোনিয়া আরমস্ট্রং।

আলিবাই—রাত ১২টা থেকে ২টা। কণ্ডাক্টর এবং পরিচারিকা সমর্থন করেছেন।

বিরুদ্ধে সাক্ষ্য বা সন্দেহজনক কিছু—নেই।

কাউন্ট আন্দ্রেনি—হাঙ্গেরীয়। কূটনৈতিক পাসপোর্ট। ১৩নম্বর বার্থ। প্রথম শ্রেণী।

উদ্দেশ্য—কিছু নেই।

অ্যালিবাই—রাত ১২টা থেকে ২টো। (রাত ১টা থেকে ১-১৫ মিনিট পর্যন্ত ছাড়া বাকী সময় কণ্ডাক্টর দ্বারা সমর্থিত।)

কাউন্টেস আন্দ্রেনি—উপরেব মতই। ১২নম্বর বার্থ।

উদ্দেশ্য—কিচ্ছু নেই।

অ্যালিবাই—বাত ১২টা থেকে ২টো। ঘুমের ওষুধ খেয়ে ঘুমিয়েছিলেন। (ওঁব স্বামী সমর্থন কবেছেন। এবং ওঁদের কামরায় পাওয়া গেছে ঘুমের ওষুধ।)

কর্ণেল আর্বাথনট—ইংরেজ। ১৫ নম্বর বার্থ। প্রথমশ্রেণী।

উদ্দেশ্য—কিচ্ছু নেই।

অ্যালিবাই—রাত ১২টা থেকে ২টো। রাত ১-৩০ পর্যন্ত গল্প করেছেন ম্যাককুইনের সঙ্গে। এবং তারপর নিজের কামরায় যান। সেখান থেকে আর বেরোননি। (কণ্ডাক্টর ও ম্যাককুইন সমর্থন করেছেন।)

সন্দেহজনক কিছু—পাইপ ক্লিনার।

সাইরাস হার্ডম্যান—আমেরিকান। ১৬নম্বর বার্থ।

উদ্দেশ্য—কিচ্ছু জানা কিংবা বোঝা যায় নি।

অ্যালিবাই—রাত ১২টা থেকে ২টো। নিজের কামরাতেই

ছিলেন। (ম্যাককুইন এবং কণ্ডাক্টর সমর্থন করেছেন।

বিরুদ্ধ সাক্ষ্য—কিচ্ছু নেই।

আন্তোনিও ফসকারেল্লি—জন্মসূত্রে ইতালীয়। বর্তমানে আমেরিকার নাগরিক। ৫নম্বর বার্থ। দ্বিতীয় শ্রেণী।

উদ্দেশ্য—জানা যায়নি।

অ্যালিবাই—রাত ১১টা—১টা। (সমর্থনে সাক্ষ্য দিয়েছেন এডওয়ার্ড মাস্টার ম্যান)

সন্দেহজনক কিছু—নেই। তবু, যে অস্ত্রে হত্যা হয়েছে ব্যাশেট, অনুমান করা যায়, সেটা তাঁর পক্ষে ব্যবহার করা কিছু অসম্ভব নয়। (বুক লোকটাকে একটু সন্দেহ করেন।)

মেরি ডেবেনহ্যাম—ইংরেজ, ১১ নম্বর বার্থ। দ্বিতীয় শ্রেণী।

উদ্দেশ্য—কিচ্ছু নেই।

অ্যালিবাই—রাত ১২টা—২টা। (গ্রেটা ওলসঁ কর্তৃক সমর্থিত।)

সন্দেহজনক কিছু ওঁর একটি আলাপ শুনে ফেলেছিলেন পোয়ারো এবং উনি ওই আলাপের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে অসম্মত হন

ইল্ডগ্রেদ্ স্মী—জার্মান। ৮ নম্বর বার্থ। দ্বিতীয় শ্রেণী।

উদ্দেশ্য—কিচ্ছু নেই।

অ্যালিবাই—রাত ১২টা—২টো। (কণ্ডাক্টর এবং এর কর্ত্রী সমর্থন করেছেন।) ঘুমোচ্ছিলেন।

অ্যালিবাই—১২-৩৮ নাগাদ ডেকে গেলে কণ্ডাক্টর। তারপর কর্ত্রীর কামরায় যান।

বিঃ দ্রঃ—কণ্ডাক্টরের এবং যাত্রীদের থেকে থকে একটি কথা, সাধারণতঃ জানা যাচ্ছে, সেটি হল, রাত ১২টা থেকে ১টা, ১টা ১৫মি থেকে ২টোর মধ্যে কেউ র‍্যাশেটর কামরায় ঢোকেনি কিংবা বেরিয়ে আসেনি। ১টা—১-১৫মি, এই সময়টুকু পাশের কোচে কণ্ডাক্টর গিয়েছিল।

পোয়ারো বললেন--এতক্ষণ ধবে আমবা যা শুনেছি, তাবই এক সংক্ষিপ্তসাব হল এই কাগজ। ব্যুক বাঁকা হেসে বললেন—তবু কিস্‌স্যু পাওয়া গেল না এটা থেকে।

বেশ, আবেকটি কাগজ বুক্যেব দিকে এগিযে দিতে দিতে পোযাবো বললেন, দেখুনতো এটা।

॥ দুই ॥

কাগজেব ওপবে লেখা—নিম্নলিখিত জিনিসগুলো ব্যাখ্যাব প্রযোজন।

১। রুমালেব ওপব "এইচ" অক্ষবটি তোলা আছে। এটা কাব রুমাল ?

২। পাইপ ক্লিনাব, কে ফেলে গিযেছিলেন ? কর্ণেল আর্বাথনট ? না, অন্য কেউ ?

৩। কে পবেছিলেন লাল বঙা কিমোনো ?

৪। কণ্ডাক্টবেব যুনিফর্ম পবা লোক বা স্ত্রী লোকটি কে ?

৫। ঘড়িব কাঁটা ১ ১৫ বেজে বন্ধ। কী ইংগিত ?

৬। ঐ সময়েই কি স ঘটিত হযেছিল হত্যা ?

৭। ঐ সমযেব আগে ?

৮। ঐ সমযেব পবে ?

৯। ঐ বিষযে কি নিশ্চিন্ত হওযা যায যে, ব্যাশেটকে একজনই ছোবা মেবেছিল ?

১০। আব কী কী বোঝা যায ক্ষতচিহ্ন দেখে ?

কাগজটা পড়ে খুব খুশী ব্যুক। সোৎসাহে বললেন—ডাক্তাব [illegible]ন। বুদ্ধির একটু পবীক্ষা দেওযা যাক।

—খুব আটঘাট বেঁধে আমাদের এগুতে হবে কিন্তু। অর্থাৎ আমাদের চিন্তায় যেন সবসময় যুক্তি ও শৃঙ্খলা থাকে।

নিশ্চয়ই। নিশ্চয়ই। পোয়ারো তাঁকে সমর্থন জানান।

—প্রথমে ধরা যাক রুমালটার কথা। যেটায়“এইচ” অক্ষরটা তোলা আছে। ব্যুক বলতে থাকেন কার কার নামের অক্ষর “এইচ” ?

তিন জনের। ইল্ডগ্রেদ্ স্মী, হুবার্ড এবং মেরি হারমিয়োম ডেবেনহ্যাম।

ইল্ডগ্রেদ জার্মান উচ্চারণ। ইংরেজীতে হলে হবে হিল্ডগ্রেদ্।

—বানান শুরু হবে—“এইচ” দিয়ে।

এই তিনজনের মধ্যে রুমালটা কার ? প্রশ্নটা পোয়ারোর।

—বলা মুশকিল। ব্যুক স্বীকার করলেন, তবু মনে হয়, শ্রীমতী ডেবেনহ্যামের।

কিন্তু আমরাতো সাধারণত কারো নামের প্রথম অংশ ধরে উল্লেখ করি। আর না হয় পদবী নিয়ে। সুতরাং আমরা বলতে পারি ডেবেনহ্যাম কিংবা মেরি। দ্বিতীয নাম কিংবা নামের দ্বিতীয় অংশ হারমোনিয়াম বলবো কেন ? এবং উনিও তা করবেন না। কেউ-ই কি করে ? করে না। অতএব, ওনার নামের দ্বিতীয় অংশের প্রথম অক্ষর রুমালে তুলে রাখলেন—এটা, কেমন অস্বাভাবিক এবং বিশ্বাসযোগ্য নয় বলেই মনে হয়।

—কেবলই বাগড়া দিচ্ছেন মশাই। ব্যুক অসহিষ্ণুতা নিয়ে বলেন—এমনও হয়তো সম্ভব, প্রথম নামের চেয়ে দ্বিতীয় নামটি ওঁর পছন্দ বেশী। হয়তো উনি ঐ নামটি বেশী ব্যবহার করেন। হয়তো ঐ নামেই উনি পরিচিত বেশী।

—“হয়তো” “সম্ভব” এই শব্দগুলো কি আপনি একটু বেশী ব্যবহার করলেন না.? যাই হোক, আপনার অনুমান না হয় মেনে নেওয়া গেল। পোয়ারো মৃদু হেসে বললেন।

—আরও আছে প্রমাণ। ব্যুক উৎসাহ পেয়ে বলেন, ডেবেনহ্যামের বয়স কম। মনের ও দেহের জোর এরকম একটা কাজে তো খুব দরকার। এবং সেটা ঐ তিনজনের মধ্যে এঁরই থাকা যতটা সম্ভব, অন্য কারো মধ্যে ততটা নয়।

কিন্তু আমার মনে হয়, ডাক্তার বললেন, রুমালটা হুবার্ডেরই হওয়া সম্ভব। কেননা, উনি আমেরিকান। এবং রুমালটা দামী। আমেরিকানরা দামী জিনিসই ব্যবহার করতে পছন্দ করে। এবং পছন্দ জিনিসের জন্য দাম দিতেও তারা রাজী।

—রুমালটা ইন্ডগ্রেদ স্মি'র নয়—এ ব্যাপারে আপনারা একমত তো?

—আলবৎ। নিজেই তো বলে গেলেন ইন্ডগ্রেদ্, রুমালটা অত্যন্ত দামী।

—বেশ। পাইপ—ক্লিনারটা, বলুনতো, কার বলে আপনাদের মনে হয়।

—কঠিন প্রশ্ন। ডাক্তার বললেন, ইংরেজরা মশাই ছুরি টুরি চালায় না। আমার ধারণা, কর্ণেলের ওপর গিয়ে পড়ে। সেইজন্য কেউ ওটা ফেলে গিয়েছিল ইচ্ছে করেই।

পোয়ারো বললেন—সত্যি, আপনার যুক্তি দারুণ!

—তিন নম্বর প্রশ্ন হল, লাল কিমোনো কে পরেছিলেন? ব্যুক বললেন, এবং উত্তর দিতে আমি কিন্তু অক্ষম, আপনি কিছু বলবেন ডাক্তার?

—আমরাও সেই একই উত্তর। ডাক্তার বললেন, আমি অক্ষমতা প্রকাশ করছি।

—এখন চার নম্বর প্রশ্ন, কণ্ডাক্টরের উর্দিপরা লোকটি বা স্ত্রীলোকটি কে? কে? তা বলা শক্ত। তবে বলা যায়, ব্যুকের উত্তর, —হার্ডম্যান, আর্বাথনট, ফসকারেল্লি, কাউন্ট আন্দ্রেনি, ম্যাককুইন এরা সব বড় বেশী লম্বা। আর বহরে ছোট আছেন শ্রীযুক্তা হুবার্ড,

গ্রিটা অলসঁ ও ইল্ডগ্রেদ্ স্মী। সুতরাং বাকী পড়লেন যারা, তারা হলেন যথক্রমে—ডেবেনহ্যাম, ড্রাগোমিরফ, কাউন্টেস আন্দ্রেনি, এবং মাস্টার ম্যান, র‍্যাশেটের যিনি পরিচারক।

ডাক্তার তখন বললেন—সাক্ষ্য যা পাওয়া গেছে, তা থেকে এদের কাউকেই সন্দেহ করা চলে না কিন্তু। আন্তোনিও ফসকারেল্লি ও গ্রিটা অলসেঁর পৃথক-পৃথক সাক্ষ্য থেকে আমরা জানতে পারি, ডেবেনহ্যাম ও মাস্টার ম্যানকে নিজ নিজ কামরা থেকে বেরোতে দেখা যায় নি, ওদিকে প্রিনসেস জানিয়েছেন, ইল্ডগ্রেদ্ স্মী কাজে ব্যস্ত ছিলেন প্রিনসেসের কামরায়। এব কাউণ্টের কথায় আমরা জানি, সারারাত তাঁর স্ত্রী ঘুমের ওষুধ খেয়ে ঘুমিয়েছিলেন। অর্থাৎ লাল কিমোনো পরে এঁরা কেউ ঘোরাঘুরি করেন নি। কিন্তু বাইরে থেকে যে কেউ এসেছিল, এমন প্রমাণও তো কিছু পাওয়া যায়নি।

—এবার দেখা যাক পাঁচ নম্বর প্রশ্নটা, বুক বললেন, ঘড়ির কাঁটা ১-১৫ বেজে বন্ধ। এর মানে কী? এর দুটো ব্যাখ্যা থাকা সম্ভব। এক, যখন খুনী দেখলো, কামরা থেকে বেরোতে তার দেরী হয়ে যাচ্ছে তখন ঘড়ির কাঁটা ঘুরিয়ে দিলো অ্যালিবাই তৈরী করার জন্য। নম্বর দুই…দাঁড়ান, আমার মাথায় একটা চিন্তা খেলছে…

বুকের মাথায় কী চিন্তা? ডাক্তার ও পোয়ারো তা শোনার জন্য প্রতীক্ষা করতে থাকেন।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, বুক যেন তার চিন্তাকে ধরে ফেলেছেন এভাবে বললেন—কণ্ডাক্টরের ছদ্মবেশী প্রথম হত্যাকারী ঘড়ির কাঁটা সরায়নি। দ্বিতীয় হত্যাকারীই, যে ন্যাটা এবং স্ত্রীলোক বলে আমাদের ধারণা, সেই ওটা সরিয়ে ছিল।

চমৎকার বলেছেন। ডাক্তার বললেন। বাহ্, পোয়ারো বললেন, অন্ধকার কামরায় ঢুকলো দ্বিতীয় হত্যাকারী। ছোরা চালালো। যদিও, র‍্যাশেট তার আগেই খুন হয়েছে। সে যাক্‌গে। অন্ধকারে, র‍্যাশেটের পকেটে যে ঘড়ি আছে, কেমন করে সে যেন তা

টের পেয়ে যায়। তারপর সে অন্ধকারেই ঘড়ির কাঁটা সরালো। সেটাকে একটা কিছু দিয়ে আঘাত করে, অচল করে ফের রেখে দিল সেই জায়গায়। এবং কামরা ছেড়ে বেরিয়ে গেল। বাহ্, চমৎকার কল্পনা, তবু—

অসম্ভব? তাই না? আচ্ছা মশাই, পোয়ারোর কথা কেড়ে ব্যুক বললেন, আমরা অনুমান না হয় ভুল। কিন্তু এব থেকে যথার্থ কি ব্যাখ্যা আপনি শোনাতে চান, শোনান?

—না না, আপাততঃ কিছু মাথায় আসছে না। পোয়ারো হেসে বললেন,

—এবার আসছে ছয় নম্বর প্রশ্ন। সেটা হল, ঐ সময়েই কি সত্যি সংঘটিত হয়েছিল হত্যাটা? মানে ঐ রাত ১—১৫ মিনিটে? ডাক্তার বললেন, আমার উত্তব হবে—না।

হ্যাঁ, ব্যুক জানালেন, আমিও আপনাব সঙ্গে একমত। এব পরের প্রশ্নটা,—হত্যা কি ঐ সময়ের পবে সংঘটিত হয়েছিল? আমাব মত—হ্যাঁ, এখন, আপনি কী বলেন ডাক্তাব?

ডাক্তার বললেন, আমারও তাই মত। এবং আপনার আরেকটা ধারণা আমিও সমর্থন করছি। পোয়ারোও, আমার বিশ্বাস, তাই-ই করবেন। যদিও যে কোনা কারণেই হোক উনি এখনই ওঁর মত ঠিক প্রকাশ করতে চাইবেন না। (পোয়ারো ডাক্তারের এই কথায় সামান্য হেসে ওঠেন) ধারণাটা এই যে, র‍্যাশেটের কামরায় প্রথম হত্যাকারী ঢুকেছিল বাত ১—১৫ মিনিটের আগে এবং রাত ১—১৫ মিনিটের পর ঢুকেছিল দ্বিতীয় হত্যাকারী তাছাড়া, আমাদের অনুমাণ ঠিক, যে দ্বিতীয় খুনী ন্যাটা। যাত্রীদের মধ্যে কে ন্যাটা আছেন, সে সম্পর্কে একটু অনুসন্ধান করা কি আমাদের উচিৎ না? তৎক্ষণাৎ পোয়ারো বললেন,—ডাক্তার, সবশেষে যা বললেন আপনি, সে সম্পর্কে অনুসন্ধান আমি করেছি। হয়তো আপনারা লক্ষ্য করে থাকবেন, প্রতিটি যাত্রীকে আমি অনুরোধ করেছিলাম নিজের হাতে নাম-ঠিকানা

লিখতে। এবং কেবলমাত্র প্রিনসেস দ্রাগোমিরফ ছাড়া সে অনুরোধ রক্ষা করেছিলেন সবাই। ডান হাতে কলম ধরেছিলেন সবাই। এ থেকে অবশ্য কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছুনো অসম্ভব। হয়তো অনেকেই গল্‌ফ খেলেন বাঁ হাতে, কিন্তু লেখেন ডান হাতে।

আমরা অবশ্য সন্দেহ করি না প্রিনসেস দ্রাগোমিরফকে। ডাক্তার বলেন, কেননা, ওঁর দুর্বল স্বাস্থ্যই যেন বলে দেয় এ কাজ তার অসম্ভব। তবু কি জানেন ডাক্তার, এমন এক একটা কাজ থাকে, যাতে মনের জোরটাই বেশী দরকারী। দেহের নয়। পোয়ারো বললেন, এক ব্যক্তিত্ব স্বম্পন্না মহিলা হলেন দ্রাগোমিরফ। এখন এ প্রসঙ্গ থাক। পরবর্তী দুটি প্রশ্ন বিচার করুন তো আপনারা।

ডাক্তার বলতে থাকেন, নয় ও দশ নম্বর প্রশ্ন হল, র‍্যাশেটকে একজনের বেশী ছোরা মেরেছিল? এ ব্যাপারটায় কি নিশ্চিত হওয়া যায়? এবং ক্ষতচিহ্ন দেখে কি ধারণা হয়?

এর আগে, এ ব্যাপারে আমরা যা ভেবেছি, তাছাড়া আর কেমন নতুন ব্যাখ্যা সম্ভব নয় বলেই আমরা ধারণা। অর্থাৎ হত্যাকারী দুজন। প্রথম হত্যাকারী চলে যাওয়ার আধঘণ্টা পরে এসেছিল দ্বিতীয় হত্যাকারী। প্রথম ব্যাক্তি দারুণ শক্তিশালী। দ্বিতীয়টি ন্যাটা এবং দুর্বল। অনুমান করা যায়, দ্বিতীয় ব্যক্তিটি এক স্ত্রীলোক।—কী-ই-বা এছাড়া হতে পারে? একটা লোক ডান হাতে একায় ছোড়া চালিয়ে যাবে। তারপর আধ ঘণ্টা পরে আবার ফিরে এল কি জন্যে? না, বাঁ হাতে আরেক প্রস্ত ছোরা চালিয়ে যাবে, এবং করলো ও তাই—দূর মশাই, একি সম্ভব নাকি?

সম্ভব নাকি? পোয়ারোর মুখে ডাক্তারের শেষ কথাটির প্রতিধ্বনি, —দুজন হত্যাকারী—এটাই বা কী করে সম্ভব?

তাহলে আর কী ব্যাখ্যা হতে পারে? ডাক্তারের প্রশ্ন। আমি তো তারই উত্তর খুঁজছি বিরামহীন মনে।

পোয়ারো, বলতে বলতেই, যেন কী এক ভাবনায় ডুবে যান।

॥ তিন ॥

পোয়ারো বসেছিলেন চুপ করে। চোখ বন্ধ। দেখলে মনে হবে, ঘুমোচ্ছেন। অমন স্থিরভাবে উনি বসে আছেন একঘণ্টারও বেশী।

—নিশ্চুপ বসে আছেন আরো দুজন। ব্যুক ও ডাক্তার।

—অবশ্য পোয়ারোর মত ধ্যানমগ্ন নয়।

চুপ করে বসে থাকলে ভাবনা আসে। রীতিমত উসখুস করছিলেন ওরা। ভাবছিলেন। এলোমেলো ভাবনা।

বহুক্ষণ পর পোয়ারো একটু নড়ে-চড়ে বসলেন। খুব আস্তে বললেন ধীরে ধীরে—এমন ভাবে, যেন বক্তৃতা দিচ্ছেন কোন ঘরোয়া সভায়—

"এতক্ষণ মনে মনে আমি এই হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে যাবতীয় তথ্য এবং সাক্ষ্য নিয়ে আলোচনা করছিলাম। এখনও অবশ্য সিদ্ধান্তটি পুরোপুরি চেহারা পায়নি অস্বচ্ছ নীহারিকার মতো ভাসছে মনের মধ্যে। তবু যে ব্যাখ্যা আমি খুঁজে পেয়েছি মনের মধ্যে, তা যেমন বিচিত্র, তেমনই চমৎকার! অবশ্য এই ব্যাখ্যায় সত্যতা প্রমাণ করতে হলে, আমায় আরো কিছু পরীক্ষা—নিরীক্ষা আমায় করতে হবে। প্রথমত, কয়েকটি বিষয়ের (যা জড়িত এই ঘটনার সঙ্গে) আমি আবার উল্লেখ করব এই ট্রেনেই, ব্যুক খানা-কামরায় খাবার খেতে খেতে কয়েকটি কথা বলেছিলেন, আবার নতুন করে ফিরে পাচ্ছি কথাগুলো। তিনি বলছিলেন, কী আশ্চর্য এই চলন্ত পান্থশালা। চারদিকে আমাদের মানুষ। তাদের দেশ আলাদা। জাতি পৃথক। বয়স ভিন্ন। ভাষাও অন্যরকম, পরস্পর পরস্পরের অজানা। তথাপি পরস্পরের অচেনা এ মানুষ সব মিছিল, একত্রে চলছে···চলছে···

চমৎকার বলেছিলেন ব্যুক। তখনও একটা কথা মনে এসেছিল আমার। এখনও আসছে। কথাটা হল, এই ট্রেন বছরের এই সময়ে ফাঁকাই যায় বলতে গেলে। অথচ এবারের যাত্রায় এথেন্স-পারি কোচ ভর্তি একেবারে। কেবল একজনই ঠিক সময়ে এসে হাজির হতে পারেননি। যদিও তার বার্থ রিজার্ভ করাই ছিল। আমার মনে হয় লক্ষ্য করার মত ব্যাপারটা।

লক্ষ্য করার মত আরো কিছু আছে। অনেক ছোটখাট ব্যাপার। যেমন হুবার্ডের কামরা দিয়ে র‍্যাশেটের কামরায় যাওয়ার দরজার ছিটকিনিটা আড়াল করে একটা ঝোলা লাগানো ছিল বলেই আমাদের বলা হয়েছে। বোঝবার উপায় ছিল না, ছিটকিনিটা খোলা ছিল না বন্ধ, কেন ঝোলাটা ওখানে ছিল? ডেজির দিদিমা, অর্থাৎ শ্রীযুক্তা আরমস্ট্রংয়ের মায়ের নাম, শ্রীযুক্ত হার্ডম্যানের ডিটেকটিভ গিরির পদ্ধতি, যে আধপোড়া চিঠি পেয়েছি আমরা র‍্যাশেটের কামরায়। যেটা ম্যাককুইনের মন্তব্য অনুসারে র‍্যাশেটই পুড়িয়েছিল। প্রিনসেস দ্রাগোমিরফ এর নাম। একটা দাগ কাউন্টেস আন্দ্রেনির পাসপোর্টে—লক্ষ্য করার মত, এসব থেকে কি কিছুই মনে হয় না আপনাদের?'

—কিচ্ছু না। ব্যুকের সংক্ষিপ্ত উত্তর।

—ডাক্তার কী মনে করেন?

-আমি…আমি…, মানে…ঠিক আমতা আমতা করে ডাক্তার বললেন,…ঠিক বুঝতে পারছি না।

—ব্যাপারটাকে নতুন এক দৃষ্টিকোণ থেকে আমি দেখার চেষ্টা করছি। পোয়ারো একটুক্ষণ চুপ থেকে বললেন—সেটাই এই ঘটনা বিচারের যথাযত পদ্ধতি বা পরিপ্রেক্ষিতে, বলেই আমার মনে হয়। এই খুন, এই ঘটনা, ভেবে দেখুন, আকস্মিক নয়। বরং সুপরিকল্পিত, মাত্র দুটো ব্যাপারকে এর মধ্যে সত্যিকারের আকস্মিক বলা যায়। এক বরফ ঝড়। দুই. এরকুল পোয়ারোর উপস্থিতি এই কোচে, এই ট্রেনে।

এবং খুনী বা খুনীরা মোটেই প্রস্তুত ছিল না এর ছুটোর একটার মধ্যেও।

যদি বরফ ঝড় না হত, তবে দেখুন তাহলে কী হতে পারতো? এই ট্রেন যখন আজ সকালে পৌছাতো ইতালী, খুনের সংবাদ পাওয়া যেত তখন। আমাদের কাছে যাত্রীরা যে সাক্ষ্য দিয়েছে, ইতালীর পুলিসের কাছেও মোটামুটি সেই সাক্ষ্যই দেওয়া হোত। র‍্যাশেটকে লেখা ভয় দেখানো চিঠি দেখাতো ম্যাককুইন, হার্ডম্যান তাঁর ব্যার্থ ডিটেকটিভগিরির বিবরণ শোনাতেন, হুবার্ড তাঁর কামরার এক রহস্যময় ব্যক্তির উপস্থিতির রোমাঞ্চকর খবর শোনাতেন, কণ্ডাক্টরের উর্দির ছেঁড়া বোতাম পাওয়া যেত।

এবং আমার নিজের ধারণা অনুসারে ছুটো ব্যাপার কেবল হত অন্যরকম। প্রথমত, বলা হত, হুবার্ডের কামরায় লোকটিকে দেখা গেছে একটার একটু আগে।

আর দ্বিতীয়তঃ একটি টয়লেট থেকে বেরুত কণ্ডাক্টরের উর্দিটা।

ডাক্তার বলে ওঠে—কি বলতে চাইছেন পোয়ারো?

—বলতে চাই। হত্যাকারী বা হত্যাকারীদের মূল পরিকল্পনা ছিল, যে করেই হোক প্রমাণ করতে হত্যাকারী এসেছিল বাইরে থেকে।

কোন এক স্টেশনে যখন থামলো ট্রেন, বাইরে থেকে সেই সময়ে কোন লোক কণ্ডাক্টরের ছদ্মবেশে কামরায় ঢুকে র‍্যাশেটকে খুন করে পালিয়েছে। এ কথাটাই বোঝাতে চেষ্টা করা হয়েছে। যাতে, এই কোচের যাত্রীদের কোন রকম সন্দেহের মধ্যে না ফেলা হয়।

কেবল মূল পরিকল্পনাটিকে এলোমেলো করে দিল বাইরের দুর্যোগ, বরফ ঝড়।

খুনী র‍্যাশেটের কামরায় অতক্ষণ ছিল শুধু ট্রেন ছাড়ার অপেক্ষায়। শেষে যখন বুঝল, ট্রেন চলবে না, তখন রচিত হল নতুন পরিকল্পনা। এবং তাতে চেষ্টা করা হল দেখাতে, ট্রেনের মধ্যেই আছে হত্যাকারী।

সবিস্ময়ে ডাক্তার বলে ওঠেন—তা নাকি?

—এর পর আসছি চিঠির প্রসঙ্গ। ভয় দেখানো র‍্যাশেটের চিঠি গুলো, আমার মতে, বানানো এবং তার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল পুলিসের চোখে ধুলো দেওয়া। এই চিঠিগুলো হয়তো পেয়েছিল র‍্যাশেট। তবু সে জানতো, এগুলো মূল্যহীন। কেন না অত্যন্ত ধূর্ত প্রকৃতির লোক ছিল র‍্যাশেট।

যদি সত্যি হয় হার্ডম্যানের কথা, তাহলে আমাদের ধরে নিতে হবে, র‍্যাশেটের জানা ছিল তার প্রকৃত শত্রু কে বা কারা। র‍্যাশেট একটা চিঠি পেয়েছিল।

চিঠিটা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের। এবং সেটাই সত্যি সত্যিই ভয় ধরিয়ে দেয় তাকে। সেই চিঠিতেই উল্লেখ ছিল আরমস্ট্রং—দুহিতা ডেজির নাম।

এখন বলছি, ঐ চিঠিরই একটু অংশ আমরা পেয়েছিলাম আধপোড়া অবস্থায়। এটা পোড়াতে চেয়েছিল হত্যাকারী। তবু কাগজটা পুরোপুরি নষ্ট হয়ে যায়নি।

এবং সেটা থেকেই আমরা পেয়েছি র‍্যাশেটের আসল পরিচয়। চিঠিটা সম্পূর্ণ নষ্ট হল না। হত্যাকারীর দুর্ভাগ্য!

সুতরাং আমাদের কাছে স্পষ্ট হল, হত্যাকারী পরিকল্পনা ভেস্তে যাওয়ার যে দুটি কারণ। তার একটি—বরফ-ঝড়। অন্যটি—আধপোড়া চিঠির অংশ।

প্রশ্ন উঠতে পারে—অমন যত্ন সহকারে চিঠি পোড়ানোর কারণটা কি?

তার একটি মাত্রই উত্তর থাকতে পারে। এবং তা হল—আরমস্ট্রং পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংযুক্ত বা সম্পর্কিত কেউ এই ট্রেনে, এই কোচেই আছেন। এবং চিঠিটা পাওয়া গেলে ত সন্দেহ তার উপরেই পড়বে। তাই নষ্ট করে ফেলা হল চিঠিটাকে।

অতঃপর দুটি সূত্রের কথা ভাবা যাক।

১। পাইপ ক্লিনার। ২। "এইচ" অক্ষর খোদিত রুমাল।

আমরা আগেই পাইপ ক্লিনার সম্পর্কে আলোচনা করেছি। এবার ধরা যাক রুমালটার কথা।

ইচ্ছে করেই এটা ফেলে যাওয়া হয়নি।

রুমাল পড়েছে ভুলবশতঃ।

—হ্যাঁ, আমার তাই মনে হয়—ডাক্তার বলেন।

—এই কোচে আছেন এমন কেউ, আগেই বলেছি, যিনি আরমস্ট্রং পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। যদি তারই হয় রুমালটা, আর পুলিসের হাতে পড়ে—তাহলে তো—জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে তাকে। সন্দেহ করা হবে। সে এক যাচ্ছে তাই ব্যাপার! এক্ষেত্রে মহিলাটি যদি জানেন, আরমস্ট্রং পরিবারের সঙ্গে তার সম্পর্ক, অর্থাৎ আসল পরিচয় প্রকাশিত হতে পারে, তিনি এমন একটা ভুল নিজের অজ্ঞাতে করে বসেছেন, তাহলে কি করতে পারেন তিনি?

ডাক্তার সঙ্গে সঙ্গে বলেন—পরিচয় গোপন করতে চাইবেন।

—কাউন্টেস আন্দ্রেনিও ঠিক তাই ই করেছেন।

—কাউন্টেস আন্দ্রেনি! বিস্ময়ে প্রায় আতকে উঠে ব্যুক বললেন -প্রমাণ?

—পাসপোর্টের ওপর দাগই তার প্রমাণ? প্রমাণ তার এক বাক্সে লেবেল তোলবার চিহ্ন। কিন্তু একটা কথা, কাউন্টেসই যে এই হত্যাকাণ্ডের জন্য দায়ী একথা আমি বলছি না। আসলে আরমস্ট্রং পরিবারের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক তিনি গোপন রাখতে চান—এই-ই বলতে চাইছি। আর সেজন্যই পাসপোর্টে তার নাম বদলের চিহ্ন।

তার আসল নাম এলেনা নয়। হেলেনা। সুতরাং তার নামের আদ্যক্ষর—এইচ। ব্যুক জিজ্ঞাসা করলেন—হয়তো ভুলে গেছেন আপনি, কাউন্টেস কখনো আমেরিকা যাননি বলেছিলেন। তাই বুঝতে পারছি না, তার কী যোগাযোগ থাকতে পারে আরমস্ট্রং পরিবারের সঙ্গে।

—হ্যাঁ, তাঁর সাক্ষ্যের কথা ভুলিনি আমি। তিনি কখনো

আমেরিকায় যাননি বলেছিলেন। সাধারণ আমেবিকান বা ইংরেজদেব মত তার চেহাবাও নয়। বরং বলা যায় মধ্য-ইয়োবোপের অধিবাসীদের মত। তার ইংরেজী উচ্চাবণও কেমন ভাঙা ভাঙা।

তার এতসব সত্ত্বেও, তিনি যে কে, তা বুঝতে কিন্তু অসুবিধা হয়নি পোয়ারোব। তিনি কে? ডাক্তাবও ব্যাক এক সঙ্গেই চেঁচিয়ে ওঠেন।

—ডেজিব আপন মাসি। আরমস্ট্রং এর ছোট বোন। অভিনেত্রী লিণ্ডা আর্ডেনের ছোট কন্যা।

—আবেকটু বুঝিয়ে বলুন না?

—লিণ্ডা ছিলেন তাঁর আমলেব নামী অভিনেত্রী। শেক্‌সপীয়বের নাটক-অভিনয়ে তাঁব খুব খ্যাতি ছিল। আপনারা হয়তো জানেন, অভিনেত্রীবা বেশী পরিচিতা হন্‌ মঞ্চ-নামেই, স্বনামে নয়।

নাম ও পদবী হয়তো মঞ্চে ব্যবহারের জন্যেই গ্রহণ করেছিলেন লিণ্ডা।

আচ্ছা, শেক্‌সপীয়বের "এজ য়ু লাইক ইট" নাটকের আর্ডেন অরণ্যের কথা মনে আছে আপনাদেব? মনে আছে বোজা লিণ্ডার কথা? সম্ভবতঃ বোজা লিণ্ড এবং আর্ডেন এর মিলে তৈরী হয়েছে মিশ্র লিণ্ডা আর্ডেন। আরেকটু আছে শুনুন।

বিভিন্ন দেশ ও জাতির লোকেবা ঘব বেঁধেছে আমেরিকায়। সেখানে কম লোক যাননি মধ্য য়ুবোপ থেকে। হয়তো লিণ্ডা আর্ডেনের কোন পূর্বপুরুষ ছিলেন মধ্য য়ুরোপের লোক।

গোল্ডেনবার্গ বা ঐ রকম কিছু হবে লিণ্ডা আর্ডেনের প্রকৃত পদবী। এবং সেটাই একমাত্র কাবণ—কাউন্টেসেব চেহারাব মধ্যে মধ্য য়ুরোপীয় ছাপ পড়ার।

হেলেনা গোল্ডেনবার্গ হলেন লিণ্ডা গোল্ডেনবার্গের—ছোট মেয়ে। বর্তমান কাউন্টেস আন্দ্রেনি, কাউন্ট যখন ওয়াশিংটনে, তখনই ওঁদেব বিয়ে হয়।

—লিণ্ডা আর্ডেনের ছোট মেয়ের সঙ্গে নাকি এক ইংরেজের বিয়ে হয়েছিল—একথা প্রিনসেস ড্রাগোমিরফ নাকি বলেছেন?

—প্রিনসেসের যার নাম মনে নেই। তা কি সম্ভব?

লিণ্ডা আর্ডেনের ভক্ত বা বান্ধব, হলেন প্রিনসেস। তাঁকে মাসিমা বলতে অজ্ঞান লিণ্ডা আর্ডেনের ছোট মেয়ে।

কিন্তু সেই মেয়ের সঙ্গে যার বিয়ে হল, প্রিনসেস কি তার কিছুই খোঁজখবর রাখেন না? অসম্ভব! প্রিনসেস মিথ্যে কথা বলেছেন। এবং কেন? আমি জানি। এই কোচেই হেলেনা কে দেখতে পেয়েছিলেন প্রিনসেস, চিনেও ছিলেন ঠিক, তাঁর কাছে আর অজানা থাকেনি র‍্যাশেটের আসল পরিচয়। তাই, মিথ্যের আশ্রয় নিয়েছিলেন অনন্যোপায় হয়েই, হেলেনাকে সন্দেহ করা হবে জেনেই।

—একজন ওয়েটার এ সময়ে খানা-কামরা থেকে এসে জানালো ডিনার তৈরি। এখনই কি পরিবেশন করা হবে? না, পরে?

পোয়ারোর দিকে তাকালেন ব্যুক।

মাথা নাড়লেন পোয়ারো। সম্মতির ভঙ্গিতে। বাজলো ডিনার ঘন্টা। কামরায় কামরায় গিয়ে যাত্রীদের ডিনারে আসার আহ্বান জানিয়ে এলেন পরিচারকরা।

খানা কামরায় একে একে এসে জমা হলেন যাত্রীরা। গম্ভীর সবাই। যেন নেহাত নিয়ম রক্ষা করতে এসেছেন ডিনার টেবিলে।

॥ চার ॥

শুরু হবে ডিনার। তার আগে পোয়ারো খানা কামরার প্রধান তদারককারীকে চুপি চুপি ডেকে কিছু বললেন। পরিবেশনের সময়, ব্যুক ও ডাক্তার লক্ষ্য করলেন, কাউন্ট ও কাউন্টেসকে সব শেষে পরিবেশন করা হচ্ছে। তাঁদের বেলায় বিল দিতেও একটু দেরী করা হল, সুতরাং আর সকলে যখন খাওয়া সেরে, বিল চুকিয়ে চলে গেলেন, তখনও দেখা গেল কাউন্ট ও কাউন্টেস বসে আছেন।

তাঁরা উঠলেন শেষে। দরজা পর্যন্ত গিয়েছেন খানা-কামরার এমন সময় পোয়ারো উঠে কাউন্টেসের দিকে সেই রুমালটা এগিয়ে দিলেন।

—এক্সকিউজ মি, আপনার রুমালটা ফেলে যাচ্ছেন। কাউন্টেস নিলেন রুমালটা। একটু দেখলেন, ফিরিয়ে দিতে দিতে বললেন—ভুল হয়েছে আপনার। রুমালটা আমার নয়।

—আপনার নয়? ঠিক বলছেন তো, আপনার নয়?

—ঠিকই বলছি।

—কিন্তু রুমালে যে আপনার নামের প্রথম অক্ষর "এইচ" তোলা আছে।

—সমস্ত শরীর শক্ত করে দাঁড়ালেন কাউন্টেস, বোঝা গেল, তিনি বিচলিত। ধরে অকম্পিত কণ্ঠে বললেন—এতটুও আমি আপনার কথা বুঝতে পাচ্ছি না। "এইচ" তো আমার নামের প্রথম অক্ষর নয়।

—হ্যাঁ, আপনার নাম হেলেনা। এলেনা নয়। কুমারী বেলায় —আপনার নাম কী ছিল মনে আছে?

হেলেনা গোল্ডেনবার্গ। আপনি লিণ্ডা আর্ডিনের ছোট মেয়ে স্বর্গতা আরমস্ট্রংএর ছোট বোন।

দু পক্ষই চুপচাপ থাকলো কয়েক মুহূর্ত। কাউন্ট ও কাউন্টেসের মুখে ফুটল মৃত্যুর্ত বিবর্ণতা।

কণ্ঠস্বরে স্বাভাবিক নম্রতা ফুটিয়ে পোয়ারো বললেন,

—কোন লাভ নেই মিথ্যে বলে। আপনিই বলুন, যা বলেছি সত্যি কিনা?

—কোন অধিকারে আপনি, মানে আমি জানতে চাই······কাউন্ট যেন আরো কি বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু তাকে ছোট্ট সুন্দর লীলায়িত দক্ষিণহস্তের ইংগিতে স্তব্ধ করে কাউন্টেস বললেন' লক্ষ্মীটি, আমায় কথা বলতে দাও রুডলফ। এই ভদ্রলোক যা বলেছেন তাকে অস্বীকার করে কী লাভ হবে বলুন?

তারপর কাউণ্টেস ফিরলেন পোয়ারোর দিকে—এভাবে নয়। তবে আসুন, বসে একটু খোলাখুলি আলোচনা করা যাক। কেমন?

কাউণ্টেস ইংরেজী বলছেন সুন্দর স্বচ্ছন্দ। অল্প আমেরিকান ঘেঁষা। সুন্দর তার কণ্ঠস্বর। সোনার তারের ঝংকারের মত।

—বসুন। পোয়ারোকে কোণের দিকে টেবিলের ধারে একটা চেয়ার দেখিয়ে বসতে অনুরোধ করলেন কাউণ্টেস, স্বামীকে বললেন—তুমিও বসো। বলে, নিজেও বসলেন, দেখা গেল একটুও উদ্বেগের চিহ্ন নেই, মুখে, ভাবে, আচরণে কিংবা কথায়।

—ঠিকই বলেছেন। তিনি পোয়ারোকে বলেন, আমার মা লিণ্ডা আর্ডেন। আমার নিজের দিদি ছিলেন শ্রীযুক্তা আরমস্ট্রং। তিনি তো মারা যান ছেলেবেলাতেই।

—আপনি কিন্তু সকালে একথা বলেননি।

—না।

—একঝুড়ি ডাহা মিথ্যে বলে গেছেন আপনার স্বামীও।

—পোয়ারো, কাউণ্ট যেন গর্জন করে ওঠেন।

—রুডলফ, তুমি রাগ কোরো না, নিঃসন্দেহে, পোয়ারোর কথা বলার ভঙ্গিটা খুবই খারাপ। তবু উনি যে সত্য কথাটা বলেছেন—তাকে তুমি কি করে অস্বীকার করবে?

—আমি খুব খুশী হয়েছি, আপনি সত্যিটাকে স্বীকার করেছেন বলে। পোয়ারো কাউণ্টেসকে বলেন—বলুন তো এখন, কেন সকালে সত্যি কথা বলেননি, আর কেনই বা পাসপোর্টে আপনার নাম বদল করেছেন?

কাউণ্ট বললেন—আমিই যা করবার করেছি উনি—এ ব্যাপারে কিছু করেননি।

—না না। দুজনে মিলেই আমরা করেছি। কাউণ্টেস বললেন—আর, আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, কেন করেছিলাম, একটু থেমে আবার বললেন—যে লোকটি খুন হয়েছে, আমাদের সে যে কত বড়

ক্ষতি করে গেল। পশুটা আমার বোনঝি ডেইজিকে খুন আপনাকে উফ্! কী নিষ্ঠুর, করুণ সেই মৃত্যু। আমার দিদি বেচারী সেই শোকে পাগল হয়ে মারা যান। জামাইবাবু আত্মহত্যা করলেন সেই দুঃখে। ছারখার হয়ে গেল দিদির অমন সোনার সংসার। তারপর থেকে মা বেঁচে থাকলেন শুধু প্রাণে। নিজেদের, আপনজনদের নিয়ে গড়া আনন্দলোকই ছিল আমাদের পৃথিবী। চিরদিনের মত ধ্বংস হয়ে গেল সেই পৃথিবীটা। ঐ লোকটাই সেই ধ্বংসের জন্য দায়ী। (সামান্য চুপ করে) আপনি বলুন না পোয়ারো, এখন আমার আসল পরিচয় জানালে সবাই আমাকে সন্দেহ করতো কি না? কেননা, র‍্যাশেটকে হত্যা করার ইচ্ছে, বাইরে থেকে দেখলে মনে হবে, যেন আমারই বেশী।

—তাহলে আপনি হত্যা করেননি র‍্যাশেটকে?

—না, তবে অস্বীকার করছি না, চিরকাল আমি ঘৃণা করে এসেছি র‍্যাশেটকে এবং ওর মৃত্যুতেও একটুকু দুঃখিত নই আমি।

—আপনাকে আমি বলছি, কাউন্ট জানান, কাল রাতে একবারও কামরা ছেড়ে যায়নি হেলেনা। বিশ্বাস করুন।

-তবু কেন নাম বদল করলেন পাসপোর্টে?

—পোয়ারো। কাউন্টের স্বরে কাতর মিনতি- -বিশ্বাস করুন আমাদের কথা। তখনকার মনের অবস্থার কথা একটু সহানুভূতির সঙ্গে ভেবে দেখুন। বিশ্বাস করুন, আমার স্ত্রী কোন অপরাধ করে নি, বিশ্বাস করুন পোয়ারো।

—আপনাকে অবিশ্বাস করছি না। আপনাদের প্রতি আমারও সহানুভূতি আছে। অভিজাত বংশের সন্তান আপনি, একটা বিশ্রী মামলায় জড়িয়ে পড়েন আপনার স্ত্রী। স্বভাবতই আপনার কাম্য ছিল না এটা। (সামান্য থেমে) তবুও যে মৃত ব্যক্তির কামরায় আপনার স্ত্রীর রুমাল পাওয়া গেছে-এর কি ব্যাখ্যা আপনারা দিতে পারেন?

তারপর নাম আমার নয়—কাউণ্টেস বলেন।

—নয়?

—না।

—আচ্ছা, এমনও তো হতে পারে, যাতে আপনার ওপর সন্দেহটা এসে পড়ে তার জন্য কেউ ইচ্ছে করে ফেলে এসেছিল।

—অর্থাৎ, আপনি চাইছেন, রুমালটা আমার, নিজের বলে স্বীকার করি। কিন্তু সত্যি যে ওটা আমার নয়।

—যদি আপনারই না হয়। তবে পাসপোর্টে নাম—বদলের কি কোন প্রয়োজন ছিল?

কাউণ্ট উত্তর দিলেন—আমরা যখন শুনি, নিহত ব্যক্তির ঘর থেকে "এইচ" অক্ষর তোলা রুমাল পাওয়া গেছে, আমার তখনই আশঙ্কা হল, শক্ত করে জেরা করা হবে হেলেনাকে। এবং তারপর যদি জানা যায়, আরমস্ট্রং পরিবারের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়া হেলেনা, তাহলে তো ওর সম্পর্কে সন্দেহ আরো ঘনীভূত হবে......সুতরাং......

—সুতরাং স্ত্রীর নাম পালটে ফেললেন পাসপোর্টে। হেলেনা থেকে এলেনা, চমৎকার। বিচারকে ভুল রাস্তা দেখাতে চেয়েছিলেন আপনি, তাই না? মিষ্টার পোয়ারো, কাউণ্ট বললেন, আপনি কিন্তু আমাদের তখনকার অবস্থা মোটেই বুঝতে পারছেন না, কী দারুন ভয় পেয়েছিলাম না! ভয়ানক ভাবনা হয়ে ছিল। জেরা! গ্রেপ্তার! জেল! হয়তো আরো অনেক কিছু। উফ্‌ কেমন করে বোঝাবো। ছলছল দুটি চোখ। বেদনামথিত কণ্ঠস্বর। কাতর মিনতি ভরা মুখ, হেলেনা আন্দ্রেনি, অভিনেত্রী লিণ্ডা আর্ডেনের কন্যা। স্থির চোখে সেদিকে চেয়ে রইলেন পোয়ারো।

—আপনাকে তো অবিশ্বাস করছি না। পোয়ারো বহুক্ষণ পর কথা বললেন।

—অবিশ্বাস করছেন না? যেন স্নিগ্ধ হাসির ছায়া পড়ল জল-ছলছল-চোখে।

—না। কাউন্টেসকে পোয়ারো জানান। যদি সত্যি আপনারা চান যে আপনাদের সন্দেহ থেকে মুক্তি দিই, বিশ্বাস করি, তাহলে যে আমাকে আপনাদের একটু সাহায্য করতে হবে।

—সাহায্য! আপনাকে! কাউন্টেসের কণ্ঠে ফুটলো বিস্ময়।

—হুম্। সাহায্য! আমাকে! পোয়ারোর কণ্ঠ গম্ভীর—তবে খুলেই বলি, অতীতে রয়েছে এই হত্যাকাণ্ডের বীজ। আপনার বাল্যে ও কৈশোরের সোনালী সুখী দিনগুলোর ওপর বেদনঘন ছায়া ফেলেছিল যে পারিবারিক ট্রাজেডি, এই খুনের রহস্যের বীজ রয়েছে সেই ট্রাজেডির ভিতর। তা, আপনার সেই ফেলে আসা দিনগুলির কিছু কথা বলুন তো।

—আর কি বলবো? আমি তখন খুব ছোট। তবুও ডেজিকে মনে আছে। কী ভালবাসতাম তাকে আমরা। চমৎকার দেখতে ছিল ডেজিকে। এক মাথা ঢেউ খেলানো চুল। হাসি খুশী মুখ। তারপর হল কী? হারিয়ে গেল ওরা সবাই—ডেজি, দিদি, জামাইবাবু।

—আরো একজন?

—হুম্। সুসান। বেচারা! তাকে মিছিমিছি সন্দেহ করেছিল পুলিশ। রাগে দুঃখে লজ্জায় আত্মহত্যা করে সে। অবশ্য পরে পুলিশ তাদের ভুল বুঝতে পারে। তাতে কী লাভ? বড় দেরী হয়ে গেছে তখন।

—সুসান কি আমেরিকান?

—না। ফরাসী।

—কি পদবী ছিল তার।

—জানি না। আমাদের বাড়ীতে প্রায়ই তার নাম করা হত। তবু পদবী কী ছিল শুনিনি।

—একজন নার্স ছিলেন না ডেজিকে দেখাশোনার? কি নাম ছিল তাঁর?

—শ্রীমতী স্টেনগেলবার্গ। ট্রেন্ড নার্স ছিলেন তিনি।

—আচ্ছা, একটু ভেবে বলুন তো,—আপনার ছেলেবেলার চেনা-শোনা কেউ কি ছিল এই কোচে?

—না।

—প্রিনসেস দ্রাগোমিরফ?

—হ্যাঁ, তা, ওঁর কথা তো আলাদা। ভেবেছিলাম আপনি বুঝি অন্য কারো কথা বলছেন।

—ছেলেবেলায়, কার কাছে পড়াশুনা করতেন আপনি, মনে আছে?

—বরাবরে! যা কড়া এক গভর্নেস ছিল! তাঁকে দারুণ ভয় করতাম। তিনি ইংরেজ না স্কচ—কি যেন ছিলেন। দিদির সঙ্গে ভারি ভাব ছিল। একটু লালচে ধবধবে চুল ছিল তাঁর মাথায়।

—তাঁর নামটা মনে আছে?

- শ্রীমতী ফ্রিবডি।

তখন তাঁর কত বয়স?

—তখন তাঁকে তো খুব বুড়ী বলেই বোধ হত। অবশ্য চল্লিশের বেশী নিশ্চয় বয়স ছিল না।

—আপনাদের বাড়ীতে আর কে কে ছিলেন?

-কয়েকজন পরিচারক শ্রেণীর লোক।

পোয়ারো কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ রইলেন। অতঃপর বলতে লাগলেন, —বহুকালের কথা। তখন আপনি ছেলে মানুষ। একটু ভাল করে ভেবে দেখুন তো, এ কোচে এমন কেউ আছে যাকে আপনি ছেলে-বেলায় দেখেছিলেন। ভাবন, ভেবে বলুন। কাউন্টেস চুপ করে রইলেন একটুক্ষণ। তারপর হঠাৎ বললেন—না। এই কোচে আর কোন যাত্রীকে আগে কোথায় কখনো দেখেছি বলে তো মনে পড়ে না একমাত্র দ্রাগোমিরফ ছাড়া। পোয়ারো বললেন—বেশ, তাহলে আপনারা আসুন, খানা-কামরা থেকে বেরিয়ে গেলেন ওরা।

॥ পাঁচ ॥

পোয়ারো ব্যুককে জিজ্ঞাসা করলেন—কী মনে হচ্ছে? কাজ কিছু এগুচ্ছে?

এগুচ্ছে না? চমৎকার! সত্যি, আপনাদের চিন্তা কৌশল, পদ্ধতি—অদ্ভুত। অপূর্ব। কাউন্টেস যে এই রকম কাজ করতে পারেন, আমি ভাবতেও পারিনি। ওঁর জন্যে দুঃখ হচ্ছে। বয়স এত অল্প। আমার তবু মনে হয়, ওঁর জেল হবে মাত্র বছর কয়েক। হয়তো বিচারপতিরা, অনুকম্পা দেখাবেন ওঁর বয়স ও প্রতিশোধ স্পৃহার কথা বিবেচনা করে। কাউন্টেস আন্দ্রেনিই যে র‍্যাশেটের হত্যাকারী, আপনি ধরে নিচ্ছেন তো?

—হ্যাঁ।

—কিন্তু আপনি কি বিশ্বাস করেন না কাউন্টের কথা। উনি যে অত করে বললেন—রাতে তাঁর স্ত্রী কামরা ছেড়ে যাননি।

—বারে! কাউন্ট তো চাইবেনই স্ত্রীকে বাঁচাতে।

—এই কথা বলা ছাড়া ওঁর কি পথ ছিল কোনো?

—ওদের কথা ভাবলে, সত্যি, কষ্ট হয়। সত্যি ওরা গভীরভাবে ভালবাসেন পরস্পরকে।

পোয়ারো বললেন,—আমার কিন্তু ধারণা, কাউন্ট মিথ্যে বলেন নি।

ঠিক এ সময়েই প্রিনসেস দ্রাগোমিরফ খানা-কামরায় এসে ঢুকলেন।

শুনলাম আপনারা একটা রুমাল পেয়েছেন; তিনি বললেন, ওটা আমার।

—আপনার ?

—হুম্, আমার। দেখুন ওর এক কোনে তোলা আছে আমার নামের আদি অক্ষর।

—নাতালিয়াই তো আপনার নাম। তাই না ? তাহলে আপনার নামের আদি অক্ষর দাঁড়াচ্ছে "এন"। "এইচ" নয়।

—আমি রুশীয়, এটা মনে রাখবেন। রুশ হরফে যেটা "এন", ইংরেজী বা রোমান হরফে সেটাই "এইচ"। অর্থাৎ রুশ-এর "এন" অবিকল ইংরেজীর "এইচ" এর মত।

—রুমালটা যে আপনার তা তো সকালে বলেন নি ?

•আপনিও কি কিছু প্রশ্ন করেছিলেন রুমাল সম্পর্কে ?

—বসুন তাহলে। পোয়ারো তাঁকে বললেন।

—বসছি বটে, তবে এ নিয়ে বেশি কথা বলতে পারবো না মশাই। আমি জানি, এরপর কি প্রশ্ন করা হবে আমায়। প্রশ্ন হবে, র‍্যাশেটের কামরায় কেমন করে গেল রুমালটা ? উত্তর হবে—জানি না।

—জানেন না ?

—না।

—এক্সকিউজ মী, কতটা আস্থা রাখতে পারি আপনার কথায় ?

—কেন বলছেন একথা ? 'শ্রীযুক্তা-আরমস্ট্রংয়ের বোন হেলেনা'

—সকালে একথা বলি নি, তাই ?

—ইচ্ছে করেই মিথ্যে বলেছিলেন আপনি।

—বেশ করেছি। দরকার হলে আবার বলবো। আমার বান্ধবীর মেয়ে হেলেনা। বন্ধুর আনুগত্য রক্ষার জন্য হাজার হাজার বার মিথ্যে কথা বলতে রাজী আছি আমি।

—তাহলে বান্ধবী কন্যাকে বাঁচাবার জন্যে কি বলছেন রুমালটা আপনার ?

—না। ওটা সত্যি তোমার। কি বিশ্বাস হলো না ? খোঁজ নিয়ে দেখুন, প্যারিসের যেখান থেকে কাপড়-চোপড় করাই, সেখানে।

ডজনখানেক ঐ রকম রুমাল করিয়েছিলাম বছরখানেক

প্রিনসেস উঠলেন—আর কিছু প্রশ্ন আছে?

—রুমালটা আপনার কই, আপনার পরিচারক তো তা বলেনি?

—অর্থাৎ, ভাবও আছে আনুগত্য বলে এক বিশেষ গুণ। প্রিনসেস ড্রাগোমিরফ চলে গেলেন।

—জব্বর মহিলা মশাই, অঁ্যা? বুক বলেন—আজ সকাল থেকে কত কথাই যে শুনলাম।

—এখনো শোনার পালা শেষ হয়নি জানবেন।

—সে কি? আরো কিছু ঘটবে? ডাক্তারের প্রশ্ন।

—না ঘটলেই একটু হতাশ হবো। বিস্মিত হব। পোয়ারো বললেন।

—সত্যি, আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি। বুক অবাক স্বরে বলেন, জানি না, হাজার মিথ্যে কথার ভীড়ে কি করে আপনি টেনে বার করে আনেন সত্যিটা।

আসলে কি জানেন, আমি মন দিয়ে শুনেছি প্রত্যেকের কথা। আর ভেবেছি, কার কোন্ কথাটা মিথ্যে। কেনই বা সে মিথ্যে বললো। এই পদ্ধতিটা দেখেছি, দারুন কাজে লেগে গেছে কাউন্ট আন্দ্রেনি সম্পর্কে। আমি অন্যদের ওপরেও এই পদ্ধতির প্রয়োগ করে ফল পেতে চাই।

—এই পদ্ধতি প্রয়োগ করবেন কার ওপর?

—কর্নেল আর্বাথনটের ওপর। সেই পাক্কা সাহেবের ওপরেই প্রথমে করা যাক।

॥ ছয় ॥

দ্বিতীয় ডাকে কর্ণেলের বিরক্তি ফুটে উঠল তার মুখে। বললেন —কি বলছেন বলুন ?

অত্যন্ত দুঃখিত, দ্বিতীয়বার ডাকতে হল বলে। পোয়ারো জানালেন, আসলে মনে হল আমার, আপনি আমাদের আরো কিছু তথ্য দিতে পারেন ইচ্ছে করলে।

—তাই বুঝি ? কই আমার তো মনে হচ্ছে না।

—এই পাইপ-ক্লিনারটা দেখুন তো।

—দেখেছি।

—আপনার এটা ?

—কি করে বলি ? চিহ্ন দিয়ে তো রাখিনি।

—হয়তো জানেন না, একমাত্র আপনিই পাইপ খান যাত্রাদের মধ্যে।

—তাহলে হতেই পারে আমার।

—ওটা কোথায় পাওয়া গেছে জানেন ?

—না।

—মৃত র‍্যাসেটের কামরায়। ভ্রু কোঁচকালেন কর্ণেল।

—এ জিনিস সেখানে গেল কি করে বলতে পারেন ?

—আমি ওটা ফেলে এসেছি কিনা, জানতে চাইছেন। তাই তো ?

—কখনো র‍্যাশেটের কামরায় আপনি গিয়েছিলেন ?

—কখনো কথাই বলিনি ওনার সঙ্গে।

—কথাও বলেন নি আর খুনও করেন নি কি ?

কর্ণেল ফের ভ্রু ভঙ্গি করেন। বলেন—খুন করলে কি বলতে আসতাম আপনাকে ? তবে, সত্যি আমি খুন করিনি।

—কিছু এসে যায় না তাতে।

—এক্সকিউজ মী, ঠিক বুঝলাম না আপনার শেষ কথাটা?

কেন না পোয়ারো বলতে থাকেন, আমি এখনই ডেনখানেক ব্যাখ্যা দিতে পারি, কেন ওটা র‍্যাশেটের কামরায় পড়েছিল—সে সম্পর্কে।

পোয়ারোর দিকে চেয়ে নিশ্চুপে বসে রইলেন আর্থারনট।

—সম্পূর্ণ ভিন্ন কারণে আমি আপনাকে এখানে ডেকেছি।

পোয়ারো বললেন,—শ্রীমতী ডেবেনহ্যামের সঙ্গে এক স্টেশনে আপনার নিভৃত আলাপের কিছু সংলাপ কানে এসেছিল আমার।

চুপ করে রইলেন আর্থারনট।

—কথা প্রসঙ্গে আপনাকে বলছিলেন ডেবেনহ্যাম—না না, এখন নয়। এখন নয়। সব শেষ হোক আগে।

তারপর···কি মানে এর?

—এ প্রশ্নের উত্তর আমি দেবো না মিস্টার পোয়ারো। ইচ্ছে হলে, আপনি ডেবেনহ্যামকে ডেকে জিজ্ঞাসা করতে পারেন।

—তাহলে আপনি রাজী হলেন না, এক মহিলার গোপন কথা প্রকাশ করতে?

—যদি তা ভাবেন। তবে তাই-ই।

—ডেবেনহ্যামকে আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম, এক ব্যক্তিগত কথা প্রসঙ্গে তিনি ওকথা বলেছিলেন বলেই জানান।

—তাহলে কি অবিশ্বাস করছেন ওর কথায়?

—অবিশ্বাস? মেরি ডেবেনহ্যাম তো মশাই, সন্দেহজনক মহিলা।

—কি যা তা বকছেন। গর্জন করে ওঠেন কর্নেল।

—ঠিকই বলছি, যা তা নয়।

কি ঠিক বলছেন। ডেবেনহ্যামের বিরুদ্ধে কি জানেন আপনি?

—তিনি কেন মিথ্যে বললেন। কেন বললেন না, তিনি আরমস্ট্রং

পরিবারের গভর্নেসের কাজ করতেন ডেজি চুরি যাবার সময়। তিনি আমেরিকায় ছিলেন, কেন অস্বীকার করলেন একথা ?

পূর্ণ নৈঃশব্দে কাটে এক লহমা। সুতরাং দেখুন, পোয়ারো বললেন, আপনাদের ধারণা অনুযায়ী যতটুকু আমি জানি, আসলে আমি তার চেয়েও ঢের বেশী জানি।

—আপনার ভুলও তো হতে পারে ?

—পারে। তবে এক্ষেত্রে হয়নি। আমার কাছে ডেবেনহ্যাম কেন মিথ্যে বলেছিলেন তবে বলুন ?

—বললাম তো, ভুল হতেই পারে আপনার। তাই আপনার উচিত হবে ডেবেনহ্যামের ব্যক্তিগত কথা তার মুখেই শুনে নেওয়া।

—বেশ, তাই হবে।

ডেকে পাঠানো হল ডেবেনহ্যামকে। এবং তিনি চলে এলেন মিনিট দু'য়েকের মধ্যেই।

॥ সাত ॥

ভাবি সুন্দরী ডেবেনহ্যাম। তবু আগে কখনো মনে হয়নি এত সৌন্দর্য লুকিয়ে আছে তার মধ্যে।

চাঞ্চল্য নেই একটুও। গ্রীবা রেখেছেন সোজা। মাথা তাঁর উঁচু। কোন এক প্রতিজ্ঞার দৃঢ়তা তার দুই ঠোঁটে, মুখের প্রতিটি রেখায়, সারা শরীরে।

—ডেকছিলেন ?

—হ্যাঁ, আপনাকে প্রশ্ন করতে চাই একটা। সকালে কেন মিথ্যে কথা বলে গিয়েছেন ?

—কি রকম ?

—যখন মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে আরমস্ট্রং পরিবারে, তখন সে

আপনি ছিলেন তাদের মধ্যেই। একথা বলেন নি কেন? অথচ সকালে বললেন, কোনদিন আমেরিকায় যাননি আপনি।

—সত্যিকথা।

—না, মিথ্যে।

—আহা, ভুল বুঝছেন কেন। সকালে মিথ্যে বলেছি আপনাদের কাছে—একথা তো সত্যি? তাই বলছি।

—তাহলে স্বীকার করছেন?

—হুম্। জেনেই ফেলেছেন যখন, মৃদু বাঁকা হেসে ডেবেনহ্যাম জানান, তখন মিছিমিছি অস্বীকার করে লাভ নেই।

—স্পষ্ট কথা বলতে জানেন আপনি?

—তখনই বিশেষ করে, যখন উপায় থাকে না, স্পষ্ট কথা বলা ছাড়া। যেমন, এই এখন।

—বাহ্। সুন্দর করে কথাও বলেন দেখছি। কিন্তু সকালে সত্যি কথা বলেননি কেন বলুন তো?

—কারণটা তো স্বচ্ছ। এত স্বচ্ছ, আবার খুলে বলার কোন প্রয়োজন আছে কি?

—ব্যাপারটা ঠিক ধরতে পারছি না। ডেবেনহ্যাম চুপ করে রইলেন কিছুক্ষণ, তারপর আস্তে বললেন—খেটে খেতে হয় আমাকে।

—মানে?

—মানে? আপনি মানে জানতে চাইছেন? ডেবেনহ্যাম কাঁপা কাঁপা স্বরে বলেন, আচ্ছা, শুনুন তবে। পোয়ারোর ওপর তিনি দৃষ্টি রাখলেন, সে দৃষ্টি বড় উজ্জ্বল, বড় প্রখর। —কোন এক ভদ্র-জীবিকার উপায় খুঁজে বার করা এবং তাকে ধরে রাখা কোন মেয়ের পক্ষে যে কত কঠিন, তার কতটুকু আপনি জানেন? আর যদি একবার চাউর হয়ে যায়, সে মেয়ের সঙ্গে শিশু হত্যাকাণ্ডের সামান্যতম, বা দূরতম, অস্পষ্ট কোন যোগাযোগ ছিল, পুলিসের জিজ্ঞাসাবাদ শুনতে হয়েছিল তাকে, তখন? মেয়েটার কি গতি হবে

বলুনতো? কখনো ভেবে দেখেছেন সে মেয়ে ভবিষ্যতে কোন চাকরি পাবে কিনা? কোন প্রতিষ্ঠানে কিংবা ভদ্র পরিবারে?

—কেন পাবে না, নিশ্চয় পাবে। অবশ্য সত্যিই যদি সে হয় নিরপরাধ।

—ভুল! ভুল মিষ্টার পোয়ারো। গুজবে কান দিতে যতটা ভালবাসে মানুষ, ততটা, সত্য যাচাই এ নয়! মেয়েদের পক্ষে যে অপপ্রচার বড় সাংঘাতিক জিনিস।

উভয়ই চুপ করে থাকেন কিছুক্ষণ।

পোয়ারোর কণ্ঠে সমবেদনা—একটা ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করতে পারেন?

সাহায্য! আপনাকে? কি ব্যাপার মিষ্টার পোয়ারো?

—এই এক সনাক্তকরণ ব্যাপারে।

—কী বলতে চান?

—আপনি নিশ্চয়ই ধরতে পেরেছিলেন, নিউ ইয়র্কে যে মেয়েটিকে আপনি পড়াতেন, সে ই কাউন্টেস আন্দ্রেনি এখন?

—আশ্চর্য! সেই কাউন্টেস আন্দ্রেনি! বুঝতে পারিনি। কয়েক বছর তো তাকে দেখিনি। এর মধ্যেই কত বদলে গেছে, কত বড় হয়ে গেছে। বিয়ের পর কেমন বিদেশী-বিদেশী হয়ে গেছে। হয়তো বরের ঘর করার জন্যেই এটা হয়েছে। ওকে অবশ্য খানা-কামরায় দেখে কেমন যেন চেনা চেনা মনে হয়েছিল। আসলে বেশী লক্ষ্য করেছিলাম ওর থেকে ওর স্বামীকেই। যা চিরকালের মেয়েদের স্বভাব।

ডেবেনহ্যাম হেসে ফেললেন ফিক করে। এবং সে হাসি পোয়ারোকে করালো আরো গম্ভীর। আবার চুপচাপ মিনিট দুয়েক।

—আপনি তো সবই বললেন। পোয়ারো ভারী গলায় ডেবেনহ্যামকে বললেন—শুধু একটা কথা বললেন না।

—কি কথা।

—ভালো করেই জানেন কি বলতে চাই। তবু না জানার ভান করছেন যখন, তখন না-হয় ইংগীতেই বলতে হবে। (অল্প থেমে) সত্যি কথা। খুব গোপন......

কি ঘটে যায় ডেবেনহ্যামের। তিনি কান্নায় ভেঙে পড়েন—আমি পারবো না সে কথা বলতে। কক্ষনো না।

চকিতে আসন ছেড়ে উঠে, ডেবেনহ্যামের পাশে এসে দাঁড়ালেন কর্নেল। তাঁর মাথায় হাত রেখে নম্র কণ্ঠে বলেন—কথা শোনো মেরি, কেঁদো না।

আচ্ছা, কাঁদবো না। ডেবেনহ্যাম চোখ মুছলেন। পোয়ারোকে বললেন, নিজের জায়গায় এখন আমি যাই। আপনার আর কিছু প্রশ্ন নেই তো? কর্নেল ডেবেনহ্যামের একটি হাত ধরলেন—চলো, এগিয়ে দিই তোমাকে।

কামরার দরজা পর্যন্ত গিয়ে হঠাৎ কর্নেল ঘুরে দাঁড়িয়ে পোয়ারোর দিকে ফিরে বললেন—এ ব্যাপারের সঙ্গে ডেবেনহ্যামের কোন সম্পর্ক নেই। তবু যদি ওকে আপনি বিরক্ত করবার চেষ্টা করেন, জানবেন, সেই মোকাবিলা হবে আমার সঙ্গে। আমার কথার গুরুত্ব বুঝে, আশা করি, এখন থেকে ঠিকমত কাজ করবেন। চলে গেলেন ওরা।

—রেগে গেলে এমন অদ্ভূতভাবে কথা বলে মানুষ! দারুণ দেখতে লাগে। পোয়ারো মৃদু হেসে বললেন। এখন এত্তই আনন্দিত বুক যে, ক্রুদ্ধ মানুষের আচরণ নিয়ে তার কোন ভাবনা দেখা গেল না।

—বন্ধুগর্বে যেন আহ্লাদে আটখানা তিনি।

—ম' শের ভুজেৎ এ পার্তাঁ, তিনি প্রায় চীৎকার করে ওঠেন। আশ্চর্য অনুমান আপনার! দারুণ আশ্চর্য!

ডাক্তারও উচ্ছ্বসিত হন সপ্রশংস কণ্ঠে—সত্যি, কিছু বোঝার উপায় নেই মিষ্টার পোয়ারো, কি করে যে এত সব কাণ্ড আপনি

করেন। পোয়ারো হাসলেন—এতে আমার কোন কৃতিত্ব নেই কিন্তু। সবই বলে গেছেন প্রিনসেস আন্দ্রেনি। বাকিটুকু স্রেফ আন্দাজে।

—আন্দ্রেনি? উঁহুঁ, তিনি তো ডেবেনহ্যাম সম্পর্কে একটা কথাও বলেছেন বলে মনে হয় না।

—কেন? ছেলেবেলায় কাউন্টেসে তার এক গভর্নেসের কথা বলেননি?

—হ্যাঁ হ্যাঁ, সে তো মাঝবয়সী কোন মহিলা……

—ঠিক। তবে একটু ঘুরিয়ে বলা আর কি। যাতে আমরা চট্ করে ডেবেনহ্যামকে চিনতে না পারি। যদি আরমস্ট্রং পরিবারে থেকেই থাকেন মহিলাটি, তবে, আমার মন বলেছিল, তিনি ছিলেন গভর্নেস হিসেবেই।

কাউন্টেস আরেকটি প্রমাণ দিয়ে ফেলেছিলেন। কি মজার কথা দেখুন, তিনি যে কথা দিয়ে ঢাকতে চেয়েছিলেন প্রমাণ, এটা তাতেই প্রকাশিত হয়ে গেছিল।

—কি রকম?

—কাউন্টেসকে তাঁর গভর্নেসের নাম জিজ্ঞেস করেছিলাম মনে আছে?

—হ্যাঁ, তিনি বললেন—ফ্রিবডি।

—ঠিক তাই। ব্যাপার হল, হঠাৎ তাকে ছেলেবেলার গভর্নেসের নাম জিজ্ঞেস করতে অতি দ্রুত অন্য একটা নাম তাঁকে খুঁজে বার করতে হল—ফ্রিবডি। মজার কথা হল কি, নিউইয়র্কের নামকরা এক দোকানের নাম হল—'ডেবেনহ্যাম অ্যাণ্ড ফ্রিবডি'। দোকানটা বিখ্যাত। নিউইয়র্কে থাকাকালীন ঐ দোকানের নামটা শুনেছিলেন কাউন্টেস। তখনও তাঁর মাথায় ছিল ঐ নামটা, ডেবেনহ্যাম। এবং ঐ নামের বদলে অন্য একটা নাম তিনি চাইতেই, হঠাৎ মনে এল 'ফ্রিবডি' নামটা। তৎক্ষণাৎ সেটা বলে ফেললেন। এভাবেই মানুষের মনে অনুষঙ্গে-জাগা স্মৃতি কাজ করে যায়। যাগ্ গে, আমার আর

অসুবিধা হয়নি, কাউণ্টেসের কথা থেকে শ্রীমতী ডেবেনহ্যামকে খুঁজে নিতে।

—বুঝলাম। ব্যুক বলেন—আমি তো মশাই এখন ভাবছি, এই-রকম মিথ্যে কথা কি যাত্রীরা সবাই কিছু কিছু বলেননি কি?

পোয়ারো হাসলেন—তাই তো যাচাই করে দেখতে চাই।

॥ আট ॥

তারপর? ব্যুক বললেন।

—একবার ডেকে পাঠান আন্তোনিয়ো ফসকারেল্লিকে।

—আচ্ছা।

—দেখা যাক। ব্যুককে ডাক্তার বললেন, আবার কোন অনুমানের খেল দেখান পোয়ারো।

—যাই দেখান। ব্যুক বলেন—আর আশ্চর্য হচ্ছি না।

—তাজ্জব ব্যাপার মশাই, ডাক্তার মন্তব্য করেন।

—খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। পোয়ারো জানান, মানে, এই কেসটা আর কি।

—স্বাভাবিক?

কামরায় ঢোকেন আন্তোনিয়ো ফসকারেল্লি।

—আর কিছু বলার নেই আমার।

—আছে। পোয়ারোর কণ্ঠে গাম্ভীর্য, সত্যিকথাটা।

—সত্যি কথাটা?

—হ্যাঁ, কথাটা আমি জানলেও আপনার মুখ থেকে শুনলেই খুশী হবো।

—মশাই যে দেখছি পুলিশের মত কথা বলেন।

—আপনার পুলিশের অভিজ্ঞতাও আছে নাকি?

—কিসের অভিজ্ঞতা নেই বলুন না—জন্মাই নি তো রূপোর ঝিনুক মুখে নিয়ে। আমাকে ভাগ্যের সঙ্গে পাঞ্জা লড়তে হয়েছে এক দেশ থেকে আরেক দেশ ঘুরে। দুটো পয়সার মুখ তবেই দেখতে পেয়েছি আমি। বুঝলেন কিছু।

—বুঝলাম। যাকে বলে স্ব-নির্মিত মানুষ। আপনি হলেন তাই। ধারণা একটু খারাপ হলেও, আপনি যে খাঁটী মানুষ, তা বুঝতে পারছি। পোয়ারো জানান—তবে মিস্টার ফসকারেল্লি, আমার জীবনে কোথাও শান্তি নেই, কিংবা ছিল না। কেবলই সংগ্রামই আছে জীবন অভিজ্ঞতায়—একথা ঠিক না। আপনি ভুলে গেছেন ডেজির সুন্দর হাসিভরা মুখ।
শুধু মনে রেখেছেন পুলিসের দাঁত খিঁচুনি।

—না না, ভুলিনি, ভুলতে পারি আমি, কি যে বলেন, ভুলে যাব ডেজিকে? এখনো চোখ বুজলেই যে আমি শুনতে পাই তার আধো আধো বোল "টোনিও"—তার মিষ্টি ডাক। যেন দেখতে পাই, সে বসেছে এসে সাদারঙের বিরাট সেই গাড়িতে। স্টিয়ারিং হুইলে রেখেছে ছোট, ছোট, দুটি কচি হাত। ভাবখানা যেন, দ্যাখো দ্যাখো, কী ভীষন গাড়ি চালাতে পারি আমি। কত বড় ড্রাইভার।

—তাহলে আরমস্ট্রং-পরিবারের শোফার ছিলেন আপনি?

—হ্যাঁ। এতক্ষনে ফসকারেল্লির যেন চমক ভাঙলো। পোয়ারোর চোখ তার দিকে নিবদ্ধ। ডাক্তার ও বুক বসে আছেন অভিভূতের মতো। ফসকারেল্লি এসে বললেন—মিষ্টার পোয়ারো?

—বলুন!

—আপনাকে কথাটা সকালে বলিনি। বলিনি কাউকেই। পুলিস আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল ডেজির মৃত্যু সম্পর্কে। আমার কোন দোষ ছিল না এতে। পরে ঠিক বুঝেছিল পুলিস, আমরা পেট চালাই ব্যবসা করে। কিন্তু লোকে জানে, তার কারবার লাটে উঠবেই, একবার যে পুলিশের খপ্পরে পড়েছে।

তবু বিশ্বাস করতে পারেন, আমার কোন সম্পর্ক ছিল না র‍্যাশেটের হত্যা সম্পর্কে। যে ইংরেজটা আছে আমার কামরায়, লোকটা আমায় পছন্দ না করলেও সে জানে সারারাতে একবারও আমি কামরা ছেড়ে বাইরে যাইনি। লোকটাকে জিজ্ঞাসা করে দেখতে পারেন, আমি মিথ্যে বলছি কিনা।

—আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করবো। আপনি আসতে পারেন এখন। উঠে, ধীরে ধীরে চলে গেলেন ফসকারেল্লি।

দশ নম্বর কামরার সুইডিশ মহিলাকে একটু ডেকে পাঠান না মিষ্টার বুক। একটু কথা আছে তার সঙ্গে।

—গ্রেটা অলসঁকে ডেকে আনতে গিয়েছিল খানাকামরার যে কর্মচারীটি, খুব যত্নে তাঁকে সঙ্গে করে নিয়ে এল সে। গ্রেটা অলসঁ কাঁদছিলেন। চাপা কান্না না। আকুল, বুক ভাসানো কান্না। পোয়ারোর সামনে আসনে বসেও তার কান্না বাধ মানে না। ডাক্তার ও বুক দুজনেই তার কান্না দেখে অস্বস্তি ফিল করছিল।

—ভদ্রমহিলার এই অবস্থায়, তাকে পোয়ারো বেশী জিজ্ঞাসাবাদ করেন, এটা ওরা কেউই যেন চাইছিলেন না। এবং বুক ভাবছেন, পোয়ারোকে কথাটা বলা ঠিক হবে তো?

—গ্রেটা অলসঁকে পোয়ারো বললেন—মাত্র একটা প্রশ্নই করবো। সত্যি জবাব চাই। বলুন, আপনার ওপরই ডেজিকে দেখাশুনার ভার ছিল না?

—হ্যাঁ। গ্রেটা অলসঁ কাঁদতে কাঁদতেই জবাব দিলেন—এ কথাটাই সকালে বলতাম, বলতে পারিনি শুধু ভয়ে। ডেজি যে কি মিষ্টি দেখতে ছিল। ওর মাও যেমন দেখতে ছিলেন, তেমনই ব্যবহারটা। আমি ডেজিকে ভালবাসতাম। তবু আমার অত ভালবাসাও বাঁচাতে পারেনি তাকে! ভাবলে, এখনো বুকে আমার অসহ্য কষ্ট, যন্ত্রনা হয়। ডেজি মারা গেল। গেলেন তার মাও। তিনি তখন ধারণ করেছিলেন আরেকটি শিশুকে। সে আর পৃথিবীর

আলো দেখতে পেল না……পোয়ারো, আপনি কি জানেন ঐ র‍্যাশেট পশুটা কত বড় শয়তান ছিলো? ডেজ একা না। তার কি কোন হিসেব পাওয়া যাবে, সে ডেজর মত কত শিশুর প্রাণ নিয়েছে?

হঠাৎ জোরে কেঁদে উঠলেন গ্রেটা অলসঁ।

—আহা হা। কাঁদবেন না আর। বুঝেছি আমি, আচ্ছা, এবার আসুন।

চোখের জলের ঝাপসা দৃষ্টিতে বিদায় নিলেন তিনি। ডাক্তার মহিলাটিকে কামরা পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন পোয়ারোর নির্দেশে। এবং মহিলাটিকে তাঁর কামরায় পৌঁছে দিতে বললেন খানা-কামরার কর্মচারীটিকে। নিজের জায়গায় এসে বসলেন ডাক্তার। এবং সঙ্গে সঙ্গেই র‍্যাশেটের পরিচারক, মাস্টারম্যান এসে ঢুকলো। ঢুকে, পোয়ারোকে দেখে, কোন ভূমিকা না করেই সে বললে—বিনা অনুমতিতে এই কামরায় ঢোকার জন্য মাপ চাইছি। একটা সত্যি কথা আমি বলতে চাই। আমি কর্নেল আরমস্ট্রংএর আরদালি ছিলাম যুদ্ধের সময়। এবং যুদ্ধশেষে পরিচারক ছিলাম তাঁর নিউইয়র্কের বাড়িতে। স্যার। আরেকটা কথা, আপনারা সন্দেহ করবেন না "টোনিও"কে। সে সারারাত ছিল কামরায়। টোনিও বিদেশী হলেও মানুষ খারাপ নয়। ইংরেজ সন্ত্রাস বলে সার্টিফিকেট দিল। তবু ওর দ্বারা একটা মাছি মারাও সম্ভব নয়—এত নরম ওর মন।

—আর কিছু বলার আছে?

—না। তবু মাস্টারম্যান দাঁড়িয়ে রইল। কিন্তু তাকে আর কোন কথা বললেন না পোয়ারো। বেচারা যেমন না-ডাকতেই এসেছিল, অভিবাদন করে চলে গেল ঠিক তেমনই। না-বলতেই।

—অবাক কাণ্ড! ব্যুক বললেন, বারো জন যাত্রী। আরমস্ট্রং পরিবারের সঙ্গে যুক্ত তার নয়জন। তারপর কী পোয়ারো। তার পর কি? নাকি বলবো—কে—?

—দেখুন, আপনার উত্তর সশরীরে এসে হাজির। ব্যুক দেখলেন, কামরায় ঢুকছেন আমেরিকান ডিটেকটিভ হার্ডম্যান্।

—আরমস্ট্রংদের সঙ্গে কি সম্পর্ক ছিল আপনার বলুন তো? হেসে বললেন পোয়ারো।

—কোন সম্পর্ক তো ছিল না।

—সে কি। পরোক্ষভাবেও নয়? তাহলে তো আশ্চর্যের কথা।

—না। হার্ডম্যান হাসলেন। পোয়ারো, আপনি কি কাণ্ড করছেন না, সত্যি, অবাক হয়ে যাচ্ছি। আপনার প্রতিভা অসাধারণ।

—ধন্যবাদ হার্ডম্যান।

"সুতরাং", ডাক্তার শুরু করেন—বর্তমানে প্রকাশ, আরমস্ট্রংদের সাথে কোন সম্পর্ক ছিল না মাত্র তিন জনের। এবং তারা হলেন, ইন্ডগ্রেদ্ স্মি, হুবার্ড এবং হার্ডম্যান। তাই তো?

নকল রাগে পোয়ারো বলে ওঠেন—কিন্তু ডাক্তার, এ ভারি অন্যায় আপনার। ওঁদের কোন ভূমিকাই দিতে চাইছেন না এমন চমৎকার একটা নাটকে। আপনার কিন্তু প্রতিবাদ জানানো উচিৎ হার্ডম্যান।

—রসিকতা রাখুন তো মশাই। হার্ডম্যান বললেন—এ রহস্যের পূর্ণ সমাধান কি করতে পারলেন?

—পেরেছি। এবং বহু আগেই।

—তবে বলছেন না কেন?

—হ্যাঁ, বলবো এবার। দেখছি বড়ই ব্যস্ত হয়ে পড়ছেন আপনারা। পোয়ারো বললেন, আরেকটু কষ্ট আপনাকে দেবো, মিষ্টার ব্যুক। একটু নতুন করে সাজাতে হবে এই কামরাটাকে। কোচের যাত্রীরা বসবেন একদিকে। আমরা বাকী তিনজন আর একদিকে, ছোট্ট সভার মত হবে। এবং সেখানেই আমি জানিয়ে দেবো সবাইকে, ঐ রহস্যের সমাধান। ততক্ষন চলুন ডাক্তার, আপনার কামরায় গিয়ে আমরা বসিগে। হ্যাঁ, আরেকটা অনুরোধ মিষ্টার ব্যুক, বড় বেশী প্রয়োজন অনুভব করছি এক পেয়ালা উষ্ণ কফির।

আরে নিশ্চয়ই হবে। আলবাৎ। ব্যুক যেন হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে

হবেন। তবে এগোন আপনারা। এখুনি আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি কফি। আর আপনাদের কাছেও যাচ্ছি, এদিকে সব ব্যবস্থা সারা হলে। সভায় এসে এক সঙ্গে ঠোঁট রাখা যাবে কফির পেয়ালায়।

॥ নয় ॥

"ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ"—

পোয়ারো তাঁর ভাষণ শুরু করলেন খানা-কামরার গোষ্ঠি সভায় ইস্তাম্বুল-ক্যালে কোচের প্রতিটি যাত্রী আছেন সভায়। শান্ত পরিবেশ। শান্ত সবাই। গ্রিটা অলসন কেবল কাঁদছেন। অঘোরে। শ্রীযুক্তা হুবার্ড শান্তনা দিচ্ছেন তাঁর পাশে বসে। সন্দেহ নেই, শান্ত যাত্রীদের ভিতরে ঝড় চলছে। তাদের আপাতঃ শান্তভাব মধ্যে আশংকা ও উৎসক্যের মিশ্র অনুভব। পোয়ারোর দুই পাশে আছে ব্যুক ও ডক্টার কনস্টানটাইন্। খানা-কামরার দরজা বন্ধ। কণ্ডাক্টর মিশেল, পোয়ারোর বিশেষ অনুমতিতে রয়েছে কামরার দরজার কাছে। এই সভায় প্রবেশধিকার পায়নি দৈনের অন্য কোন কোচের কোন কর্মচারী বা যাত্রী। সভার প্রতিটি লোকের দৃষ্টি নিবদ্ধ পোয়ারোর দিকে।

ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ—

এখন আমি আমার বক্তব্য নিবেদন করছি ইংরাজীতে। কেননা, সকলেই মোটামুটি বুঝতে পারবেন ইংরেজী ভাষণ।

এখন আমরা এখানে সবাই সমবেত হয়েছি সামুয়েল এডওয়ার্ড র‍্যাশেট, ওরফে কাসেট্টির মৃত্যুর কারণ অনুসন্ধানের জন্য।

আপনাদের কাছে এই হত্যাকাণ্ডের দুটি সম্ভাব্য কারণ আমি বলবো। (বিস্ময় মিশ্রিত গুঞ্জন শোনা যায় এই কথায়—কেন দুটি

সম্ভাব্য কারণ? কেন?) এবং তার কোনটি গ্রহণ করা উচিত, সে বিচার আমি সম্পূর্ণ ছেড়ে দিলাম ডাক্তার কনস্টান্টাইন ও বুকের ওপর।

এই ব্যাপারে একটা খবর আপনাদের জানা আছে। আজ সকালে মৃত ও ছুরিকাহত অবস্থায় দেখতে পাওয়া যায় র্যাশেটকে। জানা গেছে, গতরাতে ১২.৩৭ মিনিটে কণ্ডাক্টরের সঙ্গে তিনি কথা বলেছিলেন। ওই সময়ে র্যাশেটকে অবশ্য কণ্ডাক্টর দেখেননি। কেননা, র্যাশেট কথা বলেছিলেন কামরার ভিতর থেকে। এবং তার কামরার দরজা ছিল বন্ধ। একটি ভাঙা ঘড়ি পাওয়া গেছে তাঁর পায়জামার পকেট থেকে। ঘড়িটা বন্ধ হয়ে আছে, রাত একটা পনের মিনিট বেজে। মৃতদেহ পরীক্ষা করে দেখে ডাক্তার কনস্টান্-টাইন বলেছেন, এই হত্যা সংঘটিত হয়েছে রাত বারোটা থেকে দুটোর মধ্যে। এখন বরফ ঝড়ের মুখে, আপনারা জানেন, ট্রেন থেমে যায়। এবং ঐ সময়ের পর খুবই অসম্ভব কারো পক্ষে ট্রেন থেকে পালানো।

মিষ্টার হার্ডম্যান, নিউইয়র্ক ডিটেকটিভ এজেন্ট (এই সময়ে অনেকের চোখ পড়ে হার্ড ম্যানের দিকে) তাঁর সাক্ষ্যে জানিয়েছেন, কারো পক্ষে সম্ভব ছিল না, তাঁর ষোল নম্বর কামরার সতর্ক দৃষ্টি এড়িয়ে চলে যাওয়া।

সুতরাং, হত্যাকারী এই ট্রেনেরই বিশেষ কোচের যাত্রীদের মধ্যে রয়েছে, এই সিদ্ধান্ত আমরা নিতে বাধ্য। এবং সেই কোচটি ইস্তাম্বুল-ক্যালে কোচ ছাড়া অন্য কোন কোচ হতেই পারে না।

পোয়ারো একটু থামলেন—এই হল আমাদের ধারণা, তাই তো।

ঠিক। বুক মন্তব্য করলেন।

—একটি বিকল্প ধারণা এখন আমি আপনাদের সামনে স্থাপন করতে চাই। ধারণাটা খুবই সরল, সাধারণ, কোন এক শত্রু আছে র্যাশেটের। র্যাশেট ভয় করতেন তাকে। হার্ডম্যানকে তাঁর সেই

শত্রুটির একটি বর্ণনা দিয়েছিলেন তিনি, এবং একথাও বলেছিলেন, যদি এই ট্রেনে তাঁর প্রাণনাশের কোন চেষ্টা করা হয়, তবে তা করা হবে যাত্রার দ্বিতীয় রাতে।

—হার্ডম্যানকে যেটুকু বলেছিলেন র‍্যাশেট, তার থেকেও নিশ্চয় র‍্যাশেট জানতেন অনেক কিছু। বেলগ্রেড বা ভিনকোর্ভকিতে ট্রেনে ওঠে র‍্যাশেট বর্ণিত সেই শত্রুটি। এদিকে কর্নেল আর্বাথনট ও ম্যাককুইন প্লাটফর্ম থেকে বেড়িয়ে ফেরবার সময় কোচে ঢোকবার দরজাটা খুলে রেখেছিলেন ভুল করে। আততায়ী এসে ঢোকে সেই দরজা দিয়েই। এই রেলপথের কণ্ডাক্টরদের একটা য়ুনিফর্ম, লোকটা যে করেই হোক যোগাড় করেছিল। আর যোগাড় করেছিলেন এক বিশেষ ধরনের চাবি। একমাত্র রেলকর্মচারীদের কাছেই থাকে এ ধরনের চাবি। কামরার দরজা ভিতর থেকে বন্ধ থাকলেও, এ চাবি তা খুলতে পারে। ঘুমের ওষুধ খেয়ে র‍্যাশেট যখন গভীর মগ্ন, তখন কামরায় ঢোকে আততায়ী। এবং খুন সেরে, মাঝের দরজা দিয়ে চলে যায় হুবার্ডের কামরায়। ঠিক বলেছেন, হুবার্ড গম্ভীরভাবে মাথা নেড়ে সায় দেন।

যাবার সময় রক্তাক্ত ছুরিটা হুবার্ডের ঝোলার মধ্যে রেখে যায় আততায়ী। তার অজ্ঞাতে, ঠিক ঐ সময়ে য়ুনিফর্মে একটি বোতাম খসে পড়ে। হুবার্ডের করিডর ছেড়ে বেরিয়ে অতঃপর সে চলে যায় করিডোরে।

তারপর ?

—এক খালি কামরায় এক স্যুটকেশে সে গুঁজে দেয় য়ুনিফর্মটা। এবং এর কয়েকমিনিট পরে কোচ থেকে প্লাটফর্মে নেমে যায় সাধারণ পোশাকে। যে দরজা দিয়ে ঢুকেছিল খুনী, বলা বাহুল্য, সেই দরজা দিয়ে অর্থাৎ খানা-কামরা দিকের দরজা দিয়েই সে চলে যায়।

গভীর আগ্রহে সবাই শুনছিলেন পোয়ারোর কথা।

—কিন্তু ঘড়িটা সম্পর্কে কী বলবেন আপনি? হার্ডম্যান বললেন।

—র‍্যাশেটের ঘড়িতে যে সময় নির্দেশ দেওয়া আছে তা পূর্ব-য়ুরোপীয়। আমরা জানি মধ্য-য়ুরোপীয়র সময়ের চেয়ে এক ঘণ্টা এগিয়ে চলে পূর্ব-য়ুরোপীয়র সময়। ঘড়ির কাঁটা এক ঘণ্টা পিছিয়ে দিতে ভুলে গিয়েছিলেন র‍্যাশেট, হারিব্রাড এল্স, অর্থাৎ, র‍্যাশেটের নিহতের সময় রাত সওয়া বারোটা। সোয়া একটা নয়।

এবার বুক বলে ওঠেন—আচ্ছা, র‍্যাশেটের কামরা থেকে রাত একটা বাজতে তেইশ মিনিটের সময় যে স্বর শোনা গিয়েছিল, তা কি র‍্যাশেটের? না তার হত্যাকারীর?

—তা নাও হতে পারে। তৃতীয় কোন ব্যক্তির হওয়াও অসম্ভব কিছু না। কেউ র‍্যাশেটের কামরায় ঢুকে তার সঙ্গে কথা বলতে গিয়েছিলেন হয়তো। র‍্যাশেট খুন হয়ে পড়ে থাকতে দেখে তাড়াতাড়ি কণ্ডাক্টরকে ডাকলেন ডাক-ঘণ্টি বাজিয়ে। এবং ভুল বুঝতে পারলেন পর মুহূর্তেই। যদি তাকেই কণ্ডাক্টর খুনী বলে সন্দেহ করে? তাই আত্মরক্ষার জন্যেই কণ্ডাক্টরকে তিনি ফিরিয়ে দিলেন র‍্যাশেটের জবানীতে।

বুক বললেন—অসম্ভব না। অবশ্য বুককে দেখে বোঝা গেল তিনি ঠিক মনঃপুত নন এই ব্যাখ্যা শুনে।

—পোয়ারো হুবার্ডকে কেমন উসখুস করতে দেখে বলে উঠলেন—মনে হচ্ছে কিছু বলতে চান? যা বলবেন, নিঃসঙ্কোচে সব বলতে পারেন।

—বুঝতে পাচ্ছি না, হুবার্ড বলতে শুরু করেন, ঠিক কিভাবে বলবো। নিজের ঘড়ির কাঁটা তো ঘোরাতে ভুলে যাইনি আমি—

—কী বলতে চাইছেন বুঝতে পাচ্ছি, পোয়ারো বললেন, আপনার কামরায় যখন ঢুকেছিল লোকটা, আপনি ঘুমাচ্ছিলেন তখন। এবং বেশ গাঢ় ঘুমেই। অর্ধ-চেতনভাবে লোকটার উপস্থিতি আপনি টের পান? তাও ক্ষণিকের জন্য। এবং ফের ঘুমিয়ে পড়েন। লোকটির বিষয়ে এবার স্বপ্ন দেখে ভয় পেয়ে ঘুম ভেঙে যায় আপনার।

কণ্ডাক্টরকে ডাকেন আপনি, চেতনা ও নিদ্রা, স্বপ্ন ও বাস্তব, সব মিলিয়ে আপনার সময়ের কোন জ্ঞান ছিল না। আর এটাই স্বাভাবিক।

—হুম, তা হতে পারে। স্বীকার করেন হুবার্ড। জিজ্ঞেস করেন প্রিনসেস,—আপনি সেক্ষেত্রে, আমার পরিচারিকার সাক্ষের কি ব্যাখ্যা দেবেন? সে যে বলছে, আমার কামরায় আসবার সময় গভীর রাতে লোকটিকে দেখছিল সে।

—খুব সোজা উত্তর। পোয়ারো বলেন, র‍্যাশেটের কামরায় আপনার একটা রুমাল পাওয়া গেছে, তা জানেন আপনার পরিচারিকা। আপনার ওপর যাতে বেশী করে সন্দেহ না হয়, তাই তিনি কিছু লুকিয়ে গেছেন। আপনাকে সন্দেহমুক্ত করতে তিনি চেষ্টা করেছেন। আর তাই তো সত্যি কথাগুলো উনি বলেছেন উল্টে পাল্টে। প্রিনসেস, তার কথা মিথ্যে হতে পারে, তবে, সত্যি, অত্যন্ত খাঁটি তার আনুগত্য আপনার প্রতি।

—ব্যাপারটা কী জানেন, আপনার পরিচারিকা লোকটিকে দেখেছিল ঠিকই, তবে, ট্রেন অচল হবার আগেই, অর্থাৎ ভিনকোভকি স্টেশনে। প্রিনসেস ড্রাগোমিরফ বললেন-বা? প্রতিটি প্রশ্নের প্রতিটি দিক, মিষ্টার পোয়ারো, কি নিঁখুত ভেবে রেখেছেন, দেখে, সর্বান্তঃকরণে আমি যার প্রশংসা করছি।

প্রিনসেস উচ্চারিত প্রশংসাবাক্যে যথোচিত অভিবাদন গ্রহন করলেন পোয়ারো।

কামরায় নেমে এল নিস্তব্ধতার ছায়া।

—না! না! না! নিস্তব্ধতা ভাঙলেন ডাক্তার কনস্টানটাইন। মিষ্টার পোয়ারো, রহস্যের সত্যিকার ব্যাখ্যা তো আপনি দিলেন না। দৃঢ় বিশ্বাস আমার, আপনি এর প্রকৃত ব্যাখ্যা জানেন। তবু যে ব্যাখ্যা দিলেন, তার খুঁত বার করা কঠিন। পুলিস তা মেনে নিতে পারে। আমরাও তর্কে পারবো না আপনার

সঙ্গে। আপনার সঙ্গে আমি আছি সকাল থেকেই ; সুতরাং দেখছি কী গভীর ভাবে, কী দারুন আগ্রহে আপনি সংগ্রহ করেছেন সমস্ত তথ্য। হঠাৎ কখনো আমারও সন্দেহ হয়েছিল, হয়তো আপনারও সাধ্যের বাইরে এই রহস্য উন্মোচন করা। তথাপি মন বলছে আপনি আমাদের জানান নি প্রকৃত সমাধান।

—খানিকক্ষন চুপ করে থাকলেন পোয়ারো। ডাক্তার ও ব্যুকের দিকে চেয়ে অবশেষে বললেন, ঠিক আছে, দ্বিতীয় সমাধানটি জানিয়ে দিচ্ছি এবার। তার আগে একটি অনুরোধ, আপনারা যেন প্রথম সমাধানটির কথা ভুলে যাবেন না। (সামান্য হেসে) হয়তো দেখবেন, আপনাদের কাছে শেষ পর্যন্ত অধিকতর গ্রহনযোগ্য বলে বিবেচিত হবে প্রথম সমাধানটিই।

—দ্বিতীয় একটি সমাধানও সম্ভব এই রহস্য কাণ্ডের। এবং তাতে আমি কি করে উপনীত হলাম, সে কথাই শুরু করছি।

পোয়ারো ছোট্ট সভাটির দিকে একবার তাকিয়ে ফের খেই ধরলেন তার বক্তৃতার। সভা ছোট। শ্রোতারা উদ্‌গ্রীব। পোয়ারোর কথা শুনেছেন তাঁরা নিশ্চল মূর্তির মত স্থির হয়ে :

—প্রথমে সবার সব কথা শুনলাম। চিন্তা করতে বসলাম তার পর। একটু তাৎপর্যমণ্ডিত মনে হল কয়েকটি বিষয়। বিষয়গুলো আমি ব্যুক ও ডাক্তার কন্‌সটানটাইনের কাছে বলেছিলাম পাস পোর্টে দাগ তার মধ্যে একটি ? যা বিশ্লেষন করে দেখেছি ইতিপূর্বেই এখন বলবো অন্যান্য বিষয়গুলি। খুব সংক্ষেপেই বলছি।

—ব্যুকের একটি কথা দিয়েই শুরু হোক। কথাটা তিনি বলে ছিলেন যাত্রার প্রথমদিন খানা-কামরায় লাঞ্চের সময়। কথাটার গুরুত্ব তিনি নিজে বুঝেছিলেন কিনা জানি না, তবে আমি পেয়ে গেছি একটি তথ্য। কথাটা ছিল এই ট্রেনের, বলা ভাল, এই কোচের মানে যাত্রীদের ব্যাপারে। যাত্রীদের মধ্যে আছে নানান শ্রেণীর মানুষ, নানা দেশ ও নানা ভাষার।

—কি জানি কেন, হঠাৎ মনে হল আমার, পৃথিবীর আর কোথায় কোন দেশে, এমন একত্রিত হতে পাবেন নানা জাতি, নানা শ্রেণীর মানুষেরা ? উত্তর হল—আমেরিকা।

নানা জাতির লোক নিয়ে একটি সংসাব বচিত হতে পারে এক মাত্র আমেরিকাতেই। ইতালীয় শোফার, ইংরেজ গভর্ণেস, সুইডিশ নার্স ফবাসী পবিচারিকা একমাত্র সেখানেই, একই বাড়িতে থাকতে পারেন।

—গভীর ভাবে বিষয়টা আমি ভেবে দেখলাম। কাকে কোন ভূমিকা দেওয়া যায় আবমষ্ট্রং পবিবাবেব।

—কাকে কোন্ ভূমিকায় ঠিকাঠিক মানাবে" বলতে বাধা নে এখন, এতটুকু ভুল হয়নি আমাব অনুমানে। এবং আশ্চর্য ! এই অনু মানের ওপব ভিত করে যে সিদ্ধান্তে পৌঁছলাম। তা যেমন কৌতূহ উদ্দীপক, তেমনই বিচিত্র। প্রত্যেকেব সাক্ষ্য বিচাব কবে দেখল এবপব। কিছু না কিছু লক্ষনীয ব্যাপাব প্রত্যেকেব সাক্ষ্য থেকে খুঁটে নিলাম।

—ম্যাককুইনেব দ্বিতীয়বাব সাক্ষ্য থেকেই ধবা যাক। ব্যাশে কামবায ডেজি হত্যাব উল্লেখ যুক্ত একটুকরো কাগজ পাওয়া শুনে বিস্মিত হয়ে তিনি বলেন কিন্তু তা তো-তাবপব একটু বলেন, মানে, খুব বোকামিব কাজ হয়েছিল তাব পক্ষে।

মনে হল আমার, কথা ঘুরিয়ে নিয়েছিলেন ম্যাককুইন। আ হলেই হয়তো তিনি তাড়াতাড়ি বলে ফেলতেন। "কিন্তু" শেষমেশ সামনে নিয়েছিলেন নিজেকে। যদি ধরি, তিনি বলতে ছিলেন-কিন্তু তা তো (অর্থাৎ কাগজটা) পুড়িয়ে ফেলা হয়ে তাহলে কথাটা কী অর্থে দাঁড়াত ? হয় নিজেই তিনি খুনী। সহযোগী। এবার পরিচারক মাষ্টারম্যানের কথা ধরা যাক। যাতায়াতের সময় র‍্যাশেট রাতে ঘুমের ওষুধ খেতেন।

এ বলেছিল। সত্যি ও হতে পারে কথাটা।

রাতে কি ঘুমের ওষুধ খেয়েছিলেন? উত্তর হবে—অবশ্যই না। বরং উল্টোটাই হওয়া সম্ভব। কেননা, তার পক্ষে স্বাভাবিক ছিল গতরাতে জেগে থাকা, এবং সতর্ক থাকা। তাঁর বালিশের নিচে, এখন আপনাদের মনে করিয়ে দিতে চাই গুলিভরা পিস্তলের কথা অবশ্য এটাই সত্যি যে গতরাতে র‍্যাশেট ঘুমের ওষুধ খেয়েছিলেন। তবে না-জেনেই। তাহলে প্রশ্ন উঠবে, কে বা কারা তাকে ঘুমের ওষুধ খাওয়াতে পারে? উত্তর—পরিচারক কিংবা তার সেক্রেটারি। মাস্টারম্যান কিংবা ম্যাককুইন।

এখন আমরা আসবো হার্ডম্যানের সাক্ষ্যের কথায়। আমি অবিশ্বাস করিনি তাঁর পরিচয়, তবু যে ব্যবস্থা তিনি নিয়েছিলেন র‍্যাশেটের জীবন রক্ষা সম্পর্কে তা শুনে, আমি সন্দেহ করেছিলাম তার আন্তরিকতায়। সত্যি যদি তিনি র‍্যাশেটকে বাঁচাতে চাইতেন তাহলে রাতে থাকবার ব্যবস্থা করে নিতেন র‍্যাশেটের কামরাতেই কিংবা এমন কোন জায়গায় যেখান থেকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা যায় র‍্যাশেটের কামরার দরজার ওপর। তা ছাড়া, হার্ডম্যানের উক্তি ছিল সব কথা খুলে বলা ডিরেক্টর ব্যককে। তবুও তাঁর সাক্ষ্য থেকে স্পষ্টভাবে জানা গেছে একটা খবর। এবং তা হল, কোচের বাইরে থেকে র‍্যাশেটের খুনী আসেনি।

আপনারা হয়তো জানেন, মেরি ডেবেনহ্যাম ও কর্ণেল আর্বাথনটের আলাপের একটুকরো সংলাপ আমার কানে এসেছিল। তাতে আমি বুঝতে পেরেছিলাম, ওর পূর্ব-পরিচিতি তো বটেই। এমনকি ওদের মধ্যে এক সুমধুর সম্পর্কও গড়ে উঠেছে। যে শ্রেণীর ইংরেজ-কর্ণেল, আমি তাঁদের চিনি। যদিও তাদের পক্ষে অসম্ভব নয় প্রথম দর্শনে প্রেমে পড়া, তবু তারা এগোয় ধীরে-সুস্থে। অত্যন্ত শিষ্টাচার সম্মতভাবে। তাদের স্বভাবে তাড়াহুড়ো নেই। কর্ণেল ও ডেবেনহ্যাম যে কারণেই হোক, পরস্পরকে না জানার যে অভিনয় করছিলেন, ফাঁকি দিতে পারেনি আমার চোখকে।

শ্রীযুক্তা হুবার্ডের সাক্ষ্যের কথায় এখন আসা যাক। তাঁর ঝোলানো ঝোলার আড়ালে র‍্যাশেট ও তাঁর মাঝের দরজার ছিটকিনিটা আড়াল হওয়াতে, তিনি জানিয়ে দেন, সেটা খোলা না বন্ধ, জানা যায় নি। শ্রীমতী অলসঁকেও সাক্ষী মেনেছেন এই ব্যাপারে। হুবার্ডের কথায় দরজার হাতলে ঝোলানো ছিল তার ঝোলাটা এবং হাতলের নীচে ছিল ছিটকিনিটা। সুতরাং ঝোলার আড়ালে পড়ে যায় ছিটকিনিটা। কিন্তু ব্যাপারটা তাই নয়। হাতলের উপরদিকেই আছে ঐ বিশেষ দরজার ছিটকিনিটা। অবশ্য হাতলের নীচেই অন্য সব কামরার মাঝের দরজার ছিটকিনি থাকে। ব্যাপারটা কি জানেন, ঐ দরজার ছিটকিনিটা কোন সময় ভেঙ্গে গিয়েছিল বা খারাপ হয়ে গিয়েছিল। হাতলের ওপর নতুন ছিটকিনি লাগিয়ে দিয়ে গেছে মিস্ত্রি। এখনও দরজার গায়ে আছে পুরোনো ছিটকিনির দাগ। যাক্‌গে, হুবার্ড আমাদের একটি মিথ্যে ঘটনা বলেছিলেন। এখন ঘড়ির ব্যাপার। কোথায় সেটা পাওয়া গেল? না, মৃত-র‍্যাশেটের পায়জামার পকেটের মধ্যে।

তার মানে, কেউ যে জায়গায় ঘড়ি রাখে না, ঠিক সেই জায়গায় কেন না, ঘড়ি রাখার 'হুক' তো মাথার কাছেই। রাতে ঘড়ি তো সেখানেই রাখা যায় শোবার সময়। অতএব ইচ্ছে করেই খুনী পায়জামার পকেটে রেখে যায় ঘড়িটা। সে নিজেই ঘুরিয়ে রেখেছিল ঘড়ির কাঁটা। রাত সওয়া একটায় হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়নি। কখন হয়েছিল তাহলে? রাত সওয়া একটার আগে? স্পষ্ট করে বল্লে দাঁড়ায় রাত একটা বাজতে তেইশ মিনিটের সময়? এই ধারণাই পোষণ করে বন্ধুবর ব্যুক। কেননা, আমি একটা আর্তস্বর শুনেছিলাম ঐ সময়ে। অথচ আমাদের মনে আছে, ঘুমের ওষুধ খাওয়ানো হয়েছিল র‍্যাশেটকে। তার পক্ষে চীৎকার করা সম্ভব ছিল কি? চীৎকার করার ক্ষমতা থাকলে তো পিস্তল ব্যবহার করতে পারতেন তিনি। ধস্তাধস্তি করতে পারতেন খুনীর সঙ্গে। তবে?

ম্যাককুইন মনে করিয়ে দিয়েছিলেন আমাকে, র‍্যাশেট ফরাসীতে অজ্ঞ। ম্যাককুইন কিন্তু আমায় ধাঁধায় ফেলার জন্য ইচ্ছাকৃতভাবে মনে করিয়ে দিয়েছিলেন এটা। আসলে ঘড়ির ব্যাপারটাও তাই। ওঁদের ধারণা হয়েছিল আমি স্বকর্ণে র‍্যাশেটের কামরা থেকে ঐ ফরাসী কথা শুনেছি। তারপর যদি জানি যে ফরাসী জানেন না র‍্যাশেট, তাহলে তৎক্ষণাৎ বুদ্ধি খাটিয়ে আমি ধরে নেবো রাত একটা বাজতে তেইশ মিনিটে যে ফরাসী কথা র‍্যাশেটের কামরা থেকে শুনেছিলাম, তা র‍্যাশেটের গলার আওয়াজ হতে পারে না। কিন্তু আমি জানি, র‍্যাশেট তখনো নিদ্রিত এবং জীবিত।

তাহলে কখন সংঘটিত হয় হত্যা? আমি বলবো, রাত দুটো নাগাদ। এ ব্যাপারে ডাক্তারের অনুমানের সঙ্গে আমি একমত।

আমাদের পরবর্তী প্রশ্ন, কে হত্যাকারী?

পোয়ারো থামলেন নিস্তব্ধ কামরা। তার দিকে যাত্রীরা পলকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে আছেন।

একই সঙ্গে আমায় চিন্তিত এবং বিস্মিত করেছে দুটো জিনিস। এক, এই হত্যার পিছনে বিশেষ কাউকে দায়ী করা যায় না। দুই, কাকতালীয়ভাবে যারা পরস্পরকে না চেনার ভান করছেন, তাদেরই একজনের কথায় খুব অপ্রত্যাশিতভাবে অন্য একজনকে সন্দেহমুক্ত করার চেষ্টা আছে। এবং এই ঘটনা ঘটেছে বহুবার। আর আমি ভেবেছি, একি সম্ভব? এঁরা কি সকলেই এই খুনের সঙ্গে জড়িত।

বহু চিন্তা করলাম। শেষে বুঝলাম, এটাই স্বাভাবিক। শুধু স্বাভাবিক বা সম্ভব নয়, এক্ষেত্রে তাই-ই ঘটেছে। বছরের এই সময়ে সাধারণতঃ গাড়ি যখন প্রায় খালিই যায়, তখন আরমস্ট্রং পরিবারের সঙ্গে জড়িত এতগুলো লোক এই ট্রেনে যাচ্ছেন। একথা ভাবতে ভাবতে সমস্ত রহস্য আমার কাছে স্বচ্ছ হয়ে গেল। বুঝতে পারলাম

—এটা আকস্মিক ছিল না, সমাপতনও নয়, বরং পূর্বকল্পিত পোয়ারো ফের থামলেন।

র‍্যাশেট ফাঁকি দিয়েছিল আমেরিকার পুলিসকে। আদালতে প্রমাণিত হয়েছিল তার অপরাধ। ধরা পড়লে নিশ্চিত ছিল তার প্রাণদণ্ড। র‍্যাশেট কখনো ভোলেননি আরমস্ট্র পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ বারোজন লোককে। হয়তো সম্ভবই ছিল না তার পক্ষে সেই বারো জনকে ভোলা। তারা নিজেরাই প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, র‍্যাশেটকে শাস্তি দেবেন। তারা সুযোগের প্রতীক্ষায় ছিলেন দীর্ঘকাল। তারপর এই ট্রেনে এই কোচে এল সেই সুযোগ। এবং তারা ছাড়লেন না।

যদি কেউ বলেন, এই রহস্যের সব কটা দিক এই সমাধানের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যায় কি? উত্তর হবে, হ্যা। যায়। ক্ষতচিহ্ন-গুলোর কথাই প্রথমে ভাবা যাক। একটি করে আঘাত হেনেছেন প্রত্যেকে। কোনটা গভীর আঘাত, কোনটা সামান্য আঁচড় হওয়ার কারণও এক। সবার পক্ষে ব্যবহার করা সহজ বলেই অস্ত্র হিসেবে ছোরা ব্যবহার করা হয়েছে। আর চিঠিগুলো তো অনেকে মিলে লেখা। তবে যে চিঠিগুলো আমাদের দেখিয়েছিলেন ম্যাককুইন, সেগুলো বাজে জিনিস আসলে। কেননা সেগুলো সাক্ষ্য হাজির করার জন্যেই তৈরী। তার মানে এই নয় যে, সত্যিকারের ভয় দেখানো চিঠি লেখা হয়নি র‍্যাশেটকে। সেগুলো নষ্ট করেন ম্যাককুইন। শুধু দুর্ভাগ্যবশতঃ আমার হাতে এবং চোখে পড়েছিল শেষ চিঠিটার আধপোড়া একটা অংশ।

ওদিকে আগাগোড়া মিথ্যে গল্প শুনিয়ে গেলেন হার্ডম্যান। তিনি বেঁটে এবং নারীকণ্ঠের যে রহস্যময় কাল্পনিক ব্যক্তির কথা প্রচার করে বেড়ালেন তা যে কোন মানুষেরই হতে পারে। অথবা কোন মানুষেরই হতে পারে না। আমার ধারণা হত্যাকাণ্ড এইভাবে

সংঘটিত হয়েছিল—ঘুমের ওষুধ পেয়ে র‍্যাশেট যখন গভীর নিদ্রামগ্ন তখন হুবার্ড ও র‍্যাশেটের কামরার মাঝের দরজা দিয়ে প্রত্যেক যাত্রীরা একে একে র‍্যাশেটের অন্ধকার কামরায় ঢুকে তাকে ছোরা দিয়ে আঘাত করেছিলেন। ফলে এঁরা নিজেরাই জানেন না, কোন আঘাতে, কার আঘাতে মৃত্যু ঘটে র‍্যাশেটের।

সবই পরিকল্পনা মাফিক হল এই পর্যন্ত। কিন্তু তারপরই ওঁরা আবিষ্কার করলেন, ট্রেন থেমে গেছে। এখন আমার পক্ষে বলা অসম্ভব ওঁরা তখন কে কি করেছিলেন। তবু মনে হয়, এ সময়ে ওঁরা ফের আলোচনায় বসেন। আগের পরিকল্পনা অনুযায়ী যা ঠিক করা ছিল তাতে প্রমাণিত হবে হত্যাকারী বাইরে থেকে এসেছিল। কিন্তু ট্রেন থেমে যাওয়ায় বড় অসুবিধা হয়ে গেল। সন্দেহটা প্রত্যেক যাত্রীর ওপর পড়বে বলে পরিবর্তিত পরিস্থিতি ঠিক হল সাক্ষ্য প্রমাণের দ্বারা এমন ঘোরালো করে তোলা হবে ব্যাপারটা যাতে সমাধান পুলিসের সাধ্যাতীত হয়ে ওঠে। দুটো সূত্র ও ওরা রেখে দিলেন তাদের জন্য, যারা এই হত্যার কিনারা করতে আসবেন। দুটো হল—প্রিনসেসের রুমাল ও কর্নেলের পাইপক্লিনার। এতে কোন ক্ষতিবৃদ্ধি হত না ওঁদের। আরমস্ট্রং পরিবারের সঙ্গে কর্নেলের সম্পর্ক বার করা কঠিন। আর প্রিনসেসকে, তার দুর্বল স্বাস্থ্য ও সামাজিক মর্যাদার জন্য এক খুনের সঙ্গে কেউ তাকে যুক্ত করার কথা ভাববেন না। রহস্য আরো জটিল করানোর জন্যে লাল কিমোনো পরা করা হল এক মহিলাকে আমদানি। আরো আশ্চর্য! আমাকে দরজায় নক্ করে, ডেকে তুলে এই ব্যাপারে প্রত্যক্ষ সাক্ষী করা হল, এবং এই ঘটনার সাক্ষী করা হল ডেবেনহ্যাম ও ম্যাককুইনকেও। কেবল নাটক-রচনা ও মঞ্চসজ্জাই নয়, প্রচুর রসবোধও আছে এঁদের। কেননা, যখন লাল-কিমোনো নিয়ে চিন্তায় চুল ছিঁড়ছি তখন ওটা আমার স্যুটকেশ থেকে ওটা বের হল। কিমোনোটা কার, ঠিক জানি না, তবে বোধ হয় কাউন্টেস আন্দ্রেনির। কেননা, তার জিনিস পত্রের

মধ্যে কোট ড্রেসিং গাউন নেই অথচ টী-গাউন আছে।

যখন জানতে পারেন ম্যাককুইন যে, আমরা আধপোড়া চিঠির টুকরোটা পেয়েছি র‍্যাশেটের কামরা থেকে। আর জেনেছি আরমস্ট্রং পরিবারের কথা। তখন তিনি অন্যান্যদের সেই ওঁদের পক্ষের দুঃসংবাদটা শুনিয়ে দিলেন তাড়াতাড়ি। এবং এ ব্যাপারে সবচেয়ে বিচলিত হলেন কাউন্টেস আন্দ্রেনি। কারণ, তাঁর সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ আরমস্ট্রং পরিবারের সাথে। ফলে তিনি, ওর তাঁর স্বামী দ্রুত কাগজপত্রের লেবেল ও পাসপোর্ট নাম-বদল করে হেলেনা থেকে এলেনা হয়ে গেলেন।

ওঁরা ঠিক করেছিলেন আরমস্ট্রং পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার কথা অস্বীকার করবেন। তার প্রথম কারণ, ওঁরা জানতেন—আমার কাছে কোন পন্থা খোলা নেই এর রহস্যের সত্য সমাধানের। দ্বিতীয়ত, বিশেষ কাউকে না ধরে, ওঁরা ভাবতেও পারেননি, আমি সন্দেহ করবো একসঙ্গে সবাইকে। এই হত্যাকাণ্ডের রহস্য-সমাধান যদি সত্যি হয়। অবশ্য নিঃসন্দেহে এটা সত্যি। তবে স্বীকার করতে হয় যাত্রীদের পরিকল্পনা কিছুতেই রূপায়িত করা যেত না কণ্ডাক্টর মিশেলের সহযোগিতা ছাড়া।

তবু র‍্যাশেটের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারী মোট বারোজন। বারো হওয়ার দুটো কারণ। এক, সাক্ষ্য বিচারে কর্নেল তার জুরি প্রথার গুণগান করেছিলেন কেননা, ইংলণ্ডে জুরি গঠিত হয় বারোজন নিয়ে। দুই, আমাকে ও র‍্যাশেটকে বাদ দিলে, এই কোচে যাত্রী থাকও বারো। মিশেলকে নিয়ে "তের" হয়। তবু কেমন অপয়া না হয় সংখ্যাটা। বিশেষ করে এমন গুরুত্বপূর্ণ কাজ, মনে হয় না তেরজন মিলে করবেন।

তাই আমার ধারণা ওঁদের মধ্যে একজন অংশগ্রহণ করেননি

এই হত্যাকাণ্ডে। কে তিনি? আমার অদ্ভুত মত অনুযায়ী তিনি হলেন কাউণ্টেস আন্দ্রেনি। "আমার স্ত্রী সারারাত কামরাতেই ছিলেন"—কাউণ্টের এই কথা অবিশ্বাস করিনি আমি। বুঝেছিলাম স্ত্রীর হয়ে কাউণ্টেসের কাজ কাউণ্টই করে দিয়েছিলেন। কাজ মানে? অন্যান্যদের সঙ্গে গিয়ে র্যাশেটকে ছুরি মারা।

এর মধ্যে কেন কণ্ডাক্টর মিশেল নিজেকে জড়ালো? এই রেলপথে দীর্ঘকাল সে কাজ করেছে সুনামের সঙ্গে। ঘুষ খেয়ে বশ হবার মত লোক নয় সে। তবে কি আরমস্ট্রং পরিবারের সঙ্গে কোন সম্পর্ক ছিল তার? এ সময়ে আমার হঠাৎ মনে পড়লো, এক ফরাসী মেয়ে কাজ করতো ওদের পরিবারে। পুলিস তাকে মিছিমিছি সন্দেহ ও বিরক্ত করেছিল ডেজির অপহরণ ব্যাপারে। দুঃখে রাগে আত্মহত্যা করে মেয়েটী। হঠাৎ মনে হল, মিশেল সেই মেয়েটীর বাবা নয়তো? তখনই বুঝতে পারলাম, কেন এবং কীভাবে এই গাড়ী নির্বাচিত হয়েছিল র্যাশেট বধ নাট্যের শেষ দৃশ্যের স্থান হিসেবে।

আর কার কার ভূমিকা স্পষ্ট নয় এই নাটকে? আগেই বলেছি আরমস্ট্রংদের বন্ধু ছিলেন কর্নেল আরবাথনট। ওঁদের বন্ধুত্ব দৃঢ় পেয়েছিল। সম্ভবতঃ যুদ্ধক্ষেত্রেই।

কেন জানিনা, খুব ভাল রাঁধুনী বলে মনে হয়েছিল পিনমেয়ে পরিচারিকা ইল্ডগ্রেদ্ স্মিকে। তিনি মনে হল, রান্নার কাজ করতেন আরমস্ট্রং পরিবারে? এবং আমার একটা প্রশ্নের ফাঁদেই তিনি ধরা পড়ে গেলেন। বলে ফেললেন—সবাই ওঁর রান্নার সুখ্যাতি করেছেন যাঁদের কাছে উনি কাজ করেছেন! এখন মনে রাখা দরকার, আপাততঃ উনি করছেন যে পরিচারিকার কাজ, তাতে রান্নার কৃতিত্বের পরিচয় দেওয়ার অবকাশ কই?

আর, হার্ডম্যান ভালবাসতেন সেই ফরাসী মেয়েটীকে। যদি তার প্রত্যক্ষ কোন যোগ ছিল না আরমস্ট্রং পরিবারের সঙ্গে। কথায় কথায় আমি বিদেশিনী মেয়েদের কথা তুলেছিলাম হার্ডম্যানের